উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৮,০৯৪.৬৪ (+১৬৬.৪৯)
নিফটি : ২৪,৩৮৩.৬০ (+৬৬.৪৫)

সোনালি গাথায় শরিক হর্ষও
কমনওয়েলথে জুডোয় ইতিহাস **১৪**

সংসদে প্রণামি চুরির নাটক **৭**

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩২° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ২৭° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ২৬° সর্বনিম্ন

চন্দ্রনাথ খুনে গ্রেপ্তার আরও দুই **৫**

শিলিগুড়ি ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 1 August 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 75

নিশানায় শুভেন্দু

ফাঁস নার্কো-সন্ত্রাসের মারাত্মক ছক

বর্ধমানে ধৃত জইশ জঙ্গি

- ধৃত হামিম মণ্ডল ওরফে হামিদ নিজেকে কাশ্মীরের বাসিন্দা পরিচয় দিলেও তার ঠিকানা বর্ধমান
- পাকিস্তানি গ্যাংস্টার জঙ্গি শাহজাদ ভাট্টি ও তার ডান হাত আজমল গুজ্জরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হামিম

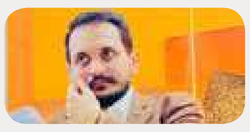

- বর্ধমানে আসার আগে নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাটে থাকত সে, যার খুব কাছেই মুখ্যমন্ত্রীর আবাসন
- মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু যে পথে যাতায়াত করতেন, সেই পথে একাধিকবার রেইকি ধৃতের
- সমস্ত তথ্য পাঠানো হচ্ছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জইশ-ই-মহম্মদ হ্যান্ডলারদের কাছে
- জইশের স্ক্যানারে রাজ্যের আরেক মন্ত্রী উমেশ রাই-ও

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৩১ জুলাই : বর্ধমান শহরের ব্যস্ততম রাস্তা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে। তার পাশেই অভিজাত 'রেনেসাঁ' কমপ্লেক্স। চোখধাঁধানো বহুতলের ন'তলার একটি ভাড়া-ফ্ল্যাটের যে বাসিন্দাকে শুক্রবার সকালে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ জালে তুলেছে, তার পর্দা ফাঁস হতেই চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার জোগাড়। রাজ্য সরকারের শীর্ষ মহল থেকে আন্তর্জাতিক জঙ্গি নেটওয়ার্ক, সবকিছুকে যেন এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছে এই গ্রেপ্তারি।

ধৃতের নাম হামিম মণ্ডল (ওরফে হামিদ)। এদিন স্থানীয় একটি জিম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিকভাবে হামিম নিজেকে কাশ্মীরের বাসিন্দা বলে দাবি করলেও আদতে সে পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের কুসুম গ্রামে থাকে। হামিম পাকিস্তানি গ্যাংস্টার জঙ্গি শাহজাদ ভাট্টি ওরফে রানা ভাই এবং তার ডান হাত আজমল গুজ্জরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তার ভুয়ো পরিচয়পত্রগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে যে তথ্য গোয়েন্দাদের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছে, তা হল ধৃতের এনক্রিপ্টেড আইফোন ও একাধিক ডিজিটাল ডিভাইস থেকে উদ্ধার হওয়া মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সুনির্দিষ্ট গতিবিধি, ভিআইপি রুটম্যাপ ও সিকিউরিটি

হামিম মণ্ডলকে নিয়ে আদালতের পথে এসটিএফ। শুক্রবার।

শিডিউল। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে গোটা ঘটনায় পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হাত থাকার ইঙ্গিত স্পষ্ট।

তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্তান নামে একটি সংগঠনের সঙ্গে প্রথমে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল হামিমের। এরপর শাহজাদ ভাট্টির সঙ্গে তার পরিচয়। সেই সূত্রেই ঘটে জইশ-যোগ।

তদন্তে উঠে এসেছে, বর্ধমানের ফ্ল্যাটটি নেওয়ার আগে নিউটাউনের একটি ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকত হামিম, যার খুব কাছেই মুখ্যমন্ত্রীর আবাসন। অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী যে রাস্তা ধরে নিজের নিউটাউনের ফ্ল্যাটে যাতায়াত করতেন, সেই পথে একাধিকবার রেইকি চালিয়েছিল সে। গাড়ির বিবরণ, কনভয়ের ওঠানামা থেকে শুরু করে চালকের নাম, সমস্ত তথ্য এনক্রিপ্টেড চ্যাটের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছিল পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জইশ-ই-মহম্মদ হ্যান্ডলারদের কাছে।

শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, জইশের স্ক্যানারে ছিলেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-ও। সম্প্রতি মন্ত্রী উমেশকে 'পাকিস্তানি এজেন্সি'-র পরিচয় দিয়ে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি ফোনে হুমকি দেয় ও বিপুল টাকা দাবি করে। টাকা না দিলে তাঁর ছেলেকে অপহরণের হুমকিও দেওয়া হয়। বর্ধমানে হামিম গ্রেপ্তার হওয়ার পর এই ফোনের সংযোগ স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এর সঙ্গে আন্তর্জাতিক চক্র জড়িয়ে এবং জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে। শুধু আমি নই, আমাদের মন্ত্রী উমেশ রাই-ও এদের স্ক্যানারে ছিলেন। এসটিএফ ধৃতকে পুলিশি

এরপর বারোর পাতায়

তিলোত্তমায় প্রত্যাবর্তন

শঙ্খ ও উলুধ্বনিতে তসলিমাকে বরণ

কলকাতা, ৩১ জুলাই : ১৮ বছর ৮ মাস ১০ দিনের ব্যবধান। নির্বাসিত সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন ফের কলকাতার মাটিতে পা রাখলেন। শুক্রবার সকালে ফেসবুকে তিনি লিখেছিলেন, 'আজি এ প্রভাতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।' সেই বার্তার কয়েক ঘণ্টা পর, দুপুর ১২টা বেজে ৫০ মিনিট নাগাদ লাল পাড় সাদা শাড়ি ও রোদচশমা পরে তিনি দমদম বিমানবন্দরে নামেন। প্রায় দুই দশক পর প্রিয় শহরে ফিরে এলে তাঁকে ঘিরে আবেগঘন পরিবেশ তৈরি হয়। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্যেই অনুরাগীরা তাঁকে স্বাগত জানান। হাসিমুখে তসলিমা বলেন, 'খুবই ভালো লাগছে, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।' একইসঙ্গে তসলিমা স্পষ্ট করে দেন, তিনি কোনওদিনই স্বেচ্ছায় কলকাতা ছেড়ে যাননি।

বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উত্তর দমদমের বিধায়ক সৌরভ শিকদার, অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক মোহিত রায় এবং অসংখ্য অনুরাগী উপস্থিত ছিলেন। শনিবার রবীন্দ্র সদনে 'সেক্যুলার মিশন' ও 'এইচআরবিএফএফ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত মৌলবাদবিরোধী অনুষ্ঠানে তসলিমার যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিত থাকার কথা। রবিবার বাংলা আকাদেমিতেও তসলিমার একটি কর্মসূচি রয়েছে।

এরপর বারোর পাতায়

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বিমানবন্দরে তসলিমা নাসরিন। শুক্রবার।

শিলিগুড়িতে দুই বিজেপি নেতার ঠান্ডা লড়াই

বার, বাসে তোলাবাজি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস ও তার আশপাশে থাকা সিংগিং বারগুলির নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখতে তৎপর বিজেপির দুই নেতা। লাখ লাখ টাকা পকেটে ঢোকানোই আসল লক্ষ্য।

একজন চেকপোস্টের গান্ধি ময়দান সংলগ্ন একটি ওয়ার্ডের বাসিন্দা, দলের জেলা স্তরের মাদার কমিটির পদাধিকারী। অপরজন সংখ্যালঘু মোর্চার নেতা। দুজনই অবাঙালি। দ্বিতীয়জন কোচবিহারের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতার ডান হাত হিসেবে পরিচিত শিলিগুড়িতে। তিনি রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে ধীরে ধীরে পুরো সেবক রোডজুড়ে পাব-বারের কারবারে ছড়ি ঘোরানোয় হাত পাকাতে শুরু করেছেন। প্রথমজন অবশ্য পিসি মিত্তাল টার্মিনাস ও সংলগ্ন এলাকা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছেন।

দুজনের মধ্যে ঠান্ডা লড়াই বেশ জমে উঠেছে। মাদার কমিটির নেতা নাকি প্রায়দিনই রাত হলে ওই এলাকার বারগুলোতে যাওয়া-আসা করছেন। প্রথমে আমতা আমতা করলেও পরে মালিকদের একাংশ বলছেন, 'দাদা আশ্বস্ত করেছেন, কোনও সমস্যা হলে তিনি দেখে নেবেন।' টার্মিনাসের রাশ নিতে নিজের কয়েকজন অনুগামীকে সেখানে কাজে ঢুকিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। বাস চলাচলের সময়সীমা ঠিক করা সহ একাধিক বিষয়ে নাক গলাতেন ওই তরুণরা। এঁদের মধ্যে দুজনের দাদাগিরি মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ায় বাস মালিকদের সন্তুষ্ট রাখতে তাঁদের সরিয়েও দেন ওই ব্যক্তি। পিসি মিত্তাল বাস ওনার্স

সিন্ডিকেটের নজরে পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস।

ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিপ্লব বিশ্বাসের অবশ্য দাবি, 'কয়েকদিন আগে এসব শুরু হয়েছিল। তবে এখন নেই।'

সমিতির কর্তা বিষয়টি অস্বীকার করলেও জোর গুঞ্জন, পালাবদলে স্রেফ মুখ বদলেছে সিন্ডিকেটের। বাসে পণ্য পরিবহণ থেকে বাড়তি ট্রিপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে আয় থেকে লাভের গুড় খাচ্ছেন নতুন মুখেরা। সন্ধ্যার পর থেকেই আশপাশে থাকা সিংগিং বারগুলোর অধিকাংশে কালো টাকা ওড়ে। ডান্সিং বারের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও এক-দুটোতে সেই রীতি চালু রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে এজন্য তরুণী-মহিলাদের আনা হয়।

বরাবর এমন দৌরাত্ম্য থাকলেও তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে 'ঘুঘুর বাসা'য় হাত দিতে পারেনি পুলিশ-প্রশাসন। তখন নিয়ন্ত্রণ করতেন তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির এক অবাঙালি নেতা। সরকার বদলের সঙ্গে সঙ্গে ওই নেতা কার্যত উধাও হয়ে যান। শূন্যস্থান পূরণে তৎপর হয়ে ওঠেন পদ্ম নেতারা।

শাসকদলের নেতাদের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় মুখরক্ষায় পালটা কর্মসূচি নিয়েছে বঙ্গীয় হিন্দু মহামঞ্চ। শনিবার মহামঞ্চের তরফে ভক্তিনগর থানায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মহামঞ্চের তরফে বিক্রমাদিত্য মণ্ডলের বক্তব্য, 'পাবগুলোর অধিকাংশ আইনবিরুদ্ধ কাজ করছে। ব্রাউন সুগারের আসর বসছে। প্রশাসন ব্যবস্থা নিক। নয়তো আমরা বিশেষ বিশেষ দিনে স্পাই ঢুকিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপ ফাঁস করে শাটার নামিয়ে দেব।'

নেতা-মন্ত্রীদের সঙ্গে পাব নেতাদের ছবি ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর যুক্তি, 'ছবি ভুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ভাবছে, এসব করলে পার পেয়ে যাবে। তবে বেআইনি কাজ করলে যেন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেই অনুরোধ জানাতে থানায় যাব।'

অন্যদিকে, সেবক রোডের চারটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত মণ্ডলের পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ ওঠার পর থেকে সেখানে বিজেপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড লাটে ওঠার জোগাড়। এই পরিস্থিতিতে ওয়ার্ডগুলি দেখভালের জন্য চেকপোস্টের বাসিন্দা মাদার কমিটির ওই নেতার সঙ্গে অপর একজনকে যৌথভাবে দায়িত্ব দিয়েছে জেলা নেতৃত্ব। তারপর থেকে সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এক যুব নেতার কথায়, 'দাদা পাশে রয়েছে ভেবেই তো আমরা সেদিন কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। মণ্ডলের যুব সভাপতি গ্রেপ্তারের পর দাদা পাশেও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু এখন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হল। আমরা খারাপ হয়ে গেলাম।'

মণ্ডলের কর্মীদের দাবি, সেই 'দাদা' বর্তমানে সেবক রোডজুড়ে বালি-পাথর ফেলার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের মাথা হয়ে উঠেছেন।

সাদা চোখে সাদা কথায়

বাংলাজুড়ে অসভ্যতা ও ধান্দা-দর্শনের ইতিহাস

গৌতম সরকার

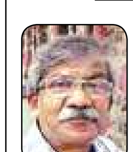

পার্থক্য আর কোথায়! ২০০৮-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমায় ভালো ফল করার পর তৃণমূল একদিনে সিপিএমের ১৪টি অফিস গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। ২০২৬-এ সেই কোচবিহার জেলায় সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক অফিসে বিজেপি ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ। ডিওয়াইএফআই-এর সভায় দিনের আলোয় আক্রমণ করেছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। তৃণমূল জমানায় কোথাও কোথাও সিপিএম নেতাদের গলায় জুতো পরিয়ে গ্রাম ঘুরিয়ে হেনস্তা করা হত।

বিজেপির শাসনে শুধু জুতো মারা নয়, ডিম ছুড়ে হেনস্তা করা হচ্ছে। বাদ যাচ্ছেন না তৃণমূলের মহিলা নেত্রীরাও। জনরোষ বলে বিজেপি এই ডিম সংস্কৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। এটা যে আসলে জঘন্যতম হামলা- সেই সত্যটি আড়াল করতে ডিম থেরাপি শব্দবন্ধটি চালু করে দেওয়া হয়েছে। আসলে এটা একধরনের অসভ্যতাও বটে। বাংলা এখন এই অসভ্যতায় অতিষ্ঠ। পার্টি অফিস দখল, বুলডোজার দিয়ে ভাঙা, অন্য দলের অফিসে রং করে দেওয়া ইত্যাদি সবই তো অসভ্যতা।

অসভ্যতার সংস্কৃতি অবশ্য একদিনে জন্ম নেয়নি। এর বীজ পোঁতা হয়েছিল সেই ইন্দিরা গান্ধির জমানায়। ফলে এরকম 'যাচ্ছেতাই' ধরনের কার্যকলাপের দায় কংগ্রেস, তৃণমূল, বামফ্রন্ট, বিজেপি- সব দলের। রাজনীতির নাম করে এই অসভ্যতার সংস্কৃতির একটি প্রেক্ষাপট না থাকলে কি আর মেয়েদের চুল ছিঁড়ে নেওয়া, মাথায় ডিম ভাঙার মতো প্রবৃত্তি কারও হতে পারে।

কথায় আছে, স্নেহ অতি বিষম বস্তু। সেই স্নেহ অন্ধ হলে বড় বিপদ। রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের জন্ম অন্ধ স্নেহ থেকেই। সাতের দশকে জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য ইন্দিরার চেয়ে বেশি দায়ী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সঞ্জয়। ইন্দিরা পুত্রের যথেচ্ছাচারে চোখ বুজে ছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ঘরে-বাইরে অভিযোগ। যথেচ্ছাচারের অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগ, দাদাগিরির অভিযোগ। কিন্তু স্নেহধারায় তাঁকে আগলে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিযোগের পাহাড়।

এরপর বারোর পাতায়

ট্রাফিক সামলাতে ফুট ওভারব্রিজ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন উড়ালপুল থেকে একের পর এক গাড়ি নামছে, ওরা দাঁড়িয়ে হনুমান মন্দিরের ডানদিকে। উড়ালপুলের দিক থেকে গাড়ি নামা বন্ধ হতে ওরা রওনা দিল। কিন্তু একটু এগিয়েই থমকে যেতে হল। কারণ, তখন আবার বিধান রোড থেকে গাড়ির সারি হিলকার্ট রোড ধরেছে। যা নজরে পড়তেই হাসমি চকে কর্তব্যরত এক ট্রাফিক পুলিশকর্মী এগিয়ে এসে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের পড়ুয়াদের রাস্তা পার করে দিলেন। এই সমস্যা প্রত্যেকদিনের। এমন সমস্যায় পড়তে হয় পথচারী প্রায় প্রত্যেককেই। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে একটু অসতর্কতার জন্য অনেককে দুর্ঘটনার মুখোমুখিও হতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এই সমস্যা থেকে মুক্তি ঘটবে শহর শিলিগুড়ির।

শহরের প্রাণকেন্দ্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়, শিলিগুড়ির সব রাস্তাতেই গাড়ির অবিরাম স্রোত। ফুটপাথ দখল ও যত্রতত্র গাড়ি পার্কিংয়ের ফলে রাস্তা পারাপার করা এই শহরে অত্যন্ত ঝুঁকির। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, রাস্তা পার হতে পথে সময় নষ্ট হয় পথচারীদের। যা স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর ভঙ্গুর ছবিটা স্পষ্ট করে। পথচারীদের এই নিত্যদিনের দুশ্চিন্তা ও দুর্ঘটনাপ্রবণ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে এবার পদক্ষেপ করতে চাইছে

- শহর শিলিগুড়িতে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচটি ফুট ওভারব্রিজ তৈরির পরিকল্পনা কেন্দ্রের
- কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে হাসমি চক, সেবক মোড় সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হবে ব্রিজগুলি
- পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ট্রাফিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটবে বলে আশাবাদী শহরবাসী

কেন্দ্রীয় সরকার। পথ নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে রাজ্যের সাহায্যে প্রাথমিকভাবে শিলিগুড়ি শহরে মোট পাঁচটি আধুনিক ফুট ওভারব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুট

এরপর বারোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মাঠকে বিদায় সোনার মেয়ে স্বপ্নার

শুক্রবার সমাজমাধ্যমে অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণার পর জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। স্বপ্না কি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন, নাকি অন্য কোনও পথ বেছে নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৩১ জুলাই : বছরের পর বছর শরীরের একের পর এক চোটকে সঙ্গী করেই লড়েছেন। হাঁটুর যন্ত্রণা, স্লিপ ডিস্ক, শারীরিক সীমাবদ্ধতা সবকিছুকে উপেক্ষা করে ২০১৮ সালের এশিয়ান গেমসে হেপ্টাথলনে স্বপ্না বর্মন দেশের জন্য সোনার পদক জিতেছিলেন। সেই লড়াই আর টেনে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শরীর আর আগের মতো সাড়া দিচ্ছে না। সেই বাস্তবতাকেই সামনে রেখে উত্তরবঙ্গের সোনার মেয়ে শুক্রবার সমাজমাধ্যমে অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসরের ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণার পর ক্রীড়া থেকে রাজনৈতিক মহল, সর্বত্রই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। স্বপ্না কি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরবেন, নাকি অন্য কোনও পথ বেছে নেওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তবে অবসরের কথা জানালেও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে একটি শব্দও তিনি খরচ করেননি। ফোন করা হলে স্বপ্না বলেন, 'অনেক ভাবনাচিন্তা করে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এ বিষয়ে যা বলার তা পরে বলবেন বলে জানিয়েছেন।

শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের অফিশিয়াল পেজে স্বপ্নার আবেগঘন বার্তা, 'অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসর নিচ্ছি। এই অ্যাথলেটিক্স আমার পরিচয় ছিল। নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলাম। যত আশা করেছিলাম ততটা পাইনি। তবু আক্ষেপ নেই। এখনও মন চায় ছুটে যাই মাঠে। কিন্তু সকলের ভালোবাসা নিয়ে, চোখে জল নিয়ে আমি ট্র্যাককে বিদায় জানাচ্ছি।' অন্য একটি অংশে তিনি লিখেছেন, 'খেলার জগতে থাকাকালীন বছরের পর বছর চোটের সঙ্গে লড়াই করেছি। হাঁটুর ব্যথা থেকে স্লিপ ডিস্কের মতো সমস্যাকে অতিক্রম করে এশিয়াড খেলে সোনা জিতেছি। এখন মন চাইলেও শরীর সঙ্গ দেয় না। তাই অবসর নিতে একপ্রকার বাধ্য হলাম।'

এই ঘোষণার পরই সমাজমাধ্যমে শুভানুধ্যায়ীদের বড় অংশ স্বপ্নাকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন। অনেকেই এটিকে ভুল সিদ্ধান্ত বলেও মন্তব্য করেছেন। একইসঙ্গে রাজনৈতিক মহলেও জল্পনা শুরু হয়েছে। কারণ, চলতি বছর বিধানসভা ভোটের আগে স্বপ্না তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ

এরপর বারোর পাতায়

পড়ুয়া-শিক্ষক শূন্য পাহাড়ের ১৭ স্কুল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : নেই শিক্ষক। নেই পড়ুয়াও। শুধু পড়ে আছে স্কুল ভবন। সর্বসাকুল্যে ১৭ জন শিক্ষক নিয়ে পড়ুয়াশূন্য এমনই কয়েকটি স্কুলের হদিস মিলেছে কালিম্পং জেলায়। যার মধ্যে ১২টি প্রাথমিক এবং পাঁচটি জুনিয়ার হাইস্কুল। বন্ধ স্কুলগুলির তালিকা শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল সরকার। সূত্রের খবর, স্কুলগুলিতে দীর্ঘসময় ধরে স্থায়ী শিক্ষক না থাকায় ধীরে ধীরে পড়ুয়া কমতে থাকে। স্থায়ী শিক্ষকের অভাবে অভিভাবকরা পড়ুয়াদের অন্য স্কুলে নিয়ে যান। দু’-তিন বছরে পরিস্থিতি এতটাই বেহাল হয়ে পড়ে যে হাতেগোনা পড়ুয়া নিয়ে চলত স্কুলগুলি। তবে বর্তমানে এই স্কুলগুলিতে কার্যত ঝুলছে তালা। তকমা লেগেছে ‘একেবারে বন্ধ’র।

এই হাল ফেরাতে উদ্যোগী হয়েছে শিক্ষা দপ্তর। সম্প্রতি স্কুলগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বন্ধ থাকা কম্পোজিট গ্র্যান্টও দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের শিক্ষার হাল ফেরাতে কোন শিক্ষা জেলার কী অবস্থা তার তালিকাও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে জানতে চেয়েছে দপ্তর। বিভিন্ন জেলার মতো কালিম্পং জেলা থেকেও ইতিমধ্যে শিক্ষক, পড়ুয়াশূন্য স্কুলের তালিকা পাঠানো হয়েছে শিক্ষা দপ্তরে। সেই তালিকায় নাম রয়েছে কালিম্পংয়ের। জেলা শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, পাহাড়ি এই জেলায় শিক্ষার অধিকার থেকে কোনও শিশু যাতে বাদ না পড়ে, সেজন্য সরকারি একটা তালিকা তৈরি করে আগেও শিক্ষা দপ্তরে অনেক কম বসতিযুক্ত স্থানে তৈরি করা হয়েছিল সরকারি স্কুল। তবে ছিল না প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো। বিশেষত ২০১৫-র পর থেকে এই সমস্যা আরও বাড়ে। শিক্ষক না থাকায় সভাসদের স্বেচ্ছাসেবক পরিষেবা দেওয়া শিক্ষক দিয়ে চালানো হচ্ছিল কয়েকটি স্কুল। সেই শিক্ষকরাও নিয়মিত না আসায় পড়ুয়া সংখ্যা কমতে থাকে। পরবর্তীতে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয় যে শিক্ষক, পড়ুয়া সংখ্যা শূন্যতে নেমে আসে। এই তালিকায় তোদে জুনিয়ার, মাকুম জুনিয়ার, কোলেকং জুনিয়ার হাইস্কুল সহ একাধিক স্কুলের নাম রয়েছে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল সরকারের বক্তব্য, ‘জেলার অনেক হাইস্কুলেও শিক্ষকরা অবসর নিলে শিক্ষক-পড়ুয়া অনুপাত কম হয়ে যাবে। সেই রিপোর্টও শিক্ষা দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছে। এছাড়াও যে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে তার তালিকাও দেওয়া হয়েছে।’ কালিম্পং শিক্ষা জেলায় মোট ৬৪টি সরকারি স্কুল রয়েছে। তবে গত কয়েকবছরে বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের দাপটে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছে পার্বত্য এলাকার এই সরকারি স্কুলগুলি। প্রাক্তন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, ‘জেলার কোন স্কুলের পরিস্থিতি কী তার তালিকা তৈরি করে আগেও শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরও সমস্যা মেটেনি। আশা করছি, নতুন সরকার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখে সমাধান করবে।’

যদিও এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন বলেন, ‘স্কুলগুলির বর্তমান পরিস্থিতির রেকর্ড আমরা রাখছি। সার্ভে করার পর কোন স্কুলে কী করব তা ঠিক করা হবে।’

> স্কুলগুলির বর্তমান পরিস্থিতির রেকর্ড আমরা রাখছি। সার্ভে করার পর কোন স্কুলে কী করব তা ঠিক করা হবে।
>
> **দীপক বর্মন** শিক্ষামন্ত্রী

বন্যাদুর্গতদের পাশে কিন্নররা

কুমারগঞ্জ, ৩১ জুলাই : ওঁদের ঘিরে হাজারও ছুঁৎমার্গ। তির্যক দৃষ্টিতে তাকায় সমাজ। তবু, মানবিকতার নজির গড়ে অসমের বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কিন্নর সমাজের প্রতিনিধিরা। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে জেলার বিভিন্ন এলাকার কিন্নররা নিজেদের উদ্যোগে মোট ২ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা চাঁদা তুলে ত্রাণ তহবিলে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন। প্রথম পর্যায়ে এই অর্থ জেলার ‘বড়মা’ পারুল কিন্নর মাসির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর সেই টাকা রায়গঞ্জের সোনামুখি মাসির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। তিনি এই মানবিক উদ্যোগের অন্যতম উদ্যোক্তা। সেখান থেকে পুরো টাকা অসমের বন্যাদুর্গত মানুষের সহায়তার জন্য পাঠানো হবে।

সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে দক্ষিণ দিনাজপুরের কিন্নর সমাজের এই উদ্যোগ। সমাজের বিভিন্ন মহলের মানুষ তাঁদের এই সহমর্মিতা ও মানবিক দৃষ্টান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। এমনকি, ভবিষ্যতে এমন সামাজিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

ই-অকশন নোটিস নং: সিওএম-পিইউবি-ই-অকশন-এসডিএএইচ, তারিখ: ৩০.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪, শিয়ালদহ ডিভিশনের বিভিন্ন অ্যাসেটের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের চুক্তি প্রদান করার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন আহ্বান করছেন। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ নিম্নরূপঃ (ক) ই-অকশন ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০২। অকশন শুরু: ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। ক্রমিক নং; এসইকিউ. নং; লট নং/ক্যাটাগরি অ্যান্ড বিবরণ নিম্নরূপঃ ১; এএ/১; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩০৯১৫-২-২৬-১ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়র) ও ১৩১১৩/১৪ [কলকাতা-লালগোলা হাজারদুয়ারি এক্সপ্রেস]-এর ০১টি রেকের কোচের এক্সটেরিয়র (ফুল বডি) এবং কোচের ভিতরের নির্ধারিত স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিং (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম)-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। ২; এএ/২; এডিভিটি-আইএনটিইএক্সটি-১৩১১৪৪-৪-২৬-২ (অ্যাডভার্টাইজিং-ট্রেন ইন্টেরিয়র ও এক্সটেরিয়র) ও ১৩১১৭/১৮ [কলকাতা-লালগোলা ধন ধান্যে এক্সপ্রেস]-এর ০১টি রেকের কোচের এক্সটেরিয়র (ফুল বডি) এবং কোচের ভিতরের নির্ধারিত স্থানে ভিনাইল র‍্যাপিং (আরডিএসও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাফিক ফিল্ম)-এর মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। ৩; এবি/১; এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭৮-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইস (নন ডিজিটাল)] শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের প্রফুল্ল দ্বার-এর পিলার এবং ক্যান্টিলিভার বিমের নির্ধারিত স্থানে স্ট্যাটিক ব্যাকলিট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বোর্ড-এর মাধ্যমে এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। চুক্তির মেয়াদ: ০৩ (তিন) বছর (ক্রমিক সংখ্যা ১-৩-এর জন্য)।
(খ) ই-অকশন ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৩। অকশন শুরু: ০৭.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। এসইকিউ. নং: এএ/১। লট নং/ক্যাটাগরি: এডিভিটি-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-ওএসএন-৭১-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইস (নন ডিজিটাল)]। বিবরণ: শিয়ালদহ স্টেশনের জোন-এ (নর্থ ও মেইন কনকোর্স)-এর স্টেশন চত্বরের ভিতরে নির্ধারিত স্থানে বাণিজ্যিক স্ট্যাটিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। কন্ট্র্যাক্ট পিরিয়ড: ০৩ (তিন) বছর।
(গ) ই-অকশন ক্যাটালগ নং: এডিভিটি-এসডিএএইচ-০৮-০৪। অকশন শুরু: ১২.০৮.২০২৬ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। এসইকিউ. নং: এএ/১। লট নং/ক্যাটাগরি: এডিভিটি-এসডিএএইচ-আরএইচএ-ওএসএন-৩৯-২৬-১ [অ্যাডভার্টাইজিং-অন স্টেশন প্রিমাইস (নন ডিজিটাল)]। বিবরণ: শিয়ালদহ ডিভিশনের ক্লাস্টার-VII (অধিক্ষেত্র: হালিশহর থেকে রানাঘাট, রানাঘাট থেকে শান্তিপুর, রানাঘাট থেকে গেদে, কল্যাণী শিল্পাঞ্চল থেকে কল্যাণী সীমান্ত) স্টেশনগুলির স্টেশনের অভ্যন্তরীণ চত্বরে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন প্রদর্শন। কন্ট্র্যাক্ট পিরিয়ড: ০৩ (তিন) বছর। বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(SDAH-158/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in -এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

E-tender has been invited for 3 (Three) Nos. of Works of Changrabandha Development Authority for the period up to 08.008.2026. Details available in the Notice Board of the Office of the Executive Officer, CBDA and www.coochbehar.nic.in & https://etender.wb.nic.in By Order : Executive Officer, Changrabandha Development Authority. ICA-T13924(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-TENDER NOTICE

NIT No.: WBPWD/AE/JESD/NIT 06e/T * of 2026-27, Tender Id No.: 2026_WBPWD_5017636_1. Name of Work:- Electrical work for installation of Main switch and Change Over switch for Existing 100 KVA DG set at Nawab Bari Court Complex, Jalpaiguri. The last date for submission of tender 12-08-2026 at 11:10 A.M. All details can be seen from the website - http://etender.wb.nic.in or http://www.pwdwb.in or office of the undersigned during office hours. Sd/- A.K.DAN, AE/JESD/JALPAIGURI. ICA-T13946(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED QUOTATION NOTICE

Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD invites online e-NIQ for 1 (one) No. work. e-NIQ No. 10 of 2026-27. Tender ID : 2026_WBPWD_5017666_1. Bid submission start date (online) 05/08/2026 from 11:00 a.m. Bid submission closing date (online) 12/08/2026 at 11:00 a.m. Corrigendum if any, will be published in website only. Details of N.I.Q. and Quotation documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Division, PWD. ICA-T13982(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-Tender Notice (4th Call)

NIT No. JGMCH/MSVP/eNIT-03/2025-26 & Tender Id: 2026_HFW_1012205_4

e-Tender is invited by the MSVP, JGMC&H, Jalpaiguri from the eligible agency/firm Maintenance & renting of Parking area at JGMC&H, Jalpaiguri, bid submission closing date 14.08.2026 upto 04:00 pm. The detail tender notice may be seen in the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Medical Superintendent cum Vice Principal, Jalpaiguri Govt. Medical College & Hospital, Jalpaiguri ICA-T13919(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Office of the Executive Engineer, Northern Mechanical Division, P.W. (Roads) Dte. invites e-NIT for engagement of Security Guards. N.I.T. Ref No. WBPW(R)D/EENMD/eNIT-02/2026-27 Dt. 30.07.2026. Tender Id : 2026_WBPWD_5017658_1. Bid submission closing date is August 20, 2026 at 12:00 hrs. The intending tenderers are requested to visit the website: tenders.wb.gov.in/ pwdwb.gov.in for details. Sd/- Executive Engineer, Northern Mech. Divin, P.W. (Roads) Directt. ICA-T14001(3)/2026

WBEIDC

Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.

Notice Inviting e-Tender No : WEBEL/EOT/WIX26-27/000089, Dated : 28-07-26

Name of work : AMC of 168.5 TR HVAC system installed at Webel IT Park Malda.
Value of work : Rs 7,99,200.03 (Approx.)

Due date of Submission : 7 days from publication
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details contact : 9609055584

ICA-T13925(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer (P.W.D), Jalpaiguri Division, Jalpaiguri invites online tender for the work Sl No-1) "Arrangement for Independence Day Celebration and Infrastructure Setup at Circuit Bench Premises at Japaiguri, PWD during the year 2026-27." NIeT No 04 of 2026_27 (1s call). Tender Id: 2026_WBPWD_5017661_1. Estimated Amount Put to Tender : Rs. 5,91,732.96. Bid submission closing date (online) : 07.08.2026 up to 12:30 Hrs. Technical Opening date (online) : 10.08.2026 at 12:30 Hrs. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT documents may be downloaded from : http://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, JALPAIGURI DIVISION, PWD, GOVT. OF W.B. ICA-T13992(2)/2026

Tender Notice

E-NIT No-02(e)/CHL-II/B/SSM/2026-2027, Dated- 29/07/2026, Online for e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website **www.wbtender.gov.in** Details may be seen in the office during hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District website, Malda in all working days & in website **www.wbtender.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

WB/PWD/EE/NBD/SS/NIT No. 10 of 2026-2027. EE, NBD, SS, P.W. Dte. invites e-Tender for the works of :- 1. Periodic Cleaning and Disinfecting of Water Storage Tanks at Different Location including ORH and UGR at North Bengal Medical College & Hospital. Tender ID:- 2026_WBPWD_5017643_1. Bid submission start date (online) 31.07.2026 12.00 PM. Bid submission closing date (online) 11.08.2026 12:00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT & tender documents may be downloaded from https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE, NBD, SS, P.W. Dte., Siliguri, Govt. of WB. ICA-T13956(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE

Tender are invited online from reputed and resourceful contractor/ firm/ Public Sector undertaking/ Govt. Company for the work. N.I.e.T No. PHE/SWSD/EE/NIeT-04of2026-27 (Sl. No. 01). (Tender ID No. 2026_PHED_1035262_1). Last date of submitting e-tender: 01.09.2026 (online) upto 2:00 P.M. Date of opening 03.09.2026 at 04:00 P.M. Please log-in in the department website: https://wbtenders.gov.in for details. Addenda/Corrigenda if any would be intimated in departmental website only). Sd/- Executive Engineer Siliguri W/S Division, P.H.E. Dte. ICA-T13936(3)/2026

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are invited vide N.I.E.T No.-02(e)/PO/K-I of 2026-27 Dated-30.07.2026 by the PO & B.D.O Kaliachak-I B.D.O., Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the Block Office for details. Last date of application for Tender paper at 08.08.2016 upto 15.00 hours.

Sd/-
Programme Officer & B.D.O
Kaliachak-I Dev. Block, Malda

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIeQ No. 06-DE/SMP/2026-27

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors, for Supply works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid : 01.08.2026 from 12.30 Noon.
Last date of submission of bid : 06.08.2026 up to 3.30 p.m.
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-http://wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
DE, SMP

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/১৩/২৬-২৭। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/১৩/২৬-২৭। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলেঃ আলিপুরদুয়ার স্থিত অফিসার্স ক্লাবের উন্নীতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৫২,৪৫,৮০১.০১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১,০৪,৯০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সহায়ক ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) (নিলাম পরিচালন অধিকারী), মালদা ডিভিসনের ধৌনী ও টিকানী রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং : পার্কিং-১৬-২০২৬। অকশন শুরু :** ১৭.০৮.২০২৬, সকাল ১১টা। **ক্র.নং, লট নং, স্টেশন** নিম্নরূপ : (১) পার্কিং-এমএলডিটি-ডিডব্লুএলই-এমএক্স-৭৬-২৬-১। **স্টেশন :** ধৌনী। (২) পার্কিং-এমএলডিটি-টিকেএলই-এমএক্স-৭৭-২৬-১। **স্টেশন :** টিকানী। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের আইআরইপিএস মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(MLD-144/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E-Tender Notice

Annual E-Tender are invited by the Superintendent of Police Kalimpong District for the Supply of 1) Spare Parts of Kalimpong District Police Govt. Vehicle, 2) Supply of New Batteries of Kalimpong District Police Govt. Vehicle, 3) Supply of New Miscellaneous of Kalimpong District Police Govt. Vehicle, 4) Repair of Kalimpong District Police Govt. Vehicle, 5) Supply of New/Resoling Tyres (Tube/Tubeless) with or without flaps of Kalimpong District Police Govt. Vehicle for the Financial Year 2026-2027. 1) Tender Reference No. 06 of 2026-2027, Tender ID No. I. 2026_WBP_1034362_1, II. 2026_WBP_1034362_2, III. 2026_WBP_1034362_3, IV. 2026_WBP_1034362_4, V. 2026_WBP_1034362_5, VI. 2026_WBP_1034362_6, VII. 2026_WBP_1034362_7, VIII. 2026_WBP_1034362_8, IX. 2026_WBP_1034362_9, X. 2026_WBP_1034362_10, XI. 2026_WBP_1034362_11, XII. 2026_WBP_1034362_12, XIII. 2026_WBP_1034362_13, XIV. 2026_WBP_1034362_14, XV. 2026_WBP_1034362_15, XVI. 2026_WBP_1034362_16, XVII. 2026_WBP_1034362_17, XVIII. 2026_WBP_1034362_18, XIX. 2026_WBP_1034362_20, XX. 2026_WBP_1034362_21, XXI. 2026_WBP_1034362_22, XXII. 2026_WBP_1034362_23. 2) Tender Reference No. 07 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1034914_1, 3) Tender Reference No. 08 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1034923_1, 4) Tender Reference No. 09 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1034930_1, 5) Tender Reference No. 10 of 2026-2027, Tender ID No. 2026_WBP_1034914_1. For more information log in to: www.wbtenders.gov.in Sd/- Superintendent of Police, Kalimpong ICA-T13974(2)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
JALPAIGURI DIVISION
MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE
URBAN DEVELOPMENT AND MUNICIPAL AFFAIRS DEPARTMENT
Vivekananda Mini Market, Racecourse Para,
P.O. & Dist- Jalpaiguri, PIN-735101
E-Mail: ee.med.jpg@gmail.com / eemedjal@gmail.com

NOTICE FOR e-TENDER

e-Tenders are hereby invited by the undersigned from eligible and bonafide interested bidders for "One Time Canal Cleaning" under JALPAIGURI, MAL, MEKLIGANJ and HALDIBARI Municipal Area. Last Date of Bid Submission has been extended, the details mentioned below:

Tender ID No. 1) 2026_MAD_5016734_10, 2) 2026_MAD_5016734_8, 3) 2026_MAD_5016734_9, 4) 2026_MAD_5016734_1, 5) 2026_MAD_5016734_7. Tender Ref No. WBMAD/e-Tender/02(2nd Call) of EE/MED/JAL/2026-27 Dt. 13/07/2026, Location: Jalpaiguri, Mal, Haldibari & Mekliganj Municipal Area. Bid Submission end date 10.08.2026, up to 05:00 PM. Interested Bonafide bidders are requested to visit https://tenders.wb.gov.in/ Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, M.E.Dte., Govt. of West Bengal ICA-T13923(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

Executive Engineer/Alipurduar Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e tender for the work of Urgent patch repair work with paver block from Ch. 6.90 km. to Ch. 7.50 km. of Alipurduar-Kumargram Road under Alipurduar Highway Division in the district of Alipurduar during 2026-27. N.I.(e)T. No.- 06 of 2026-27/EE/APD HW DIVN. Tender Id- 2026_WBPWD_5017678_1. Bid submission start date (Online) : 03.08.2026 from 10:15 a.m. Bid submission closing date (Online) : 20.08.2026 upto 06:30 p.m. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.(e)T. and Tender documents may be downloaded from: http://tenders.wb.gov.in Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division, P.W. (Roads) Dte. ICA-T13994(3)/2026

গোসাইগাঁও হাট স্টেশনে ইলেকট্রিক্যাল কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : এপি/ইএল/১৫/২৬-২৭; তারিখ: ২৮-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম : এসএসই/ডব্লিউ/ফকিরগ্রাম জংশন-এর এক্তিয়ারভুক্ত গোসাইগাঁও হাট স্টেশনে এবিএসএস-এর অধীনে প্ল্যাটফর্ম সারফেসিং, সার্কুলেটিং এলাকার উন্নয়ন, অ্যাপ্রোচ রোড এবং যাত্রীদের জন্য সার্কুলেটিং এলাকায় শৌচাগার নির্মাণের সাথে সম্পর্কিত অবশিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৬৭,০৯,৭৬২.৭৭/- টাকা; বায়না মূল্য: ১,৩৪,২০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায় এবং টেন্ডার খোলা হবে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট(জি)/আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: EL/29/50_2026/K/728, তারিখ: 28-07-2026। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং.: 50_2026; কাজের নামঃ (ক) এসঅ্যান্ডটি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "কাটিহার ডিভিশনের এএসটিই/কিষাণগঞ্জ সেকশনের অধীনে সিগন্যালিং অ্যাসেটস উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিস্থাপন ও মেরামতের কাজ।" (খ) এসঅ্যান্ডটি কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল কাজ "এসএসই/ইলেক্ট/পি/আই সি/নিউ জলপাইগুড়ি এবং কিষাণগঞ্জ-এর অধীনে রাঙ্গাপানি জলপাইগুড়ি-সূর্য কমল সেকশনের মধ্যে অটো-হাটস বিদ্যুৎ সরবরাহ-এর ব্যবস্থা ও আপ-গ্রেডেশন।" টেন্ডার মূল্যঃ ১,১৩,৩৩,৮৪৭/- টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৬,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৯-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

EE, PWD, Cob. Divn. invites online e-tender (e-NIT 15). Tender Id : 2026_WBPWD_5017669_1 & 2026_WBPWD_5017669_2. Bid submission start date : 04.08.2026, 10:30 hrs & Bid submission closing date : 18.08.2026, 18:30 hrs. Downloaded from: http://wbtenders.gov.in Sd/- EE, PWD, COB. DIVN. ICA-T13983(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
E- TENDER & CORRIGENDUM NOTICE

Siliguri Police Commissionerate, inviting fresh E-Tender (i) Rate Tender For Supply of Spare Parts for Repairing/Servicing of Govt. Vehicles (E-Tender Id: 2026_WBP_1033813_1 to 2026_WBP_1033813_4). Bid Opening Date: 29/07/2026 (14.00 Hrs.), Bid Closing Date: 24/08/2026 (18.00 Hrs.) (i) Corrigendum : e- NIT ID : 2026_WBP_1031706_1 and 2026_WBP_1031710_1 and 2026_WBP_1031715_1. All documents can be seen /obtained from the websites https://wbtenders.gov.in and office notice board. For any subsequent modification / corrigendum, https://wbtenders.gov.in is to be followed. Sd/- Deputy Commissioner of Police(H.Q.), Siliguri Police Commissionerate ICA-T13973(3)/2026

E-TENDER NOTICE

e-Tender is being invited by the Secretary, Siliguri RMC for the following works, details of which may be had from this office during the office hours or in the website, namely - **https://tenders.wb.gov.in.**

1. Tender Ref. No. : RMC/04-SEC/SLG/2026-27, Dated : 31/07/2026
Vide Tender ID No. 2026_WBSMB_5017722_1
2. Tender Ref. No. : RMC/05-SEC/SLG/2026-27, Dated : 31/07/2026
Vide Tender ID No. 2026_WBSMB_5017726_1
3. Tender Ref. No. : RMC/06-SEC/SLG/2026-27, Dated : 31/07/2026
Vide Tender ID No. 2026_WBSMB_5017730_1

Last Date of submission of bid (Online) : **20/08/2026** at 05.00 hours.

Sd/-
Secretary
Siliguri RMC

কাটিহার মণ্ডলে মানবশক্তির যোগান

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজি/০১ অফ ২০২৬ (সার্ভিস) তারিখঃ ২৮-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিইএন/১/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিংয়ের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ২,৬১,৩৩,৭৫৩.৭০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৮০,৮০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিংয়ের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৪৩,৫১,২৬১.৮১/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৩,২১,৮০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ডিইএন/এল/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিংয়ের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ১,৯৩,৩২,৪৬৬.৮৪/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৪৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ জ্যেষ্ঠ/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে এক বৎসরের জন্য বর্ষাকালীন ও শীতকালীন পেট্রোলিংয়ের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ১,৩৫,৪০,৪৩৮.০৯/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,১৭,৭০০/- টাকা। টেন্ডার সংখ্যা. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ আরারিয়া আরারিয়া কোর্ট-ঠাকুরগঞ্জ খণ্ডের মধ্যের নতুন রেললাইন প্রকল্পে দুই বছরের জন্য বর্ষাকালীন রাত্রির সময়ে শীতকালীন এবং গ্রীষ্মকালীন পেট্রোলিংয়ের সহায়তার জন্যে মানবশক্তির যোগান। টেন্ডার রাশিঃ ২,৯৮,৮২,০১৬/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ২,৯৯,৪০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ২৭-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৩৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২১৯৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২২০০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Affidavit

গত 29.07.26 এ EM court এ Affidavit বলে Bhaskarananda থেকে Bhaskar Paul হলাম। (C/122090)

কিডনি চাই

কিডনি চাই O+ বয়স 40-এর মধ্যে। অভিভাবক ও ID সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No- 8240805745. (C/123090)

অ্যাফিডেভিট

আমি Subhash Tirkey S/O- Bhado Tirkey, Vill+PO-Marakhata, Dist- Alipurduar. আমার সঠিক নাম আধার ID 2096 7013 7073 অনুযায়ী Subhash Tirkey এবং আমার স্ত্রী নাম Jyotsna Oraon. আমার কন্যা Elija Tirkey এর Birth Certificate No. B-2019 : 19-05596000067 তে ভুলবশতঃ আমার নাম Subash Tirkey এবং আমার স্ত্রীর নাম Jyotsna Oraon Tirkey আছে। গত 10.07.2026 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Subhash Tirkey এবং Subash Tirkey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার স্ত্রী Jyotsna Oraon এবং Jyotsna Oraon Tirkey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (PIS)

•

আমি Subhash Tirkey S/O- Bhado Tirkey, Vill+ PO-Marakhata, Dist- Alipurduar. আমার সঠিক নাম আধার ID 2096 7013 7073 অনুযায়ী Subhash Tirkey এবং আমার স্ত্রীর নাম Jyotsna Oraon আমার কন্যা Alina Tirkey এর Birth Certificate No.B-2019 : 19-05596000536 তে ভুলবশতঃ আমার নাম Subash Tirkey এবং আমার স্ত্রীর নাম Jyotsna Tirkey আছে। গত 10.07.2026 আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Subhash Tirkey এবং Subash Tirkey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমার স্ত্রী Jyotsna Oraon এবং Jyotsna Tirkey এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

•

আমার পাসপোর্ট নং P 6097871 যেখানে আমার নাম Bajle Rahaman নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 29-7-26, C.J. (Jr.Divn.) Addl. Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Bajle Rahaman Miya এবং Bajle Rahaman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Bajle Rahaman Miya ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। Hardeb Chhedarzad, Basabadi,P.O. Putimari Fuleswari, P.S. Kotwali, W.B., Dist- Cooch Behar. (C/122626)

•

আমি Smt. Chanu Kar Sen, স্বামী- Ratan Sen, গ্রাম : পূর্ব কাঠালবাড়ি, পো: শিলবাড়িহাট, থানা ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার সঠিক নাম Smt. Chanu Kar Sen, স্বামী - Ratan Sen যা আমার নতুন ভোটার (No : RIY2545796) প্যান ও আধার কার্ডে উল্লেখ আছে। কিন্তু পুরনো ভোটার কার্ডে (No : WB/02/013/468005) ভুলবশত আমার নাম Smt. Ratan Sen নথিভুক্ত হয়েছিল। তাই ২৭/৭/২০২৬ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. 1st class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করছি যে, Smt. Chanu Kar Sen, স্বামী-Ratan Sen এবং Smt. Ratna Sen, স্বামী- Ratan Sen একই ব্যক্তি। (C/122091)

কর্মখালি

উত্তরবঙ্গে বর্তমান পেশাকে বজায় রেখে, নিজ এলাকায় পরামর্শমূলক কাজে পুঃ/ মহিলা চাই। M : 9242400476. (K)

•

CBSE Affiliated School (HS), Raghunathganj, MSD Urgent Vacancies :- Vice Principal, PGT/ TGT (Physics, Mathematics, English, Hindi) Pre-Primary/ Mother Teacher, Dance, Zumba Teacher, Receptionist, Security Guard (Preferred Ex-Serviceman). Send CV : kkdmsrecruitment72@gmail.com WhatsApp : 9144400872. (C/122938)

URGENT RECRUITMENT

Sarif College of Education, Jalpaiguri requires faculty for B.Ed. post, application are Invited for the post of Principal, Asst. Professors in Education (1), Bengali (1), Physical Science (1), History (1), Political Science (1), Computer Science (1), Commerce (1) With full Bio-Data. As per NCTE Norms 2014. Send CV sarifcollegeofeducation123@gmail.com, M - 7001268274. (C/122630)

URGENT RECRUITMENT

N.B.S. College of Education, Jalpaiguri requires faculty for B.Ed. post, Application are invited for the post of Principal, Asst. Professors in Nepali (1), English (1), Life Science (1), Bengali (1), Mathematics (1), Sanskrit (1) with full Bio-Data. As per NCTE Norms 2014. Send CV nbscollegeofeducation123@gmail.com, M - 7001268274. (C/122631)

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি কামারপাড়া কালীবাড়ীর গলিতে একতলা বাড়ি (দোতলার ছাদ আছে) বিক্রয়। মোট জমির পরিমাণ দুই কাঠার সামান্য বেশী। M : 8637373217. (C/123092)

LL.B ভর্তি

Uttarayan College of Law, Madhupur, Coochbehar এ LL.B কোর্সে সীমিত আসন ফাঁকা আছে। যোগ্যতা - B.A/B.Com/B.Sc. যোগাযোগ - 9593678888. (C/A)

Recruitment Notice

Memo No. 4283 Dated : 30/07/26
Online Applicants are invited from intending candidates for the post of Phlebotomist on purely temporary basis for District Health & Family Welfare Samiti, Cooch Behar. For details please visit **www.coochbehar.nic.in** & **www.wbhealth.gov.in**

আজ টিভিতে

ঝুমকি-ঈশার পাতা ফাঁদে ওদেরকেই মাত দিতে অভি-ছুটির মাস্টার প্ল্যান। **প্রতিজ্ঞা** রাত ৯.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৩০ হিরো, দুপুর ১২.৩০ মন মানে না, বিকেল ৩.৩০ হঙ্গামা, সন্ধে ৬.৪৫ লভ এক্সপ্রেস, রাত ৯.৪৫ বলো না তুমি আমার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ওয়ান্টেড, দুপুর ১.৩০ জীবন নিয়ে খেলা, বিকেল ৪.৩০ প্রতিকার, সন্ধে ৭.৩০ নাটের গুরু, রাত ১০.৩০ খিলাড়ি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ একান্ত আপন, বেলা ১১.৩০ প্রধান, দুপুর ২.৩০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.০০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, রাত ৮.০০ মহাজন, ১১.০০ জীবন যৌবন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কমলার বনবাস
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সজনী আমার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার তুমি
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৫০ ড্রাঙ্কেন মাস্টার, ২.৫৭ মারজাওয়াঁ, বিকেল ৫.২৮ ফুকরে গ্যাং, সন্ধে ৭.৫৫ উই আর গ্যাঙ্গার্স, রাত ১০.৪৭ বিমলা নায়েক
সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১২.৪৪ গুলাম, বিকেল ৪.১০ অনাড়ি, সন্ধে ৭.৫০ নসীব, রাত ১০.৫২ আঘাজ

লভ এক্সপ্রেস সন্ধে ৬.৪৫ জলসা মুভিজ

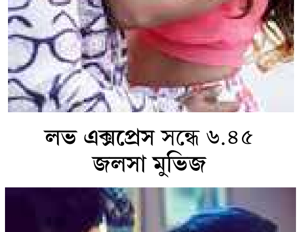

নাটের গুরু সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

অজি স্নেক র‍্যাংলার্স সন্ধে ৬.৫৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দেই কাটবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। বৃষ : সামান্য কারণে পারিবারিক বিবাদ বাড়বে। ব্যবসার কারণে দূরে গেলেও ভ্রমণের আনন্দ পাবেন। মিথুন : নিজের বুদ্ধিবলে কোনও সংকট কাটিয়ে তৃপ্তিলাভ। ভাইবোনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কর্কট : অপত্য স্নেহের কারণে অতিরিক্ত অর্থব্যয়। নতুন বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত। সিংহ : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। কন্যা : পুরোনো কোনও বন্ধুর দ্বারা লাভবান হতে পারেন। প্রিয়জনের সান্নিধ্যলাভে আনন্দ। তুলা : দূরের কোনও আত্মীয়ের সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক সমস্যা কাটবে। সন্তানের পরীক্ষার সাফল্য গর্বিত করবে। বৃশ্চিক : বাবার সঙ্গে সামান্য বিষয় নিয়ে মতবিরোধ। যেচে কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। ধনু : বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মায়ের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণ। মকর : সম্পত্তি নিয়ে শরিকি ঝামেলার মুখোমুখি হতে পারেন। সংসারে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। কুম্ভ : চিকিৎসার কারণে অতিরিক্ত ব্যয় হওয়ায় দুশ্চিন্তা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। মীন : একাধিক উপায়ে আয় হতে পারে। বন্ধুর জন্য কিছু করতে পেরে আনন্দলাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩, ভাঃ ১০ শ্রাবণ, ১ অগাস্ট ২০২৬ , ১৫ শাওন, সংবৎ ৩ শ্রাবণ বদি, ১৭ শফর। সূঃ উঃ ৫।১০, অঃ ৬।১৭। শনিবার, তৃতীয়া রাত্রি ৯।৪৪। শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ৮।৩০ শোভনযোগ রাত্রি ১২।৩। বণিজকরণ দিবা ৯।৩৮ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৯।৪৪ গতে ববকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৮।৩০ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৮।৩০ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ৯।৪৪ গতে নৈরৃঋতে। কালবেলাদি ৬।৪৯ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।১ মধ্যে ও ৪।৩৯ গতে ৬।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৩৯ মধ্যে ও ৩।৪৯ গতে ৫।১১ মধ্যে। যাত্রা -নাই, দিবা ৬।৪৯ গতে যাত্রা মধ্যম পূর্বে নিষেধ, সন্ধ্যা ৬।৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ৭।৩৯ গতে পুনঃ যাত্রা মধ্যম পূর্বে অগ্নিকোণে ও ঈশানে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩০ দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ (১ হইতে ৭ অগাস্ট) অমৃতযোগ-দিবা ৯।৩২ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।২০ গতে ১০।৩৪ মধ্যে ১২।৩ গতে ১।৩২ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সওয়ারি নেই। অপেক্ষায় মাঝিভাই। জলপাইগুড়ির তিস্তায় ছবিটি তুলেছেন মানসী দেব সরকার।

জনগণনার কাজ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : শনিবার থেকে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়িতেও জনগণনার কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রথম ১৫ দিন সেলফ এনুমারেশন, অর্থাৎ স্ব-গণনার কাজ চলবে। এই পর্বে যাতে যথেষ্ট সংখ্যক সাধারণ মানুষ অংশ নেন সেক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের সংগঠনের সহযোগিতা নিচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। সেক্ষেত্রে শুক্রবার পুরনিগমের সভাকক্ষে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে সিটি সেন্সাস অফিসার রাতিকা সুব্বা, সেন্সাস ওসি জুয়েল সরকার বিশেষ বৈঠক সারেন। পুরনিগম জানিয়েছে, স্ব-গণনায় বেশি সংখ্যক মানুষ যাতে অংশ নেন, সেক্ষেত্রে শহরের প্রতিটি আবাসনে শিবির করা হবে। পুরনিগমের নজরদারিতেই ওই শিবিরগুলি চলবে। অগাস্টের ২ তারিখ থেকে ওই শিবিরগুলি চালু হওয়ার কথা রয়েছে। অন্যদিকে, স্ব-গণনায় আমজনতাকে আগ্রহী করে তুলতে প্রথমদিনই মন্ত্রী শংকর ঘোষের বাড়িতে পৌঁছাবেন এনুমারেটর সহ সেন্সাস অফিসাররা। তাঁর হাত ধরেই শিলিগুড়ি শহরে স্ব-গণনার সূচনা হবে।

রবিবার বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের ইস্যুতে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। ২ অগাস্ট দার্জিলিংয়ের মাড়োয়ারি ভবনে মোর্চার তরফে এই বৈঠক হবে বলে শুক্রবার জানান তিনি। সেখানে পাহাড়ের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্থায়ী সমাধান খুঁজতে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মতামত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে বৈঠকের আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

পাচার রুখতে ‘জিরো টলারেন্স’

জিএসটি আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ‘চিকেনস নেক’ বা শিলিগুড়ি করিডর এলাকাকে কাজে লাগিয়ে মাদক ও সুপারি পাচার এবং কর ফাঁকি রুখতে এবার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিচ্ছে রাজ্য। শুক্রবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার পরিবহণনগরে রাজ্য জিএসটি’র উত্তরবঙ্গের অফিসে আধিকারিকদের নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক করেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। সেখানেই বিষয়টি নিয়ে কড়া বার্তা দেন তিনি।

মন্ত্রীর সাফ কথা, শুধুমাত্র কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। রাস্তায় নেমে নাকা চেকিং ও সোর্স নেটওয়ার্ক বাড়িয়ে অবৈধ কারবার পুরোপুরি শূন্যে নামাতে হবে। পাশাপাশি, চলতি অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্য জিএসটি সংগ্রহের হার ২০ থেকে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছেন আনন্দময়।

আনন্দময় বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতির কথা বলেছেন। তৃণমূল সরকারের সময় নানাভাবে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা ছিল। এবার সেগুলি বন্ধ করে কর বৃদ্ধির লক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।’

দীর্ঘদিন ধরে শিলিগুড়ি করিডর হয়ে ভিনরাজ্যের বা সন্দেহজনক নম্বর প্লেট লাগানো গাড়ি ব্যবহার করে জিএসটি ফাঁকি দিয়ে অবৈধ সামগ্রী, সুপারি ও মাদক পাচারের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, প্রতিবেশী দেশ নেপাল থেকে পানিট্যাঙ্কি হয়ে শিলিগুড়িতে ঢুকছে চোরাই সামগ্রী। পরবর্তীতে তা ছড়িয়ে পড়ছে উত্তরের বিভিন্ন জেলায়। বাংলাদেশ ও নেপাল থেকে কর ফাঁকি দিয়ে পানমশলা সহ নানা অবৈধ সামগ্রী পাচারের জন্য উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত স্পর্শকাতর শিলিগুড়ি করিডরকে ট্রানজিট রুট হিসেবে ব্যবহার করছে পাচারকারীরা। এদিনের বৈঠকে আধিকারিকদের সামনে সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে মন্ত্রী নির্দেশ দেন, কর ফাঁকি দেওয়া সিন্ডিকেটের ওপর সাঁড়াশি চাপ বাড়াতে এবং এই ধরনের সমস্ত পাচার রুখতে ‘অলআউট’ ঝাঁপাতে হবে।

সূত্রের খবর, গত অর্থবর্ষে উত্তরবঙ্গ থেকে প্রায় দু’হাজার কোটি টাকার রাজ্য জিএসটি আদায় হয়েছিল। জিএসটি ছাড়াও অন্য খাতেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়েছে। এবার সেই রাজস্ব আদায়ের অঙ্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী। আধিকারিকদের কাছে কাজের খতিয়ান চাওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ রোডম্যাপও দেখিয়েছেন তিনি।

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে রাজ্য জিএসটির উত্তরবঙ্গ জোনে ৩টি সার্কেলের অধীনে ৭টি বিভাগ কাজ করছে। নজরদারি আরও আঁটোসাঁটো করতে পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে নতুন দুটি বিভাগের পরিকাঠামো তৈরির বিষয়েও এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়। পাশাপাশি বৈঠকে স্পষ্ট করা হয়, রাজ্য জিএসটি সংগ্রহে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিত ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি মেনেই কাজ হবে।

রাজ্য জিএসটি’র আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে আনন্দময় বর্মন। শুক্রবার।

ব্যানার ছেঁড়ায় হইচই

ইসলামপুর, ৩১ জুলাই : ইসলামপুর পুরসভার সামনে লাগানো রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার একটি বড় ব্যানার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি সংবলিত অংশ ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি পুরকর্মী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসে। পুরসভার পক্ষ থেকে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, ‘কে বা কারা ব্যানারে থাকা প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবির অংশ ছিঁড়ে ফেলেছে। ঘটনার পেছনে কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।’ অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

অমীমাংসিত ফলাফল

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : শিলিগুড়ি কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি পদের নির্বাচনের ফলাফল অমীমাংসিত রয়ে গেল। শুক্রবার হওয়া এই নির্বাচনে অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ (এবিআরএসএম) মনোভাবাপন্ন প্রার্থী সৌম্য সরকার এবং এবিআরএসএম বিরোধী প্রার্থী সন্দীপ দাস দুজনেই ২৮টি করে ভোট পান। কলেজের অধ্যক্ষকে নিয়ে মোট ৫৮ জন অধ্যাপক রয়েছেন। যাঁর মধ্যে একজন ভোট দেননি এবং অন্য একজনের ভোট বাতিল হয়ে যায়। এদিকে দুই প্রার্থীর ভোটের সংখ্যা এক হওয়ায় নির্বাচনে কে জয়ী ও পরাজিত, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। এই পরিস্থিতিতে কী করণীয় তা নিয়ে কলেজ অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হচ্ছেন।

মজদুর সংঘের নেতাদের পদত্যাগে প্রশ্ন

আরএসএস-এর সঙ্গে বিরোধ

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ভারতীয় মজদুর সংঘের (বিএমএস) দার্জিলিং জেলা কমিটি থেকে সভাপতি দেবব্রত সাহা, কোষাধ্যক্ষ শিবু চক্রবর্তী সহ কয়েকজনের পদত্যাগ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে। না চাইলেও তাঁরা বিএমএসের রাজ্য কমিটিতে পদত্যাগপত্র জমা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ।

সংঘ পরিবারের শ্রমিক সংগঠন হল বিএমএস। ওই পরিবারের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে আরএসএস। তারা বাকি সংগঠনগুলিকে দিকনির্দেশ করতে পারে। কিন্তু, সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব রীতিনীতি রয়েছে। অভিযোগ, আরএসএস-এর উত্তরবঙ্গের এক কর্তার নির্দেশেই বিএমএসের সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ সহ আরও কয়েকজন পদত্যাগ করেছেন। তাঁর আঙুলিহেলনে না চলার ফলেই কি এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে, এই প্রশ্ন নিয়ে জলঘোলা চলছে।

সংঘের তরফে এ বিষয়ে কেউ বক্তব্য দিতে চাননি। কারণ, ওই সংঘ নেতা এতটাই ক্ষমতাশালী যে, তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুললে পদ নিয়ে টানাটানি হতে পারে। এক প্রবীণ পদাধিকারীর বক্তব্য, ‘আমাদের সংগঠনে অনেককিছু হলেও তা সহজে বাইরে যায় না। যাঁরা পদত্যাগ করেছেন, তাঁরাও হয়তো প্রকাশ্যে কিছু বলবেন না। সংঘে সবাই নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। তবে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চাপ দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।’

বিএমএস-এর জেলা সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ পদে গত বছর দায়িত্ব নিয়েছিলেন দেবব্রত এবং শিবু। কমিটির মেয়াদ দুই বছর। সেই হিসাবে তাঁদের আরও এক বছর দায়িত্বে থাকার কথা। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে তাঁদের।

দেবব্রত গত ৯ বছর ধরে বিএমএস করছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘সরকারে সংঘ-ঘনিষ্ঠ দল বসেছে। কাজ বেড়েছে সংগঠনের। নতুন লোক এসেছেন। এবার হয়তো আমার থেকে ভালো লোক দায়িত্ব পাবেন।’ শিবুর বক্তব্য, ‘উপরে যাঁরা থাকেন, তাঁরাই দায়িত্ব বণ্টন করেন। পদত্যাগ করালে আমাদের কিছু করার নেই। লবি হচ্ছে। ভালো চিন্তাধারার মানুষ হয়তো দায়িত্ব পাবেন।’

বিএমএস সূত্রে খবর, সংগঠনের কাজে আরএসএসের কিছু কর্তার অযাচিত হস্তক্ষেপ নিয়ে রাজ্যজুড়ে নানা অভিযোগ সামনে এসেছে। হাওড়ায় বিএমএস কর্মীদের মারধর থেকে এনজেপিতে সিন্ডিকেট দখলে সংঘের নেতার নাম সামনে এসেছে।

সেখানকার বিএমএসের পুরোনো নেতা-কর্মীরা দায়িত্ব না পেয়ে অসন্তুষ্ট। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পরেই কোথাও বিজেপি, কোথাও সংঘ নেতারা হস্তক্ষেপ করায় বিএমএসের অন্দরে চাপা অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

রাজ্যের এক বিএমএস নেতার বক্তব্য, ‘আরএসএসের তরফে দিকনির্দেশ করতে পারে। কিন্তু সরাসরি নাক গলানোর নিয়ম নেই। বিষয়টি রাজ্য, কেন্দ্রীয় স্তরে জানানো হয়েছে।’ আগামী রবিবার এই শ্রমিক সংগঠনের বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেখানে জেলা কমিটির ফাঁকা পদে দায়িত্ব বণ্টন হতে পারে। কারা দায়িত্ব পান তা দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন বিএমএসের পুরোনো নেতারা।

- সংঘ পরিবারের সদস্য হওয়ায় আরএসএস দলের শ্রমিক সংগঠনকে দিকনির্দেশ করতে পারে
- কিন্তু সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব নীতি আছে
- আরএসএস-এর কিছু কর্তা বিএমএস-এর সাংগঠনিক কাজে নাক গলাচ্ছেন বলে অভিযোগ

সিবিআই হানা

নকশালবাড়ি, ৩১ জুলাই : পোস্ট অফিসে জালিয়াতি কাণ্ডে নকশালবাড়ির নিরপানিবস্তিতে অভিযুক্তের বাড়িতে তল্লাশি চালাল সিবিআই। শুক্রবার নকশালবাড়ি থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালায় সিবিআইয়ের চার সদস্যের দল। এদিন দুপুর দুটো থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আধিকারিকরা তল্লাশি চালান। অভিযুক্ত মহিলার পাসবুক সহ একাধিক তথ্য খতিয়ে দেখেন তাঁরা। অভিযুক্ত মহিলার ছয়টি ব্যাংকের পাসবুক, মোবাইল সহ বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

গত বুধবার পোস্ট অফিসে জালিয়াতি কাণ্ডে জাবরাতে মীনাক্ষী প্রধান নামক এক মহিলার বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে আসে পাঁচ সদস্যের সিবিআই দল। তবে ওই মহিলা বাড়িতে না থাকায় তাঁর বাড়ি সিল করে ফিরে যেতে হয় দলটিকে। এদিন ওই মহিলার আসার কথা থাকলেও জেরা থেকে বাঁচতে বড় মেয়েকে পাঠান। পরে পুলিশের উপস্থিতিতে সিবিআই আধিকারিকরা বাড়িতে ঢুকে তল্লাশি চালিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন।

এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, ‘পোস্ট অফিসের টাকাপয়সা নয়ছয়ের বিষয়ে কোনও এক সরকারি আধিকারিক মামলা করেছেন। তা নিয়ে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখার শিলিগুড়ি ইউনিট তদন্তে নেমেছে।’

অভিযোগ দায়ের

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রীর নাম করে সামাজিক মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে দীপক ব্যাপারী নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির তপশিলি মোর্চার তরফে শুক্রবার সাইবার থানায় দীপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তের শাস্তির দাবি তুলেছেন সংগঠনের সহ সভাপতি মহেশ্বর বর্মন।

প্রকাশ্যে পদ্মের কোন্দল

মাটিগাড়ায় দোকান দখল নিয়ে বিতর্ক

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : দোকান দখলের অভিযোগকে কেন্দ্র করে মাটিগাড়ার পালপাড়ায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে। একে অপরের বিরুদ্ধে মারধর, জবরদখল এবং ভয় দেখানোর অভিযোগ তুলে দলের দুই পক্ষ মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। বিজেপির মাটিগাড়া মণ্ডলের সভাপতি মিঠুন প্রামাণিকের বিরুদ্ধে দলেরই পুরোনো নেতা কাঞ্চনকুমার রায় মারধর ও দোকান দখলের অভিযোগ করেছেন। মিঠুন পালটা কাঞ্চনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলেছেন।

দলীয় সূত্রের দাবি, মাটিগাড়ায় পুরোনো ও বর্তমান গোষ্ঠীর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই মতবিরোধ রয়েছে। কাঞ্চন পুরোনো লবির নেতা, আর মিঠুন বর্তমান শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির জেলা সভাপতি অরুণ মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। গোপালের দোকান সংক্রান্ত বিরোধে কাঞ্চনের হস্তক্ষেপের পর থেকেই দুই পক্ষের দ্বন্দ্ব আরও তীব্র হয়েছে। দলের এক বিক্ষুব্ধ নেতার অভিযোগ, ‘দলের নাম ভাঙিয়ে মাটিগাড়াতে তোলাবাজি, দখলদারি বেড়েছে। জেলা নেতৃত্ব জেনেও নাক গলাচ্ছে না।’ জেলা সভাপতি ফোন ধরেননি। জেলা সহ সভাপতি রাজু সাহা বলেন, ‘শুনেছি। সবটা না জেনে বলা যাবে না।’

এশিয়ান হাইওয়ে-২ সংলগ্ন পালপাড়ায় বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডলের গোপাল বর্মনের একটি গ্যারাজ ছিল। রাস্তা সম্প্রসারণের সময় সেই দোকানটি ভাঙা পড়ে। গোপালের দাবি, পরে তিনি পাশের জমি কিনে নেন এবং বর্তমানে অন্যত্র ভাড়া ঘরে ব্যবসা চালালেও কেনা জায়গায় নতুন করে দোকান তৈরির উদ্যোগ নিলে মিঠুন তাতে বাধা দেন। গোপাল সেই বাধা না মেনে বিজেপির সদস্য কাঞ্চনকুমার রায়ের সাহায্য নেন। অভিযোগ, কাঞ্চন গোপালের পক্ষে কথা বলতে গেলে মিঠুন দলবল নিয়ে এসে তাঁদের মারধর করেন এবং দোকান দখলের চেষ্টা করেন।

অন্যদিকে, মিঠুন সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, গোপাল দোকান কেনেননি। তাঁর বক্তব্য, ‘দলীয় নেতাদের দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কাঞ্চনরা তা মানেনি। আমাকে এবং দলের নেতাদের গালিগালাজ করেছেন। ঘটনাস্থলে গেলে আমাকেই মারধর করা হয়েছে।’

আঠারোখাই মণ্ডলের সভাপতি সুভাষ ঘোষ জানান, গোপাল বর্মন একসময় ২৫/২৪৮ নম্বর বুথের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে তিনি কোনও দায়িত্বে নেই। যদিও গোপালের দাবি, তাঁকে দায়িত্ব থেকে সরানোর বিষয়টি তিনি জানেন না। তাঁর বক্তব্য, ‘দোকানের জন্য কয়েক দফায় আমার কাছে টাকা নেওয়া হয়েছে। তার চুক্তির কাগজ রয়েছে। কিন্তু দোকানের কাজ করতে গেলে মারধর করা হয়। দখল করার চেষ্টা হয়েছে।’

কাঞ্চনকুমার রায় বর্তমানে দলের কোনও পদে না থাকলেও একসময় মাটিগাড়া মণ্ডলের একটি শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ ছিলেন। তাঁর অভিযোগ, ‘মিঠুন দলের নাম ভাঙিয়ে তোলাবাজি করছেন।’

ধৃত ১

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : অবৈধভাবে তোলা বালি সহ একটি পিকআপ ভ্যানকে বাজেয়াপ্ত করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় ওই গাড়ির চালককেও গ্রেপ্তার করেছে তারা। ধৃত চালক ললিত বর্মন পতিরামজোত এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসএফ রোডে বিদ্যুৎ দপ্তরের মিলনপল্লি কার্যালয়ের সামনে ওই পিকআপ ভ্যানটি আটক করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, বালাসন থেকে ওই বালি তুলে পাচার করা হচ্ছিল।

মোবাইল ফেরত

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বিভিন্ন সময় হারিয়ে যাওয়া ৪৫টি মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল প্রধাননগর থানার পুলিশ। শুক্রবার ওই থানাতেই এই বিশেষ কর্মসূচিতে আইসি বাসুদেব সরকার সহ অন্য পদস্থ কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ফোনের মালিকরা খুশি।

দার্জিলিংকে পুরনিগমে উন্নীত করার দাবি

পুনর্বিন্যাসে আসন বেড়ে হতে পারে ৩৫

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ১৭৬ বছরের পুরোনো দার্জিলিং পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করার দাবি বহুবার উঠেছে। এর আগে বিধানসভার সংশ্লিষ্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির তরফে এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজও সেই প্রস্তাবের বাস্তবায়ন হয়নি। এরই মধ্যে রাজ্যের অন্য পুরসভাগুলির মতো দার্জিলিং পুরসভাতেও আসন পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু হয়েছে।

এবার আসনসংখ্যা বাড়িয়ে দার্জিলিংকে পুরনিগমে উন্নীত করা হোক, এই দাবি তুলছেন বর্তমান বোর্ডের চেয়ারম্যান দীপেন ঠাকুরি। পুরসভার তরফে রাজ্যের কাছে এই প্রস্তাব পাঠানো হবে বলে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যও মনে করেন, ‘দার্জিলিং পুরনিগম হওয়া উচিত। পুর আইনে স্পষ্টভাবে পার্বত্য এলাকার পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করতে যে নিয়মের কথা বলা রয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিই দার্জিলিংয়ে রয়েছে।’ পার্বত্য এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা দার্জিলিং পুরসভাকে পুরনিগম করার বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন।

শৈলশহর দার্জিলিং বিশ্বের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিত। বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে পর্যটকরা ঘুরতে আসেন। ১৮৫০ সালে ব্রিটিশদের হাত ধরে দার্জিলিং পুরসভা তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে এই পুরসভায় ৩২টি ওয়ার্ড রয়েছে। পুনর্বিন্যাসে তা বেড়ে ৩৫ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এই শৈলশহরের যে ধরনের উন্নয়ন প্রয়োজন, যেভাবে শহরকে সাজিয়ে তোলা দরকার, তার লেশমাত্র এখানে নেই। চেয়ারম্যানের বক্তব্য, একটা পুরসভায় যেটুকু বরাদ্দ আসে তা দিয়ে খুব বেশি উন্নয়নের কাজ করা সম্ভব হয় না।

তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে ২০১৪ সালে বিধানসভার পুরবিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি দার্জিলিংয়ে এসে এই পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করার প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাব রাজ্যের কাছে জমাও পড়ে। কিন্তু সেই প্রস্তাব এখনও ফাইলবন্দি রয়ে গিয়েছে।

দার্জিলিং পুরসভায় অমরসিং রাই দীর্ঘদিন চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি মনে করেন, ‘পুরনিগম এলাকার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্যের তরফে যে ধরনের বরাদ্দ আসে, একটা পুরসভায় তার ছিটেফোঁটাও আসে না। তাই দার্জিলিংয়ের মতো বিশ্বপ্রসিদ্ধ একটা পর্যটনস্থলের উন্নয়নও পুরসভার মাধ্যমে সম্ভব হচ্ছে না। যত দ্রুত সম্ভব এই পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করা উচিত।’

প্রাক্তন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘গোটা দেশেই পার্বত্য অঞ্চলগুলির পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করার ক্ষেত্রে জনসংখ্যা, এলাকা সহ বিভিন্ন দিক দিয়ে কিছু ছাড় দেওয়া রয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যের পার্বত্য এলাকায় পুরনিগম রয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অ্যাক্টেও (২০০৬) এর উল্লেখ রয়েছে।’

তাঁর বক্তব্য, ‘বর্তমানে দার্জিলিংয়ে যে জনসংখ্যা, যে এলাকা রয়েছে তাতে অবিলম্বে একে পুরনিগম করা প্রয়োজন।’

শুক্রবার দার্জিলিং পুরসভায় গিয়ে বৈঠক করেন পার্বত্য বিষয়ক এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। তিনি মূলত পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, কর্মীদের সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশাল বলেছেন, ‘দার্জিলিংয়ের মতো বিশ্বপরিচিত একটা পর্যটনস্থলের আরও উন্নয়ন প্রয়োজন। দার্জিলিং পুরসভাকে পুরনিগমে উন্নীত করা নিয়ে আমি নিশ্চয়ই মুখ্যমন্ত্রী, পুরমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব।’

গ্রেপ্তার ১

খড়িবাড়ি, ৩১ জুলাই : মাদক পাচারের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম আজিজুল মিয়াঁ। তিনি মালদার বাসিন্দা। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার পুলিশের একটি দল পানিট্যাঙ্কির উত্তর রামধনজোত এলাকায় ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের প্যান্টের পকেট থেকে ২০৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

অভিযুক্ত মালদা থেকে পানিট্যাঙ্কিতে এক মাদক কারবারিকে ওই ব্রাউন সুগার পাচার করছিলেন বলে অভিযোগ। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন নদীয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, নদীয়া - এর একজন বাসিন্দা বিশ্বজিৎ মন্ডল - কে 29.05.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 94E 67547 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকা পুরস্কার জেতার এই আনন্দময় মুহূর্তে আমার পরিবারের সবাই আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে যা আমাকে পরম আনন্দ দিয়েছে। এই পুরস্কারের টাকা আমাদের ভবিষ্যতের আর্থিক চাহিদা মেটাতে এবং কিছু বিনিয়োগ করতে সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

manipalhospitals LIFE'S ON | Marina MEDICAL CENTRE PRIVATE LIMITED

মণিপাল হসপিটাল ই এম বাইপাস আয়োজিত

সুপার স্পেশালিটি কার্ডিয়াক ওপিডি শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি-তে

ডাঃ কুণাল সরকার
ডিরেক্টর ও সিনিয়র কনসালটেন্ট
কার্ডিওথোরাসিক ও ভাস্কুলার সার্জারি
ই এম বাইপাস ও মুকুন্দপুর ক্লাস্টার

পরামর্শের জন্য উপস্থিত থাকবেন আমাদের কার্ডিয়াক বিশেষজ্ঞ

৩রা অগাস্ট, ২০২৬ (সোমবার)

সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা
মেরিনা নার্সিং হোম
বাবু পাড়া, জলপাইগুড়ি

বিকাল ৪:৩০টা থেকে
মণিপাল হসপিটাল, শিলিগুড়ি
মেঘনাদ সাহা সরণি, প্রধান নগর
শিলিগুড়ি

এই সমস্যাগুলির জন্য পরামর্শ নিন

• বুকে ব্যথা বা চাপ লাগা • হার্ট ফেলিওর • হার্ট অ্যাটাক • হাঁটাচলা করতে শ্বাসকষ্ট • অনিয়মিত হার্ট বিট • হার্ট ভালভের সমস্যা • মাথা ঘোরা/অজ্ঞান হয়ে যাওয়া • হার্ট বাইপাস সার্জারি • হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট

বিশদ জানতে ফোন করুন

9832504519 / 9831000191

১২৭, মুকুন্দপুর, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা ৭০০০৯৯, পশ্চিমবঙ্গ P +91 33 6680 0000
E info@manipalhospitals.com www.manipalhospitals.com

কাঁচা চা পাতা ফেলে বিক্ষোভ

ফাঁসিদেওয়া ও চোপড়া, ৩১ জুলাই : চা পাতায় রাসায়নিকের ব্যবহার বন্ধ এবং এমআরএল টেস্ট রিপোর্ট বাধ্যতামূলক হওয়ায় প্রায় ২৭৪টি বটলিফ ফ্যাক্টরি কাঁচা পাতা কেনা বন্ধ রেখেছে। গত চার-পাঁচদিন ধরে এই অচলাবস্থায় হাজার হাজার ক্ষুদ্র চা চাষি চরম সমস্যায় পড়েছেন। এদিকে, পুলিশের চোখ এড়িয়ে চোরাপথে নামমাত্র দামে কিছু বাগান ও বড় ফ্যাক্টরিতে কাঁচা পাতা পাচারের অভিযোগে ক্ষোভ বাড়ছে। এর প্রতিবাদে এবং কাঁচা পাতা বিক্রির স্থায়ী সমাধানের দাবিতে শুক্রবার ক্ষুদ্র চা চাষিরা ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর মোড়ে জাতীয় সড়কে কাঁচা পাতা ফেলে বিক্ষোভ দেখান। পরে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ ওঠে।

বিক্ষোভকারীদের পক্ষে জয়ন্ত দাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গে পর্যাপ্ত এমআরএল পরীক্ষাকেন্দ্র নেই। এই সুযোগে দালালচক্র পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কম দামে চোরাপথে কাঁচা পাতা অন্য বাগানে পৌঁছে দিচ্ছে। কিন্তু সাধারণ চাষিরা পাতা বিক্রি করতে পারছেন না।'

প্রায় ৩৫টি ক্ষুদ্র চা চাষি সোসাইটি ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা দ্রুত অচলাবস্থা কাটানোর দাবি জানান। ক্ষুদ্র চা চাষি সুধীর সিংহের দাবি, সমস্ত বটলিফ ফ্যাক্টরি নিয়ম মেনে কাঁচা পাতা কিনুক, না হলে চোরাপথে পাচার বন্ধে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নিক।

অন্যদিকে, এদিনই কালাগছ এলাকায় জাতীয় সড়কে দুটি চা পাতাবোঝাই গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখানো হয়। চোপড়া ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সদস্যদের অভিযোগ, ২৭ জুলাই থেকে অনুমোদিত পরীক্ষাগারের এমআরএল রিপোর্ট ছাড়া পাতা কেনা বন্ধ থাকায় এলাকার প্রায় সমস্ত ক্ষুদ্র চা চাষি সমস্যায় পড়েছেন।

অতিরিক্ত টাকা আদায়

চোপড়া, ৩১ জুলাই : চোপড়া থানার অন্তর্গত চিতলঘাটা বালি খাদানে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় দু'মাস বন্ধ থাকার পর বৃহস্পতিবার খাদানটি পুনরায় চালু হয়। এরপর থেকেই নির্ধারিত হারের বাইরে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ ওঠে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। পরে চোপড়া থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ সাদ্দাম আলম জানান, খাদান মালিক অনুমোদিত তাঁরা পাঁচজন বালি ব্যবসায়ী রয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রতি ১০০ সিএফটি বালির জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী রয়্যালটি বাবদ সর্বাধিক ৪০০ টাকা নেওয়ার কথা। সবচেয়ে ৮০০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেখানে ১,২০০ টাকা দাবি করা হচ্ছে। পাশাপাশি সিন্ডিকেটের নামে প্রতি ১০০ সিএফটির জন্য আরও ১,০০০ টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রতিবাদ করায় খাদান মালিকপক্ষ তাঁদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করে। ঘটনার পর শুক্রবার সদস্য চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অন্যদিকে, খাদান মালিকপক্ষ অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

নতুন কমিটি

চোপড়া, ৩১ জুলাই : সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নর্থ দিনাজপুর চা কারখানায় শুক্রবার সিটুর ইউনিট কমিটি গঠন করা হল। সিটু নেতা কার্তিক শীল বলেন, 'দীর্ঘ ১৪ বছর পর এদিন সিটুর বৈঠক শেষে ১৭ জনের একটি ইউনিট কমিটি গঠন করা হল।'

কর্মীসভা

চোপড়া, ৩১ জুলাই : চোপড়া ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে শুক্রবার ধুমডাঙ্গি এলাকায় একটি কর্মীসভা আয়োজিত হয়। এদিনের সভায় ভৈষপটি এলাকার তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য হাসেম আলি তাঁদের দলে যোগ দেন বলে কংগ্রেস নেতা অশোক রায়ের দাবি।

কোচবিহারের এসপি-কে তদন্তের নির্দেশ

হাইকোর্টেই পুলিশের জালিয়াতি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

পুলিশকে বলা হয় আইনের রক্ষক। কিন্তু সেই রক্ষকই এবার ভক্ষকের ভূমিকায়। খোদ কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে জাল নথি পেশ করে ধরা পড়লেন দিনহাটা থানার আধিকারিকরা। ভরা এজলাসে মামলার তদন্তকারী আধিকারিক জালিয়াতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ঘটনায় ক্ষুব্ধ বিচারপতি কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারকে তদন্ত করে দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। হাইকোর্টে পুলিশের জালিয়াতির খবর প্রকাশ্যে আসতেই হইচই শুরু হয়েছে পুলিশ ও প্রশাসনিক মহলে। যে পুলিশ আদালতকেই জাল নথি দেখায়, তাদের তদন্তে আদৌ বিশ্বাস রাখা যায় কি না তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন।

ঘটনার সূত্রপাত দিনহাটা থানার ১৯/০৪/২০২৪ সালের একটি মামলাকে কেন্দ্র করে (মামলা নম্বর ২৩৭/২০২৪), সেই মামলায় অভিযুক্ত মৃণাল মিয়াঁ ওরফে মিনারুল ইসলাম আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন সার্কিট বেঞ্চে। শুরুতে সেই মামলার শুনানির সময় কেস ডায়েরি (সিডি) পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে আদালতে একটি কেস ডায়েরি জমা হয়। সেটা ঘাঁটতে গিয়ে একের পর এক অসংগতি ধরা পড়ে। প্রথম জালিয়াতি ধরেন মামলার সরকারি আইনজীবী অভিজিৎ দাস। জাল নথির বিষয়টি তিনি বিচারপতিকে জানান। তারপর আদালত সংশ্লিষ্ট মামলার তদন্তকারী এবং ফরওয়ার্ডিং পুলিশ আধিকারিককে এজলাসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়। বৃহস্পতিবার বিচারপতি শম্পা সরকারের এজলাসে হাজির হয়েছিলেন তৎকালীন তদন্তকারী আধিকারিক সুধাব্রত মুখোপাধ্যায় এবং ফরওয়ার্ডিং আধিকারিক সাব-ইনস্পেক্টর আস্থান হোড়ো।

ভরা এজলাসে সুধাব্রত স্পষ্ট জানান, আদালতে পাঠানো কেস ডায়েরিতে থাকা স্বাক্ষর তাঁর নয়। আর আস্থান দাবি করেন, তিনি শুধু ফরওয়ার্ডিং চিঠিতে সই করেছিলেন। ভিতরে কী লেখা হয়েছে, তা যাচাই করেননি। এমনকি কেস ডায়েরি কে, কীভাবে তৈরি করেছেন, সে বিষয়েও তিনি কিছু জানেন না। এরপরই বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে ওঠে। আদালতের নথি অনুযায়ী, এর আগে পুলিশ জানিয়েছিল, মূল কেস ডায়েরি দিনহাটার

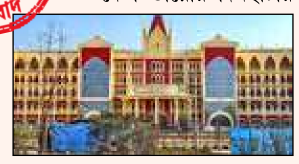

এসিজেএম আদালত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পরে যে কেস ডায়েরি হাইকোর্টে পাঠানো হয়, সেটিই আসল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। এসিজেএমের রিপোর্টে দেখা যায়, দিনহাটার আইসি আদালতে একটি কেস ডায়েরি জমা দিয়েছিলেন এবং সেটি হাইকোর্টের রেজিস্ট্রিতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাইকোর্টে পৌঁছানো ডায়েরিটি মূল নথি বা তার প্রতিলিপি বলে মনে হয়নি সরকারি আইনজীবীর।

শুধু স্বাক্ষর নয়, নথির ভিতরের লেখা নিয়েও সন্দেহ দেখা দেয়। তৎকালীন তদন্তকারী অফিসার আদালতকে জানান, কেস ডায়েরিতে অভিযুক্তদের যে বক্তব্য লেখা হয়েছে, সেগুলি তাঁর হাতের লেখা নয়। অর্থাৎ তদন্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নথি তাঁর নামে আদালতে গেলেও সেই নথি তিনি তৈরি করেননি। ফলে আদালতের পর্যবেক্ষণ, কেস ডায়েরি এবং তার ভিতরের বিষয়বস্তু 'জাল' বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ আদালতে যে নথির উপর নির্ভর করে মামলার পরবর্তী সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা, সেই নথির সত্যতা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। অভিযুক্তের জামিনের আবেদন বিবেচনায় যে মেডিকেল রিপোর্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেই নথির উপরও নির্ভর করতে পারেনি হাইকোর্ট। অর্থাৎ পুলিশের পেশ করা একাধিক নথির বিশ্বাসযোগ্যতাই আদালতের সামনে প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। এমন ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আদালতে তাহলে কার তৈরি নথি পেশ করা হয়েছিল? আসল কেস ডায়েরি কোথায় গেল? তদন্তকারী অফিসারের স্বাক্ষর না থাকা সত্ত্বেও তাঁর নামে নথি আদালতে পৌঁছাল কীভাবে? আর অভিযুক্তদের বক্তব্যই বা কার হাতের লেখায় কেস ডায়েরিতে ঢুকল?

হাইকোর্ট এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে আর কোনও ধোঁয়াশা রাখেনি। কোচবিহারের পুলিশ সুপারকে গোটা ঘটনার তদন্ত করে বেআইনি কাজের জন্য দায়ী অফিসার বা অফিসারদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। যে সিডি আদালতে পাঠানো হয়েছিল তা মুখবন্ধ খামে কোচবিহারের এসপিকে ফেরত পাঠিয়ে দেন বিচারপতি। মামলার সরকারি আইনজীবী বলেন, 'পুলিশ জাল তথ্য আদালতে পেশ করেছে। এমন ঘটনা আগে ঘটেনি। আমরা হতবাক হয়ে গিয়েছি। বিচারপতি এসপিকে তদন্ত করে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেইমতো পদক্ষেপ হচ্ছে।' পুলিশের কোনও আধিকারিকই অবশ্য বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে চাননি।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবন যেমন।। ইসলামপুরে ছবিটি তুলেছেন শুভম শর্মা।

শিখার কাছে একগুচ্ছ অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : জলের ট্যাংক ও ফিল্টার থাকলেও মিলছে নোংরা জল। কখনও আবার সেটুকুও মিলছে না। বাধ্য হয়ে আধ ঘণ্টার পথ পেরিয়ে পরিস্রুত পানীয় জল আনতে হচ্ছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পোড়াঝাড়ের নতুনবস্তি এলাকার বাসিন্দাদের। শুক্রবার ওই এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে এমনই একগুচ্ছ অভিযোগ শুনলেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। পানীয় জলের পাশাপাশি বেহাল রাস্তা, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের অভাব এবং নতুন বাঁধ তৈরির দাবিতে সরব হন সাধারণ মানুষ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকায় জলের পাম্প থাকলেও তা নিয়মিত চালানো হয় না। ফলে কল থেকে নোংরা জল পড়ে। এই অভিযোগ শুনে পাম্প পরিচালনার দায়িত্বে থাকা কর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিধায়ক। শিখার আশ্বাস, 'সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট বিভাগের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করা হবে।'

পাশাপাশি অন্য নাগরিক পরিষেবা নিয়েও বিধায়ককে কাছে অভিযোগ জানান বাসিন্দারা। স্থানীয় শিল্পী বর্মনের কথায়, 'এলাকায় কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নেই। ফলে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের প্রায় ১৫-২০ মিনিট হেঁটে পার্শ্ববর্তী এলাকার কেন্দ্রে যেতে হয়।' সমস্যা শুনে বিধায়ক স্থানীয়দের এই বিষয়ে একটি লিখিত আবেদন জমা দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

এছাড়াও বেহাল রাস্তা এবং নদীর বাঁধ নিয়েও এদিন নতুন করে দাবি উঠেছে। স্থানীয় গোলাপি বর্মন জানিয়েছেন, এলাকায় একটি বাঁধ তৈরি হচ্ছে ঠিকই, তবে পিছনের দিকে নদীর ধারে আরও একটি বাঁধের প্রয়োজন রয়েছে। বিধায়ক জানান, এই বাঁধের বিষয়ে জলপাইগুড়ির সাংসদকে আগেই চিঠি দিয়েছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে, স্থানীয়দের এক কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা তৈরির দাবির প্রেক্ষিতে তিনি নিজে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বাস দেন।

জিটিএ-তে বসতে পারে প্রশাসক

আধিকারিকদের মাঠে নামার নির্দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বর্তমানে বোর্ডহীন গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। এই পরিস্থিতিতে পাহাড়ের মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনা ও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরি করতে জিটিএ'র আধিকারিকদের শহরের পাশাপাশি গ্রামে গিয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার দার্জিলিংয়ের লালকুঠিতে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক শেষে রাজ্যের পার্বত্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিশাল লামা এমনটাই জানিয়েছেন। পাশাপাশি, তিনি প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা বজায় রাখার বার্তাও দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রী বিশাল গত কয়েকদিন ধরেই পাহাড় সফরে রয়েছেন। কালিম্পং সফর শেষ করে বৃহস্পতিবার তিনি দার্জিলিংয়ে পৌঁছান। শুক্রবার লালকুঠিতে বৈঠক করেন। বিগত বোর্ডের কাজকর্ম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'আগের বোর্ডের কাজ নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। সেই সময়ের আয়ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।'

এদিন লালকুঠির বৈঠকে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নমন রাই, কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক সোনম লামা, জিটিএ'র নয়া প্রধান সচিব স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিকর সহ অন্য আধিকারিক এবং সিঙ্কোনা বাগানের ডিরেক্টর। বৈঠকে মূলত পাহাড়ে চলমান উন্নয়নমূলক কাজগুলি দ্রুত শেষ করার ওপর জোর দেওয়া হয়। মন্ত্রীর কথায়, 'চলতি আর্থিক বছরে জিটিএ'র জন্য বরাদ্দ ৩৬০ কোটি টাকা কোথায় এবং কীভাবে খরচ হবে, তার দ্রুত তালিকা তৈরি করতে হবে। এছাড়া, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরও পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় করবে। এই টাকায় দার্জিলিং ও কালিম্পং পার্বত্য এলাকায় কী কী কাজ হবে, তা দ্রুত চূড়ান্ত করার জন্য প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

সূত্রের খবর, প্রধান সচিব সহ অন্য আধিকারিকরা এলাকা ঘুরে মানুষের প্রয়োজন বুঝবেন এবং সেই অনুযায়ী প্রকল্পগুলির ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরি করবেন। স্বচ্ছতা বজায় রেখে প্রয়োজন ভিত্তিক কাজের তালিকা তৈরি করা হবে। জিটিএ'র প্রস্তাবের ভিত্তিতে ডিপিআর জমা পড়লেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টেন্ডার ডেকে কাজগুলি করবে। একইভাবে পর্যটন সহ অন্য দপ্তরও পাহাড়ের জন্য কাজ করবে। পাশাপাশি, পাহাড়ে পানীয় জলের দীর্ঘদিনের সমস্যা মেটাতে 'আমৃত' প্রকল্পের অধীনে কাজ চলছে বলেও মন্ত্রী এদিন জানিয়েছেন।

> আগের বোর্ডের কাজ নিয়ে প্রচুর অভিযোগ রয়েছে। সেই সময়ের আয়ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে।
>
> **বিশাল লামা** *মন্ত্রী*

রাজ্যে পালাবদলের পর গত জুন মাসে জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ ও সভাসদ পদ থেকে ইস্তফা দেন অনীত থাপা। তাঁর সঙ্গে আরও বেশকিছু সদস্যও পদত্যাগ করেন। এক মাস কেটে গেলেও রাজ্য এখনও জিটিএ নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি, তবে দ্রুত প্রশাসক বসানোর সম্ভাবনা রয়েছে বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে আধিকারিকদের ময়দানে নেমে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কার্যালয়ে হঠাৎ হাজির সভাপতি, সহ সভাপতি

চোপড়া, ৩১ জুলাই : তিন মাস পর অবশেষে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে ফিরলেন সভাপতি কণিকা ভৌমিক এবং সহ সভাপতি ফজলুল হক। শুক্রবার তাঁদের সঙ্গে কয়েকজন কর্মাধ্যক্ষ এবং সদস্যও দপ্তরে হাজির হন। ৪ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই প্রশাসনিকভাবে পঞ্চায়েত সমিতি অচল হয়ে পড়েছিল। মাসের পর মাস সভাপতি ও সহ সভাপতির অনুপস্থিতিকে ঘিরে এলাকায় জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। এমনকি, তাঁদের নিখোঁজ দাবি করে এলাকায় পোস্টার পড়েছিল।

এদিন দুপুরে সভাপতি এবং সহ সভাপতি, দুজনেই পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে আসেন। বিডিও-র ঘরে প্রশাসনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। তবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তাঁরা কার্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে যান। এদিকে, বিডিও-র অফিস চত্বর থেকে বেরোতেই স্থানীয়দের একাংশের বিরুদ্ধে কণিকার গাড়ি আটকানোর চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। যদিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরে তিনি থানায় গিয়ে মৌখিকভাবে বিষয়টি পুলিশের নজরে আনেন।

কণিকা বলেন, 'রাস্তায় কয়েকজন আমার গাড়ি আটকানোর চেষ্টা করেছিলেন। পুলিশের তৎপরতায় কোনও সমস্যা হয়নি।' এদিকে ফজলুল বলেন, 'রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য। জনসাধারণের সহযোগিতা নিয়ে নিয়মিতভাবে পঞ্চায়েত সমিতির কাজ পরিচালনা করা হবে।'

টানা বিরতির পর দপ্তরে সভাপতি ও সহ সভাপতির উপস্থিতিকে ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। পঞ্চায়েত সমিতির প্রশাসনিক কাজ আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বলে আশা করছেন অনেকে। বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলের পাশাপাশি মানুষের মধ্যেও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিজেপির-১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সুরেন্দ্র প্রসাদ অবশ্য বলেন, 'সভাপতি এবং সহ সভাপতি তিন মাস দপ্তরে আসেননি। শুনেছি, এদিন হঠাৎ তাঁরা দপ্তরে এসে হাজির হন। তবে এব্যাপারে আগাম আমাদের কাছে কোনও খবর ছিল না।'

দুর্ঘটনায় জখম

চোপড়া, ৩১ জুলাই : চোপড়া থানার কালাগছ ওভারব্রিজে শুক্রবার সন্ধ্যায় এক বাইক আরোহী দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুতর জখম হন। প্রত্যক্ষদর্শী সুজিতকুমার সাহা জানান, স্থানীয় ঘরগাছ এলাকার বাসিন্দা ওই তরুণ পেট্রোল পাম্পের দিকে আসার সময় তাঁর বাইকটি গর্তে পড়লে তিনি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হন। স্থানীয়দের তৎপরতায় ওই ব্যক্তিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। পুলিশ বাইকটি উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শৈশবের ছুটোপাটি।। শুক্রবার সকালে ইসলামপুরের রামগঞ্জ-২ এলাকায় রাজু দাসের তোলা ছবি।

ক্র্যাশার বন্ধ করল প্রশাসন

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : মাটিগাড়ার নিমাইজোতে একটি অবৈধ ক্র্যাশার বন্ধ করে নোটিশ ঝোলাল প্রশাসন। শুক্রবার বন বিভাগের সুকনা রেঞ্জ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং পুলিশের উপস্থিতিতে ক্র্যাশারটি সিল করে দেওয়া হয়।

বন দপ্তর জানিয়েছে, ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে কোনও বৈধ অনুমতি ছাড়াই এই ক্র্যাশার চলছিল। বারবার ক্র্যাশার বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হলেও তা করা হয়নি। বরং রাতের অন্ধকারে নদী থেকে পাথর তুলে সেগুলি ক্র্যাশারে ভেঙে পাচার করা হচ্ছিল।

মাটিগাড়ার নিমাইজোতে র‍্যাশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত বিমল রায় তাঁর ছেলের নামে ক্র্যাশার বসিয়েছিলেন। জনবসতি সংলগ্ন এলাকা হওয়ায় এই ক্র্যাশার নিয়ে কয়েক বছর ধরে বহু অভিযোগ উঠেছে। এমনকি ক্র্যাশারের জন্য ব্যবহৃত জমি নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। এই ক্র্যাশার তৈরির সময় থেকে স্থানীয়রা বহুবার রাস্তায় নেমে

অবৈধ ক্র্যাশার বন্ধের নোটিশ দিতে হাজির প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের আমলে প্রশাসনের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতে বিমলের এই ক্র্যাশার চালু ছিল। অভিযোগ, একটি ক্র্যাশার চালানোর জন্য যে সমস্ত দপ্তরের অনুমতি নিতে হয় সে সব না নিয়ে সমস্ত ভুয়ো নথিপত্র তৈরি করে সেটি চালু করা হয়েছিল। পরিবেশ দপ্তর, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বন দপ্তরেরও কোনও বৈধ অনুমতি ছিল না। এই অভিযোগ পাওয়ার পরেই প্রশাসনের তরফে একাধিকবার ক্র্যাশারটি বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এদিকে, রাজ্যে সরকার বদলের পরে ক'দিন ক্র্যাশার বন্ধ রাখা হলেও পরবর্তীতে আবার চালু করা হয়। বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের এক আধিকারিক বলেন, 'দিনে বন্ধ রাখা হলেও রাতভর এই ক্র্যাশার চালানো হচ্ছিল। ক্র্যাশার সংলগ্ন বালাসন নদী থেকে পাথর তুলে সেগুলি ভাঙানো হচ্ছিল। যা পুরোপুরি আইনবিরুদ্ধ। সেইজন্য এদিন গিয়ে সেই ক্র্যাশার সিল করে দেওয়া হয়েছে।' ভুয়ো নথিপত্র দেখিয়ে ক্র্যাশার চালানোয় পুলিশও পৃথক মামলা রুজু করছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।

এই বিষয়ে বিমলের ছেলে বিপুল রায় বলেন, 'আমরা সমস্ত বৈধ নথিপত্র নিয়েই ক্র্যাশার চালু করেছিলাম। পরবর্তীতে বন দপ্তরের সার্টিফিকেট নিতে বলা হয়। কাছে একটা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিতে বলা হয়। সেটা না পাওয়ায় আমরা ক্র্যাশার বন্ধ রেখেছি।'

সাত দফা

খড়িবাড়ি, ৩১ জুলাই : খড়িবাড়ি এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নয়ন সহ ৭ দফা দাবিতে খড়িবাড়ি বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দিল ডিওয়াইএফআইয়ের খড়িবাড়ি-বুড়াগঞ্জ লোকাল কমিটি। শুক্রবার সংগঠনের তরফে বিদ্যুৎ অফিসের সামনে বিক্ষোভের পর স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সম্পাদক উমেশ সিংহ জানান, বিন্নাবাড়ি, বুড়াগঞ্জ ও রানিগঞ্জ পঞ্চায়েতে বিদ্যুৎ বিল গ্রহণকেন্দ্র খোলার পাশাপাশি মাসিক বিদ্যুৎ বিল, স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবি করা হয়েছে। এছাড়াও কোম্পানি নিয়োজিত এজেন্সির এক বিদ্যুৎকর্মীর বিরুদ্ধে পোল শিফটিংয়ের জন্য অগ্রিম টাকা নেওয়ার অভিযোগ জানানো হয়েছে।

দুই স্থায়ী কর্মীকে ছুটিতে পাঠাল নিগম

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : এমনিতেই কর্মীসংকট, এরইমধ্যে হঠাৎ ছুটিতে পাঠানো হল দুই স্থায়ী কর্মীকে। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে এমন ঘটনায় তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে কী এমন হল যে, দুজনকে ছুটিতে পাঠাতে হল? সূত্রের খবর, ভারতীয় মজদুর সংঘের আওতায় থাকা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্মচারী সংঘের সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব প্রামাণিকের চাপেই দুজনকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। যা নিয়ে কর্মীমহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর দীপঙ্কর পিপলাই বিষয়টি নিয়ে সেভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলছেন, 'এটা সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এনিয়ে বাইরে কোনও মন্তব্য করব না।' এদিকে, অপূর্বকে একাধিকবার ফোন করা হলেও প্রতিবারই তিনি সাড়া দেননি। উলটে সম্পূর্ণ রিং হওয়ার আগেই ফোন কেটে দিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন নিগমের কর্মী তথা বাম প্রভাবিত সংগঠনের এক নেতা। তাঁর কথায়, 'অপূর্ব কোনও অনুমতি ছাড়াই ডিসিপ্লিনারি সেকশনে ঢুকে নিজের ফাইল দেখছিলেন। যা নিয়ে ওই দুজন প্রতিবাদ করেছিলেন। এই প্রতিবাদ করাটাই কি তাহলে ভুল হয়ে গেল?'

এদিকে যে দুজনকে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে, তাদের মধ্যে একজন ডিসিপ্লিনারি সেকশনের দায়িত্বে রয়েছেন। অন্যজন ফাইনান্স অ্যাকাউন্টস সেকশনে কর্মরত। ম্যানেজিং ডিরেক্টর বৃহস্পতিবার রাতে দুজনের ছুটির অর্ডার রিলিজ করেন। সেই অর্ডার শিলিগুড়ি ডিভিশনাল অফিসের জন্য ডেসপ্যাচও হয়ে গিয়েছে। অর্ডার হাতে না পেলেও শুক্রবার অফিসে তরফে মৌখিকভাবে শুক্রবার থেকে ওই দুই কর্মীকে সাতদিনের জন্য আসতে বারণ করা হয়েছে। হঠাৎ এমন ঘটনায় হতবাক দুই কর্মী। পরবর্তীতে তাঁদের চাকরিতে কোনও সমস্যা হবে কি না, তা নিয়ে আশঙ্কিত তাঁরা। ছুটিতে পাঠানো ওই দুজনের মধ্যে একজনের এক ঘনিষ্ঠের কথায়, 'শুধুমাত্র প্রতিবাদ করার কারণেই এমনটা হল। এখন আর কিছু বলা যাবে না। আমাদেরও চাকরির ভয় রয়েছে।'

যাবতীয় ঘটনার সূত্রপাত গত বুধবার। ওইদিন নিগমের চুক্তিভিত্তিক কনডাক্টর হিসেবে নিযুক্ত অপূর্ব ডিসিপ্লিনারি সেকশনে এসে ভিতরে ঢুকে পড়েন। এরপরেই তিনি তাঁর নামে থাকা ফাইল সংক্রান্ত ফাইল খুঁজতে থাকেন। সেকশনের দায়িত্বে থাকা কয়েকজন বাধা দিলে অপূর্ব নিজেকে বিএমএসের নেতা বলে পরিচয় দিয়ে ফের ফাইল খুঁজতে শুরু করেন বলে অভিযোগ।

ওই সেকশনের এক কর্মীর কথায়, 'ওই ব্যক্তি নিজেকে বিএমএস-এর সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পরিচয় দেন। ওই সময় দুই কর্মী প্রশ্ন করেন, সাধারণ সম্পাদক হলেই কি সব নিয়ম ভাঙা যায়? সেই কথা বলাটাই হয়তো ভুল হয়ে গিয়েছিল।' সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার অপূর্ব নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করেন। এরপরেই ছুটি সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করা হয়।

পুনর্বাসনের পক্ষে 'একজোট' তৃণমূল-সিপিএম

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ডাবল লাইনের জন্য দখলকৃত জমি পুনরুদ্ধার শুরু করেছে রেল। এবার বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের দাবিতে একজোট তৃণমূল ও সিপিএম। শুনানির জন্য শুক্রবার কাটিহার ডিভিশনের এডিআরএম (এনজেপি) অফিসে গিয়েছিলেন পুরসভার ৭, ২০, ২৮ নম্বর ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন এলাকার শতাধিক বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী। সেখানে তাঁদের পাশে দাঁড়ান সিপিএম ও তৃণমূল নেতারা। তাঁরা প্রত্যেককে আশ্বস্ত করার পাশাপাশি পুনর্বাসনের পক্ষে সওয়াল করেন।

রেলমন্ত্রক এনজেপি-শিলিগুড়ি জংশন ডাবল লাইনের অনুমোদন দেওয়ার পরেই আসরে নেমেছে কাটিহার ডিভিশন। প্রকল্পের এলাকায় থাকা বাড়ি ও দোকানে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া শুরু হয়েছে। চলছে শুনানি পর্ব। শুনানি পর্বে এদিন এডিআরএম অফিসে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে কেউ বাড়ির হোল্ডিং নম্বর, কেউ ট্যাক্সের নথি আবার ব্যবসায়ীরা ব্যবসার প্রমাণপত্র নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সকলের চিন্তা, শুনানি শেষে কী হবে তা নিয়ে।

রেল যদি পুনর্বাসন না দেয় তাহলে তাঁরা কোথায় যাবেন, এই উদ্বেগ প্রত্যেকের গলায় শোনা গিয়েছে। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণ দাস বলেন, 'হঠাৎ রেল নোটিশ দিয়েছে। আধার-ভোটার কার্ড সহ ট্যাক্সের নথি জমা দিয়েছি। জানি না কী হবে।' একই বক্তব্য ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের মাতঙ্গিনী কলোনির বাসিন্দা সুশীল মাহাতো এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডের স্বামীজিনগরের বাসিন্দা রাজু সিংয়ের।

শুনানির দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলেন তৃণমূল ও সিপিএম নেতারা। হাজির ছিলেন বৃহত্তর শিলিগুড়ি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পরিমল মিত্র। প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষের দাবি, রেল কোন এলাকায় কতটা জমি নেবে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তাই রেলের কর্তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলতে যান বলে জানালেন।

এদিকে আমজনতার দাবিকে

ভুক্তভোগীদের পাশে সিপিএম এবং তৃণমূল নেতৃত্ব। শুক্রবার।

সামনে রেখে কি এবার বিরোধীরা একজোট হবে, তা নিয়ে চর্চা চলছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি কুন্তল রায়ের বক্তব্য, 'গরিব মানুষের স্বার্থে অন্যায় বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা কিংবা রাস্তায় নামতে আমরা রাজি।'

তবে একজোট প্রসঙ্গে ভিন্নমত সিপিএমের। দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শরদিন্দু চক্রবর্তী বলেন, 'কেউ যদি দলমতের ঊর্ধ্বে আমাদের আন্দোলনে যোগ দিতে চায় তাহলে অবশ্যই স্বাগত।' যদিও দলের জেলা কমিটির সদস্য সৌরভ সরকারের কটাক্ষ, 'তৃণমূল দলটা আছে নাকি? আমরা পুনর্বাসনের দাবিতে ধারাবাহিক আন্দোলন করব।'

নবান্নে শুভেন্দুর তোপে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

টুলুর সাম্রাজ্যে মমতার সায়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ জুলাই : বীরভূমে হাজার হাজার কোটি টাকার পাথর-বালি পাচারচক্রের ‘পর্দা ফাঁস’-এর পর রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পাচারচক্রের অন্যতম মূল হোতা নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের শাগরেদের ডেরা থেকে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা নগদ, কোটি কোটি টাকার সোনা-গয়না উদ্ধার এবং প্রায় ১৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে রাজ্য পুলিশ। শুক্রবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ করেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছাড়া এত বড় সাম্রাজ্য গড়া এবং চোরাচালান চালানো টুলুর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত এবং স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষকে পাশে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘নবান্নের ১৪ তলার সমর্থন ছাড়া এত বড় পাচারচক্র চলতে পারে না। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মদতেই এই প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি হয়েছে। নীচুতলার পুলিশ ও অফিসারদের চোখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল।’ তিনি দাবি করেন, ২০১১ সালের পর থেকে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে টুলু মণ্ডল সম্পত্তি বাড়িয়েছে। বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে বীরভূম জেলা থেকেই গত ১৫ বছরে আনুমানিক ১৫ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব চুরি হয়েছে।

নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার।

অন্যদিকে, সিউড়ি ও মহম্মদবাজারের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ বিরাট সাফল্য পেয়েছে। ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ছয় দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তারের পর টুলুর ‘যকের ধনের’ সন্ধান মেলে। টুলু-ঘনিষ্ঠ মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে ২৮ কোটি টাকা নগদ এবং সুইৎজারল্যান্ড ও দুবাইয়ের সোনার বিস্কুট সহ বিপুল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। মিনারকে গ্রেপ্তার করে ৮ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠিয়েছে সিউড়ি আদালত। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার সরকারি সম্পত্তি লুট এবং সিন্ডিকেট সংক্রান্ত ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

টুলু মণ্ডলের সিউড়ির সাজানোপল্লির লিফট ও সুইমিং পুলযুক্ত রাজপ্রাসাদ, পার্কিং এলাকা, সেকেড্ডা ও খড়িয়ার বিভিন্ন ডেরায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় পুলিশ। শুক্রবার পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ১৫০ কোটি টাকা। তার মধ্যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকা ৯৩ কোটি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। সিজ করা হয়েছে বিএমডব্লিউ, অডি, ৮৩টি ডাম্পার সহ ২৪২টি গাড়ি ও নোট গোনার যন্ত্র। এছাড়া ৩০০ বিঘা জমির ওপর বিস্তৃত ২১টি স্থাবর সম্পত্তি (৭টি বাড়ি, ১টি ফার্ম হাউস, ২টি পেট্রোল পাম্প, ৩টি পাথর খাদান ও ২টি ক্র্যাশার) বাজেয়াপ্ত করার আইনি প্রক্রিয়া চলছে। এগুলি নিলাম করে বা সরকারি কাজে লাগিয়ে রাজস্বে জমা করা হবে।

টুলু মণ্ডলের হিসাবরক্ষক কাউসার আলি জানান, পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বেশকিছু ব্যাংক-নথি নিয়ে গিয়েছে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন কাউসার। তিনি ফোনে টুলুর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে জানতে পারেন, মেয়ে-জামাই দুবাইয়ে থাকায় টুলুও সম্ভবত সেখানেই গা-ঢাকা দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজস্ব আদায় এক মাসেই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। আগে যেখানে বছরে মাত্র ৬০-৮০ কোটি টাকা পাথর খাদান থেকে আসত, আর ১ হাজার কোটি টাকা কালো পথে বেরিয়ে যেত, সেখানে নতুন সরকারের প্রথম মাসেই বীরভূম থেকে ৮৩ কোটি টাকা রাজস্ব এসেছে। পরোক্ষে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আপনাদের চোখের সমস্যা হলে আপনারা এখানেই ডাক্তার দেখান। আর তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের বিদেশে গিয়ে চোখ দেখাতে হয়।’ তাঁর মতে, পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেতেই এই বিরাট দুর্নীতির পর্দা ফাঁস সম্ভব হয়েছে।

১৫ অগাস্ট রাজ্যের ‘শিল্পনীতি’

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩১ জুলাই : রাজ্যে প্রস্তাবিত শিল্প সম্মেলনের আগেই নতুন ‘শিল্পনীতি’ ঘোষণা করতে চলেছে নতুন বিজেপি সরকার। আগামী ৬ অগাস্ট শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠকের পর সম্ভবত ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবসে এই নীতি ঘোষণা হতে পারে। শুক্রবার নবান্নে সরকারের গড়া ‘বিনিয়োগ কমিটি’র বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের উপস্থিতিতে এই বৈঠকে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। শিল্পপতিদের প্রশাসনিক জটিলতা থেকে মুক্তি দিতে ‘এক জানালা পদ্ধতি’ চালু করা হবে। এছাড়া লাইসেন্স বা জিএসটি সংক্রান্ত কাজের জন্য উত্তরবঙ্গের শিল্পোদ্যোগীদের যাতে বারবার কলকাতায় ছুটে আসতে না হয়, তার জন্য স্থানীয়ভাবেই প্রশাসনিক সমাধানের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে।

প্রস্তাবিত এই শিল্পনীতিতে উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা-বাগানগুলির সমস্যা সমাধান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। লিজ দেওয়া জমির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে তথ্যানুসন্ধান চালানো হবে।

চন্দ্রনাথ খুনে গ্রেপ্তার আরও ২

কলকাতা, ৩১ জুলাই : মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনের মামলায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। ধৃতরা হলেন সাগর সুনকার এবং সাহেব সুনকার। এঁরা সম্পর্কে ভাই। সিবিআই সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে চন্দ্রনাথকে খুনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পরিকল্পনার বাস্তবায়ন করতে গিয়ে একাধিকবার পিছিয়ে আসতে হয়।

ধৃতদের থেকে মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি বাজেয়াপ্ত করেছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দারা। সাগরের ফোনের সিডিআর বিশ্লেষণ করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সাগরের সঙ্গে ভাড়াটে শুটারের যোগাযোগ ছিল। শুটারের টাকা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও সাগর নিয়েছিলেন। তবে সাগর ও সাহেব কেন চন্দ্রনাথকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। কোথা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তা নিয়ে সিবিআই এখনও কিছু জানায়নি।

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ছজন শুটার গ্রেপ্তার হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মনু সিংহ, রাজ সিংহ, গোলু সিংহ, ময়ঙ্করাজ মিশ্র, ভিকি মৌর্য এবং নবীনকুমার সিংহ। এছাড়া সুপারি নেওয়ার মধ্যস্থতাকারী বিনয় রায়, সঞ্জয় রায় এবং বিকাশ মিশ্রকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. ই/এইচভিএস/এমএলডিটি তারিখঃ ৩০.০৭.২০২৬

ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদাতে **অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস)** হিসেবে পার্ট-টাইম স্পেশালিস্ট চিকিৎসক, ৩০.০৬.২০২৭ তারিখ পর্যন্ত সময়সীমার জন্য চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও বয়সের শর্ত পূরণকারী ইচ্ছুক চিকিৎসকদের, তাঁদের বয়স, যোগ্যতা, মার্কশীট, মেডিকেল রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সমর্থনে নথি, বায়ো-ডাটা, সমস্ত সার্টিফিকেট এবং অভিজ্ঞতার শংসাপত্র ইত্যাদি সহ **চিফ মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, ঝলঝলিয়া, পিন-৭৩২১০২**-কে সম্বোধন করা আবেদন **১০.০৮.২০২৬** তারিখের মধ্যে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়োগের বিভাগ, শূন্যপদের সংখ্যা, কাজের সময়, পারিশ্রমিক, যোগ্যতা এবং বয়ঃসীমা নিম্নরূপ ঃ-

বিভাগ	পদের সংখ্যা	মাসিক পারিশ্রমিক
এইচভিএস/জেনারেল সার্জারি (স্পেশালিস্ট)	০১	১,০০,০০০/-
এইচভিএস/অ্যানেস্থেশিয়োলজি (স্পেশালিস্ট)	০১	১,০০,০০০/-
এইচভিএস/রেডিওলজি (স্পেশালিস্ট)	০১	১,০০,০০০/-
এইচভিএস/কার্ডিওলজিস্ট (সুপার স্পেশালিস্ট)	০১	১,২৩,০০০/-

পরিদর্শনের সংখ্যা এবং ডিউটির সময় ঃ প্রত্যহ ৪ ঘণ্টা করে সপ্তাহে ০৬ দিন (প্রতিটি বিভাগের জন্য)। **বয়ঃসীমা ঃ** ৩০ বছর থেকে ৬৪ বছর (প্রতিটি বিভাগের জন্য)।

● **শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা ঃ** স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (শংসাপত্র ও মার্কশীট সংযুক্ত করতে হবে) এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটি-তে ন্যূনতম ৩ বছরের পেশাদারি কাজের অভিজ্ঞতা অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট স্পেশালিটিতে ন্যূনতম ৫ বছরের পেশাদারি কাজের অভিজ্ঞতা। ● সাধারণ ভিজিট ছাড়াও, রবিবার এবং ছুটির দিন সহ যে কোনো দিনে যে কোনো সময় জরুরি পরিস্থিতিতে এইচভিএস-কে যখনই ডাকা হবে তখনই তাঁকে হাসপাতালে আসতে হবে। ● যে কোনো সময় যে কোনো পক্ষ থেকে এক মাসের নোটিশে চুক্তি বাতিল করা যেতে পারে। এই ধরনের চুক্তি বাতিলের জন্য কোনো কারণ না দর্শানোর অধিকার প্রশাসন কর্তৃক সংরক্ষিত। ● এইচভিএস সম্পর্কিত নিয়মানুযায়ী ছুটি এবং বিনামূল্যে পাস অনুমোদিত হবে।

এই বিজ্ঞপ্তি এবং আবেদনের ফরম্যাট নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে ঃ **www.er.indianrailways.gov.in (Division>>Malda>> Recruitment page)**

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, মালদা

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টিএমসিপি’র প্রতিষ্ঠা দিবসে দ্বন্দ্ব

কলকাতা, ৩১ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের সভায় নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত ভিড় ও যানজট তৈরি হওয়া নিয়ে কালীঘাট তৃণমূলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শর্ত ভেঙে ক্যাথিড্র্যাল রোডের যান চলাচল ব্যাহত করার অভিযোগে শুক্রবার রাজ্য সরকারের রিপোর্ট জমা পড়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চে। রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পর ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচিতে নির্ধারিত সংখ্যার চেয়ে বেশি ভিড় কেন হল, প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। কালীঘাট শিবিরকে সতর্কবার্তা দিয়ে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের বেঞ্চের মন্তব্য, ‘ভবিষ্যতে আদালতের নির্দেশ না মানলে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে।’

রাজ্যের রিপোর্টে জানানো হয়, প্রথমে আড়াই হাজার মানুষের শর্তসাপেক্ষ অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও তা মানেনি কালীঘাট শিবির। অতিরিক্ত জনসমাগমের কারণে ক্যাথিড্র্যাল রোডের দুই পাশই বন্ধ হয়ে যায়, ফলে যানজটের সৃষ্টি হয় এবং পুলিশকে বেগ পেতে হয়।

হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ সামনে আসতেই রাজ্য সরকারের রিপোর্ট নিয়ে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বললেন মমতাদির সভায় আড়াই হাজারের বেশি লোক হয়নি। আর হাইকোর্টে তাঁরই রাজ্য সরকার রিপোর্ট দিয়ে বলছে ভিড়ের চাপে যান চলাচল বন্ধ ছিল! আসল সত্যিটা কে বলছে?’ তিনি আরও যোগ করেন, স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাগম হলে রাজনৈতিক দলগুলির কী করণীয়, সে বিষয়ে সব দলের জন্যই আদালতের স্পষ্ট গাইডলাইন দেওয়া উচিত। পাশাপাশি, বিরোধী ঋতব্রত শিবিরের সভা নিয়ে কোনও মামলা না হওয়ায় তা ‘সুপারফ্লপ’ বলেও খোঁচা দেন কুণাল। এরই মধ্যে এবার নতুন বিতর্ক উসকে দিচ্ছে ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ইতিহাস ও ঐতিহ্য মেনে ঐতিহ্যবাহী মেয়োরোডে কর্মসূচির অনুমতি চেয়ে পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। বিদ্রোহী ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীও একইদিনে পৃথক সভা করার অনুমতি চেয়ে চিঠি দিয়েছে লালবাজারে। তারা ময়দান, ধর্মতলা বা কোনও অডিটোরিয়ামে সভা করার কথা ভাবছে। কংগ্রেসও প্রথা মেনে মহাজাতি সদনে তাদের কর্মসূচি রাখবে। ফলে অগাস্টের শেষেও ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস ঘিরে ফের দড়ি টানাটানি হওয়ার সম্ভবনা প্রবল।

সব্যসাচীর খনির খোঁজে ইডি

কলকাতা, ৩১ জুলাই : বীরভূমের সিউড়িতে টুলু মণ্ডলের ভগ্নিপতি মিনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে বিপুল সোনা উদ্ধারের ঘটনায় রীতিমতো চর্চা চলছে রাজ্যজুড়ে। এরই মধ্যে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সব্যসাচী দত্তের সোনার খনির খোঁজে সাতসকালে মাঠে নামল ইডি। রাজ্য পুলিশের পর ইডির নজরে সব্যসাচী। বর্তমানে জেল হেপাজতে রয়েছেন তিনি। সম্প্রতি তাঁর ফ্ল্যাট ও লকার থেকে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছিল। এই ঘটনায় শুক্রবার রাজ্যের ১২ জায়গায় তল্লাশি চালালেন ইডি আধিকারিকরা। কলকাতার খিদিরপুর, শর্ট স্ট্রিট সহ একাধিক জায়গায় বিভিন্ন ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযানে নামেন তদন্তকারীরা। উদ্ধার হওয়া ওই সোনা তোলাবাজি বা দুর্নীতির টাকায় কেনা হয়েছিল কি না, তা জানতেই তদন্ত শুরু করেছেন ইডি আধিকারিকরা।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তোলাবাজির টাকা দিয়ে সোনা কিনে রাখতেন সব্যসাচী। আগেই সব্যসাচী ও তাঁর স্ত্রীর পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছিল পুলিশ। তাঁর এই বিপুল টাকার উৎস জানতে মরিয়া হয়ে তদন্তে নামেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের দায়ের করা এফআইআর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে নথিপত্র সংগ্রহ শুরু করেছে ইডি। এখনও পর্যন্ত প্রাক্তন মেয়রের বিরুদ্ধে ইসিআইআর দায়ের করা হয়েছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তাই সকাল থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে পার্কস্ট্রিট, খিদিরপুর, শেক্সপিয়র সরণি, রাজারহাট নিউটাউন, সল্টলেক, বড়বাজার, নদিয়ায় তল্লাশি চালানো হয়। বিভিন্ন ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে।

রাজ্যে আজ শুরু জনগণনা

কলকাতা, ৩১ জুলাই : ১ অগাস্ট শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হচ্ছে জনগণনার কাজ। দুটি ধাপে এই জনগণনা হবে। প্রথম পর্যায়ে ১ অগাস্ট থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে অনলাইনে তথ্য জমা দেওয়া। সরকারি পরিভাষায় যার নাম সেলফ এনুমারেশন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে (census.india.gov.in) প্রত্যেক পরিবার ভিত্তিক তথ্য পূরণ করে জমা দিতে হবে।

বিপাকে

কলকাতা, ৩১ জুলাই : নিট পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে কারচুপির অভিযোগ উঠল খোদ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে। এনটিএ’র বিরুদ্ধে ভুয়ো অভিযোগ এনে চাপে পড়লেন পরীক্ষার্থীই। শেষমেশ বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিলেন, অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে এনটিএ। ওই পরীক্ষার্থী আগামী তিন বছর আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন এনটিএ’র আইনজীবী।

ক্ষুব্ধ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

হলদিয়া, ৩১ জুলাই : হলদিয়া মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনের পর পরিষেবা নিয়ে প্রকাশ্যেই ক্ষোভ উগরে দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। হাসপাতালের পুরোনো ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভবনের অবস্থা নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

গৃহ মন্ত্রালয় ভারত সরকার

আমাদের জনগণনা, আমাদের উন্নয়ন

(জনগণনা ২০২৭-এর প্রথম পর্যায়)

ভারত সরকার কর্তৃক গৃহতালিকা এবং গৃহগণনা আপনার রাজ্যে/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে। এর পূর্বে ১৫ দিনের একটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, যেখানে আপনি নিজেই অনলাইনে আপনার তথ্য পূরণ করতে পারবেন।

আমি প্রগতি

আমি বিকাশ

স্বয়ং গণনা

সহজ এবং নিরাপদ ডিজিটাল সুবিধা

কীভাবে স্বয়ং গণনা করবেন?

১ অফিশিয়াল পোর্টাল পরিদর্শন করুন (se.census.gov.in)
২ আপনার মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে OTP-এর মাধ্যমে লগ ইন করুন
৩ আপনার রাজ্য, জেলা এবং স্থানীয় বিবরণ নির্বাচন করুন
৪ ডিজিটাল মানচিত্রে আপনার বাড়ির অবস্থান চিহ্নিত করুন
৫ বাড়ি এবং পরিবার সংক্রান্ত তথ্য পূরণ করুন
৬ তথ্য জমা দেওয়ার পর আপনি একটি SE আইডি পাবেন
৭ SE আইডি-টি নিরাপদে রাখুন
৮ তথ্য সংগ্রাহক পরিদর্শনে এলে তাকে SE আইডি-টি প্রদান করুন
৯ তথ্য সংগ্রাহক তথ্যটি নিশ্চিত করবেন

এর সুবিধাসমূহ
সময় সঞ্চয়ী
সঠিক তথ্য
দ্রুত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ

মনে রাখবেন : স্বয়ং গণনা একটি বিশেষ সুবিধা

আপনি যদি নিজে থেকে স্বয়ং গণনার কাজ করতে অপারগ হন তবে চিন্তার কিছু নেই, নির্ধারিত সময়ে তথ্য সংগ্রাহক অবশ্যই আপনার বাড়িতে এসে তথ্য নথিভুক্ত করবেন।

আপনার সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণরূপে গোপনীয় ও নিরাপদ থাকবে

পশ্চিমবঙ্গ

স্বয়ং-গণনা ১লা-১৫ই অগাস্ট

গৃহতালিকা তৈরি ১৬ই অগাস্ট - ১৪ সেপ্টেম্বর

CBC 19108/13/0160/2627

আসুন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি এবং জনগণনায় অংশগ্রহণ করি

টোল ফ্রি - ১৮৫৫

CensusIndia2027

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৭৫ সংখ্যা, শনিবার, ১৫ শ্রাবণ ১৪৩৩

নিশানায় শা

নিট কেলেঙ্কারিতে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জেন জেড আন্দোলনের চাপে শেষমেশ নতিস্বীকার করে ধর্মেন্দ্র প্রধান শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। যদিও তারপর সংসদ চত্বরে বিজেপির তামাম নেতা-মন্ত্রী তাঁকে ঘিরে হর্ষোল্লাস করেন। তাঁর এত প্রশংসা করা হয় যে তাতে তিনি নৈতিক দায় কাঁধে নিয়ে ইস্তফা দিয়েছিলেন কি না, তাতে সন্দেহ থাকে। সেই ধর্মেন্দ্রকে ছাপিয়ে এবার দেশে জল্পনা শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-কে ঘিরে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ ইন্ডিয়া জোটের বড় অংশ তো বটেই, সিজেপি নেতা অভিজিৎ দীপকেও শা'র পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছেন। বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, সিজেপির সংসদ চলো অভিযানে পড়ুয়াদের ওপর দিল্লি পুলিশ এবং র‍্যাফের দমনপীড়ন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলন ছাড়া সম্ভব নয়। ছররা গুলি, পেরেক লাগানো লাঠি, ইলেক্ট্রিক ব্যাটন, কাঁদানে গ্যাসের গোলা ফাটানো হয়েছে পড়ুয়াদের নিশানা করে।

দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন। র‍্যাফও সিআরপিএফের অধীন অর্থাৎ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের আওতায়। রাহুলের দাবি, পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে ছররা গুলির মতো সাংঘাতিক অস্ত্র প্রয়োগের নির্দেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাড়া আর কেউ দিতে পারেন না। হয় তিনি এই নির্দেশ দিয়েছিলেন নয়তো তাঁকে অজ্ঞাত রেখে যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে। দুটি ক্ষেত্রেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়। তাই তাঁকে এর দায় নিয়ে পদত্যাগ করতে হবে। সংসদের উভয় কক্ষে তিনদিন ধরে প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল নিয়ে আলোচনার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত না থাকায় প্রশ্ন তুলেছেন রাহুল।

কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির অন্দরে অমিত শা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ নেতা। একের পর এক রাজ্যে গেরুয়া শিবিরের বিজয়ধ্বজা ওড়ায় শা'র নামে জয়ধ্বনি শোনা যায়। বিরোধী শাসিত রাজ্য এবং বিরোধী দলগুলিতে অপারেশন লোটাস-এর নেপথ্য কারিগর হিসেবেও তাঁর নাম বারবার জড়িয়েছে। এহেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ শা'র পদত্যাগ দাবি করে রাহুল আদতে মৌচাকে ঢিল ছুড়েছেন।

বিরোধী দলনেতার এই দাবি বিজেপি বা মোদি সরকার মেনে নেবে, ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু পড়ুয়াদের ওপর ছররা গুলি কিংবা একে-৪৭ দিয়ে পুলিশি বলপ্রয়োগ নিন্দনীয় নিঃসন্দেহে। এজন্য সংসদে বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মাঝরাতে সমাজমাধ্যমে সেলফি ভিডিওয় জেন জেডের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনিও ওই পুলিশি বর্বরতার নিন্দা করেননি। প্রশ্নপত্র ফাঁস বিল নিয়ে আলোচনায় তাঁদের কেউই সংসদে পুলিশি আচরণের নিন্দা করেননি।

উলটে সরকারের দাবি, পুলিশ ছররা গুলি ব্যবহারই করেনি। অথচ পুলিশের রেকর্ডে স্পষ্ট ছররা গুলি ব্যবহার করা হয়েছিল ছাত্রদের ওপর। কীভাবে সেটা হল- সেই প্রশ্নের জবাব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দেওয়া উচিত। তরুণ সমাজের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ দমনে দিল্লি পুলিশের বর্বরোচিত আচরণকে তিনি যথাযথ বলে মনে করেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন না তিনি। পদমর্যাদা এবং বিচক্ষণতার দিক থেকে অমিত শা দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। শুধুমাত্র মোদির আলোয় তিনি আলোকিত নন। তাঁর কর্মপদ্ধতি, বিচক্ষণতা বিজেপির বহু নেতা-মন্ত্রীর তুলনায় বেশি।

তাই তাঁর দিকে বিরোধী শিবির আঙুল তোলায় কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পড়ুয়াদের লক্ষ্য করে ছররা গুলি কিংবা নির্মমভাবে পড়ুয়াদের মারধর সভ্য গণতন্ত্রে মানায় না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে পুলিশ মামলা প্রত্যাহারের পথে হেঁটেছে। তরুণ পড়ুয়াদের সঙ্গে এই ধরনের আচরণ একটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রে কাম্য নয়। এই পরিস্থিতি থেকে দেশের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মুখরক্ষা করতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যথোপযুক্ত পদক্ষেপ করা উচিত। বিরোধীদের গালমন্দ করে কিংবা নতুন প্রজন্ম উচ্ছন্নে গিয়েছে বলে প্রচার করে লাভ নেই।

অমৃতধারা

তুমি যা ভাববে,পরিণামে তুমি তাই হবে। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেহের সঙ্গে নিজেকে IDENTIFIED (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্গতি ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই- ভাবছে এই রক্তমাংসের দেহটাই 'আমি, আমি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে—' সেইজন্যই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা। এ সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি করো যে, 'তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা- তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ'। এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না, কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

-স্বামী অভেদানন্দ

একটি ধাতব কণা যদি শরীরে বেঁধে...

নয়াদিল্লিতে ছাত্রদের আন্দোলনে পুলিশি হামলা না হলে হয়তো অর্ধেক ভারত জানতেই পারত না পেলেট গান, ছররা সংক্রান্ত নিয়মের ব্যাপারটা।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

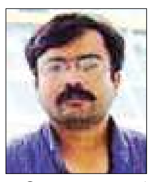

বিতর্কিত।। দিল্লিতে পড়ুয়াদের আন্দোলন ঠেকাতে ব্যবহার করা হচ্ছে ছররা বন্দুক। -ফাইল চিত্র

চোখের সামনে থেকে হঠাৎ পৃথিবীর সব রং মুছে যাওয়ার অনুভূতি কেমন? একটা ছোট্ট ধাতব কণা যখন চোখের মণিতে বিঁধে যায়, তখন শুধু দৃষ্টি হারায় না। হারিয়ে যায় একটা গোটা জীবন, একরাশ স্বপ্ন।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা তরুণের চোখে অন্ধকার নেমে আসে নিমেষে। বিক্ষোভের ভিড়ে হয়তো সে ছিলও না। তবুও উড়ে আসা পেলেট গানের ছররা তার ভবিষ্যৎ কেড়ে নিল। পুলিশ তো আর অত দেখে গুলি ছুড়বে না।

ছাত্র আন্দোলনের পর দেশে সবাই এতদিনে তর্ক করছে, পেলেট বন্দুকের ব্যাপারে আমাদের ভারতে এরকম ছাড়পত্র রয়েছে কীভাবে! সুপ্রিম কোর্টও যেখানে উদ্বেগ প্রকাশ করেও নিয়ম বাতিলের পথে হাঁটতে পারে না!

আইন আর আদালতের তর্ক চলতে থাকে। তবে যে মানুষটা চিরকালের জন্য পঙ্গু হল, তার বিচার কোথায়? তাঁর জীবন এখন শুধুই অন্ধকারের সঙ্গে আপস করা।

পৃথিবীর অন্য প্রান্তের ছবিটাও খুব একটা আলাদা নয়। আমেরিকার কথা ধরা যাক। সেখানে যে কেউ চাইলেই বন্দুক কিনতে পারে। মাঝেমধ্যেই শপিং মল বা স্কুলে এলোপাতাড়ি গুলি চলে। মুহূর্তের মধ্যে প্রাণ হারায় নিরপরাধ মানুষ।

রাস্তায় নেমে তীব্র প্রতিবাদ হয়। মানুষ চোখের জল ফেলে। তবে কাজের কাজ কিছুই হয় না। প্রশাসনের চরম উদাসীনতায় বন্দুকের নল মানুষের দিকেই তাক করা থাকে।

আমেরিকা বিশ্বকাপের সময় সে দেশে শুনলাম, গান লবি মারাত্মক শক্তিশালী। ট্রাম্পই আসুন বা বাইডেন, তাঁরা কেউ সেই লবির বিরুদ্ধে যেতে পারেন না। বন্দুক কেনাবেচা হয় প্রচুর ডলারের। ১৮ পেরোলেই রাইফেল বা শটগান কেনা যায়। একুশ পেরোলেই হ্যান্ড গান। লাইসেন্সড দোকান থেকে নিলেই হল। সরকার সেখানে বন্দুক কেনাবেচার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নিষেধ করতেই পারবে না। নইলে সরকার পর্যন্ত পড়ে যেতে পারে।

সেসব শুনে ভাবার চেষ্টা করতাম, কোন কোন লবি ভারতে এমন শক্তিশালী। শুনে রিলায়েন্স, আদানি, টাটার কথাই মনে পড়ত। মনে পড়ত সুগার লবির কথা। পাওয়ার, এনার্জি লবির কথা। রিয়েল এস্টেট, ইনফ্রাস্ট্রাকচার লবির কথা। টেক লবির কথা। এর মধ্যে তো পেলেট বন্দুকের কথা শুনিনি। আসলে ভাবিইনি।

শুধু আমেরিকা নয়। বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশেও সাধারণ মানুষের বন্দুক রাখার নিয়ম বেশ শিথিল। ইয়েমেনে নাগরিকদের হাতে প্রচুর অস্ত্র ঘোরে। সার্বিয়া বা উরুগুয়ের মতো দেশেও মানুষের ঘরে ঘরে বন্দুক রাখার প্রবণতা রয়েছে। সেখানেও মাঝেমধ্যে বন্দুকের নলে রক্ত ঝরে। অস্ত্রের এই অবাধ অধিকার সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার আশ্বাস কেড়ে নেয়।

পেলেট বন্দুকের ছোট্ট ছররা হোক বা আধুনিক রাইফেলের গুলি। লক্ষ্যবস্তু সবসময় সেই রক্তমাংসের মানুষ।

আইনের পাতায় হয়তো অনেক যুক্তি সাজানো থাকে। কিন্তু যে মায়ের কোল খালি হল, তাঁর কাছে এই যুক্তির কোনও দাম নেই। অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটার কাছেও সব তর্ক অর্থহীন। মানুষের জীবনের চেয়ে বড় কোনও আইন হতে পারে না।

অথচ বারুদ আর রক্তের গন্ধে সেই সহজ সত্যটা পৃথিবী বারবার ভুলে যায়।

অস্ত্রের আবার ভালো-মন্দ কী! মানুষ মারার যন্ত্র তো মানুষ মারার যন্ত্রই। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু জিনিস থাকে অতি পবিত্রময়, যেমন— আইনের শাসন আর পেলেট বন্দুক।

শান্তি বজায় রাখার কত যে অহিংস উপায় আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে দরদি আবিষ্কারটি নিশ্চয়ই এই পেলেট বন্দুক। রাবার আর লেডের ছোট্ট ছোট্ট ছররা। ছিটিয়ে দিলে একসঙ্গে এক একশো জনের গায়ে গিয়ে বিঁধে যায়। একেই তো বলে সর্বজনীন পরিষেবা!

তা, এমন চমৎকার একখানা জিনিস ভারত সরকার হুট করে বন্ধ করে দেবে? মাথা খারাপ নাকি!

আদালতে যখনই পেলেট বন্দুক নিষিদ্ধ করার আর্জি ওঠে, তখনই উত্তর আসে— না না, এটা তো 'অঘাতক' (নন-লেথাল) অস্ত্র! অর্থাৎ, এতে মানুষ মরে না। শুধু চোখটা অন্ধ হয়ে যায়। জীবনটা পঙ্গু হয়ে যায়। তা প্রাণ তো আর যাচ্ছে না! বেঁচে তো থাকছে লোকটা! এই যে বেঁচে থাকার আনন্দ প্রদান, এর জন্য কি প্রশাসনের একটা ধন্যবাদও পাওনা নয়?

আসলে পেলেট বন্দুক বন্ধ না করার পেছনে যে গভীর মহত্ত্ব লুকিয়ে আছে, তা সাধারণ মানুষের মোটা মাথায় ঢোকে না। এই বন্দুক না থাকলে আমাদের রক্ষক বাহিনী কীভাবে প্রমাণ করবে যে তারা কতটা 'সংযমী'? বুলেট চালালে তো সরাসরি মরেই যেত, তা না চালিয়ে শুধু দৃষ্টিশক্তিটুকু কেড়ে নিয়ে জীবনভর আলো-আঁধারির খেলা দেখার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে— একে 'সহানুভূতির চরম পরাকাষ্ঠা' ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়!

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ছররা-পুরাণ থেকে লাভ হচ্ছে কার?

প্রথমত, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় শাসকদের আমলাতন্ত্র এবং নীতি-নির্ধারকেরা। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে যাঁরা 'আইন-শৃঙ্খলা' সামলান, তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষের শরীরটা তো আর রক্তমাংসের নয়, স্রেফ ভিড়ের হিসাব। একটা বোতাম টিপলে বা এক রাউন্ড ছররা ছুড়লে যদি কাজ হাসিল হয়, তবে বিকল্প চিন্তার ঝক্কি পোহাবে কে? পেলেট বন্দুক হল প্রশাসনিক অলসতার সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

আর আমাদের বিরোধী নেতারা? আহা, তাঁদের কথা আলাদা করে বলতেই হয়। ভোটের আগে যাঁদের দরদে নদী ভেসে যায়, সেই বিরোধী সুধীজনেরা এখন পরম শান্তিতে নিদ্রাচ্ছন্ন। কেন জানেন? কারণ ক্ষমতার খেলাটা বড় চমৎকার। আজ যিনি বিরোধী, কাল তিনি শাসক। আজ যদি তিনি পেলেট বন্দুকের বিরুদ্ধে বেশি চ্যাঁচামেচি করেন, তবে কাল চেয়ারে বসে আন্দোলনকারীদের থামাবেন কী দিয়ে? নিজেদের হাতের অস্ত্র কি কেউ নিজ মুখে অবৈধ বলে? তাই প্রতিবাদের সময়ে তাঁদের গলায় কেমন যেন সর্দি বসে যায়। খুকখুক কাশির শব্দ ছাড়া আর স্পষ্ট কোনও বাক্য প্রকাশ পায় না।

জনগণের চোখ যাক, ছররায় ছিন্নভিন্ন হোক শরীর, তাতে কার কী এসে যায়!

যতক্ষণ না ক্ষমতার গদিতে বসে থাকা মানুষগুলোর কিংবা বিরোধী শিবিরের স্বনামধন্য নেতাদের ড্রয়িংরুমে একটা পেলেট ছররা এসে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ এই অস্ত্র পরম হিংসার বদলে 'আইন-শৃঙ্খলার মিষ্টি দাওয়াই' হিসেবেই চিহ্নিত হতে থাকবে।

গণতন্ত্রের চোখের মণি যদি ছররার আঘাতে ঝাপসা হয়েও যায়, তাহলেও বা ক্ষতি কী! অন্ধ দেশের মানুষকে শাসন করা তো শাসক আর বিরোধী— দু'পক্ষেরই অনেক বেশি সুবিধাজনক! আর সুপ্রিম কোর্ট তো বলেই দিয়েছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে পেলেট গান ব্যবহার করাই যায়! আমাদের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা এর বিরুদ্ধে কথা বললে কী এসে যায় বলুন তো!

দিনকয়েক আগে পেলেট গানের শিকার, বছর পঁচিশের ইরশাদ মনসুরি এক টিভি ইন্টারভিউতে বলেছেন, আমি পেলেট গান ব্যবহার বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছি কোর্টে। তাঁর মুখ, গলা, কাঁধে পেলেট গানের ছররা লেগেছে। র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স তাঁকে পঞ্চাশ মিটার দূর থেকে ছররা মেরেছিল যন্তরমন্তরের আন্দোলনের সময়।

শুনে আবার পৃথিবীর সবচেয়ে আধুনিক, সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের কথা মনে পড়ল নতুন করে।

আমেরিকায় বন্দুক কেনাটা আসলে সাধারণ বিষয় নয়, এটা একটা 'লাইভ আর্ট'। সেখানে বন্দুক বিক্রির নিয়মগুলো এতটাই সহজ, দেখলে মনে হবে সরকার চায় নাগরিকরা যেন রাতে ঘুমানোর সময় বালিশের বদলে দুটো গ্রেনেড মাথায় দিয়ে ঘুমায়।

আমেরিকার সংবিধানের 'সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট' বা দ্বিতীয় সংশোধনী তাঁদের সবচেয়ে বড় ঢাল। ১৭৯১ সালে যখন এই নিয়ম তৈরি হয়েছিল, তখন একটা বন্দুক লোড করতে আধা ঘণ্টা লাগত আর তা থেকে বড়জোর একটা পাখি শিকার করা যেত। কিন্তু মার্কিন বন্দুকপ্রেমীদের যুক্তি হল, 'সংবিধানে লেখা আছে বন্দুক রাখার অধিকার, সুতরাং ২০২৬ সালেও আমরা মিনিটে ১০০ রাউন্ড গুলি ছোড়ার মেশিনগান নিয়ে রাস্তায় ঘুরব। ইতিহাস বদলাতে পারে, আমাদের শখ নয়!'

আমেরিকায় এক অদ্ভুত জিনিস হয়, যার নাম 'গান শো'। এটা অনেকটা আমাদের দেশের রথের মেলা বা বইমেলার মতো। তবে তফাত হল, বইমেলায় মানুষ বইয়ের পাতা ওলটায়, আর গান শো-তে মানুষ পিস্তলের ট্রিগার চেপে দেখে। এখানে কোনও নিয়মকানুন নেই। একুশ পেরোলে আপনি রাস্তা থেকে হেঁটে ভেতরে ঢুকবেন, পকেট থেকে টাকা বের করবেন, আর একটা আস্ত স্নাইপার নিয়ে আইসক্রিম খেতে খেতে বাড়ি ফিরে আসবেন। কেউ আপনার নামও জিজ্ঞেস করবে না।

ভারতেও একদিন এরকম পেলেট গান ও ছররার মেলা হতে পারে! বলা যায় না, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, বিহার, রাজস্থানে এমন হতেও পারে গোপনে। আজকের বাংলাতেও।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯২০
লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৭৭
আজকের দিনে জীবনাবসান হয় অভিনেতা জহর রায়ের।

আলোচিত

জানতাম এমনটা হবে। আগেই ভারত সরকারের সিক্রেট সার্ভিস এনিয়ে আমাদের সতর্ক করেছিল। বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন জঙ্গি ঢুকেছে। ওরা শুধু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে টার্গেট করেছে তা নয়, প্রধানমন্ত্রী মোদিজিও টার্গেট। আরও অনেকের ক্ষতি করতে চায় ওরা। জঙ্গিরা হায়নার মতো। তবে এসটিএফ তা রুখে দিয়েছে।

-শিশির অধিকারী

ভাইরাল/১

গভীর রাতে দুই চোর নাগপুরের মন্দিরে ঢোকে। চুরির আগে একজন দেবী মূর্তির সামনে হাতজোড় করে প্রণাম করে কান ধরে ক্ষমা চায়। পরে মন্দিরের প্রণামি বাক্সের তালা ভেঙে সব টাকা হাতিয়ে চম্পট দেয়।

ভাইরাল/২

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তেলেঙ্গানার মহাবুবাদ জেলায় জাতীয় সড়কের ওপর উলটে যায় একটি আপেলবোঝাই লরি। খবর পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে আসেন। আহত চালককে সাহায্যের বদলে ছড়িয়ে পড়া আপেল লুটে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠেন। ভাইরাল অমানবিকতা।

জনমত

নেতাজির অবমাননায় নীরবতা কেন?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান অনস্বীকার্য। তাই তাঁকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বা মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলে জনমানসে তীব্র ক্ষোভ ছড়ায়। অথচ দেখা যায়, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ করা হলেও নেতাজির অবমাননার ক্ষেত্রে প্রশাসন নীরব। আইনের এই বৈষম্য কেন?

সম্প্রতি নেতাজিকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের সোশ্যাল মিডিয়ায় একশ্রেণির মানুষ কদর্য ভাষায় সাম্প্রদায়িক গালিগালাজ করছেন। সঠিক ইতিহাস না জেনেই তাঁরা বিচারক হয়ে উঠেছেন। কোচবিহারের মহারাজা বা নেতাজির মতো মনীষীরা কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নন, তাঁরা সমগ্র জাতির গর্ব। অথচ কিছু উগ্র মানসিকতার মানুষ তাঁদের গায়ে জাতিগত তকমা লাগিয়ে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন। ইতিহাস সাক্ষী, হিটলারের 'বিশুদ্ধ আর্য রক্ত'র অহংকারই তাঁর পতন ডেকে এনেছিল। সমাজে বিভেদ সৃষ্টিকারী এই ঘৃণার রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

স্বপনকুমার রায়
ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

সিলিন্ডারে জল, আতঙ্ক

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় গ্যাস পরিষেবা সংস্থা থেকে নির্ধারিত মূল্যে সিলিন্ডার নিই। ওভেনের সঙ্গে সিলিন্ডারটি সংযোগ করার পর প্রথম দু'দিন গ্যাসের আগুন স্বাভাবিকভাবেই জ্বলছিল। কিন্তু তৃতীয় দিনে গ্যাস ওভেনে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করলে দেখা যায়, গ্যাস ঠিকমতো বের হচ্ছে না এবং আগুনও স্বাভাবিকভাবে জ্বলছে না। বিষয়টি বিপজ্জনক হতে পারে বুঝতে পেরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস কর্মীকে খবর দিই। কর্মী এসে সিলিন্ডারটি পরীক্ষা করে জানান যে, সিলিন্ডারের ভিতরে জল রয়েছে।

এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত উদ্বেগজনক এবং গ্রাহকদের জন্যও ঝুঁকিপূর্ণ। তাই গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ ও মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত করে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। সেইসঙ্গে এ ধরনের অনিয়ম বা গ্যাস পরিষেবায় গাফিলতির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে এবং গ্রাহকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি
যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।
-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ছাত্র আন্দোলনের রূপান্তর ও সংকট

সেকালের আদর্শিক লড়াই আর বর্তমানের জেন জেড আন্দোলনে প্রযুক্তির প্রভাব ও বহুমুখী চ্যালেঞ্জ।

অচিন্ত্য সরকার

ফিরে দেখা।। বঙ্গভঙ্গের যন্ত্রণাপর্বে জন্ম নেয় ছাত্র আন্দোলনের নতুন অধ্যায়।

'বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত...আমি সেইদিন হব শান্ত।' রাষ্ট্র যখন গভীর নিদ্রায়, তখন ঘুম ভাঙানোর জন্য প্রয়োজন জোরালো কণ্ঠস্বর। আর ছাত্র আন্দোলন হল রাষ্ট্রের ঘুম ভাঙানোর এক জোরদার অ্যালার্ম সিস্টেম। একটি দেশের সবচেয়ে জাগ্রত অংশ হল ছাত্ররা। শিক্ষা, গণতন্ত্র, অধিকার কিংবা দুর্নীতি নিয়ে রাষ্ট্র যখন চুপ থাকে, তখন ছাত্ররাই প্রথমে রাস্তায় নামে এবং রাষ্ট্রকে জবাবদিহির টেবিলে বসাতে বাধ্য করে। ছাত্র আন্দোলনের ভিড়েই মিশে থাকে একটা জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। ভারতের বহু রাজনীতিবিদ, লেখক ও জনবুদ্ধিজীবীর জনজীবনের সূচনা ছাত্র আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই হয়েছে। ছাত্র আন্দোলন অনেক সময় দমবন্ধ সমাজে পরিবর্তনের নতুন বাতাস নিয়ে আসে।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের প্রথম বৃহৎ ও সংগঠিত অংশগ্রহণ দেখা যায় ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে। সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে শুরু করে মণ্ডল কমিশন, নির্ভয়া-পরবর্তী প্রতিবাদ থেকে সাম্প্রতিক নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের আন্দোলন পর্যন্ত ছাত্র আন্দোলনের ঢেউ বারবার এসেছে। রাজধানী দিল্লির যন্তরমন্তর থেকে শুরু হওয়া প্রতিবাদ দ্রুত দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল, যেখানে ছোট্ট স্ফুলিঙ্গ রূপ নিয়েছে দাবানলে। সেকালের ছাত্র আন্দোলন ও বর্তমানে জেন জেড আন্দোলনে আবেগ, আদর্শ ও সাহসের ভূমিকা একই থাকলেও শুধু আন্দোলনের ধরন ও রূপরেখা পালটে গিয়েছে। ক'দিন আগে বিহারের ছাত্র বিক্ষোভ তার অনন্য ঝলক দেখিয়েছে, যেখানে পুলিশ ব্যারিকেড দিলে ছাত্ররা তা অন্য রূপ দিয়েছে কিংবা জলকামানের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তখনকার ছাত্র আন্দোলনে হাতে থাকত প্ল্যাকার্ড, মুখে স্লোগান ও গলায় গান। আর এখনকার জেন জেড আন্দোলনে প্ল্যাকার্ডের সঙ্গে থাকে স্মার্টফোনের ফ্ল্যাশ লাইট, স্লোগানের বদলে 'Justice for' ধরনের হ্যাশট্যাগ, যা চব্বিশ ঘণ্টায় সরকারকে নাড়িয়ে দেয়। আগের মতো মুখে মুখে প্রচার বা লিফলেট বিলি করার দিন শেষ; এখন ফেসবুক লাইভ, এক্স হ্যান্ডেল ও ইউটিউব প্রচারের প্রধান হাতিয়ার। বর্তমানের ছাত্র আন্দোলন দ্রুত সংগঠিত হয় এবং অল্প সময়ে ব্যাপক সাড়া ফেলতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই আন্দোলন দ্রুত তীব্রতা অর্জন করলেও দীর্ঘমেয়াদি গতি ধরে রাখতে পারে না। আবেগ বেশি এবং তথ্য কম থাকার কারণে অনেক সময় এটি স্রোতে ভেসে যাওয়ার মতো রূপ নেয়।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রথম তিনদিন আদর্শ ঠিক থাকলেও পরের দশদিনে হতাশা তৈরি হলে বাইরের লোক বা সুযোগসন্ধানীরা সুবিধা নিতে পারে। মেসেজ ফরওয়ার্ড করা ব্যক্তিরাই অনেক সময় নেতৃত্ব দিতে শুরু করে, ফলে কে ঠিক বলছে তা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে এবং সহজেই গুজব ঢুকে পড়ে। এমন আশঙ্কাও থাকে যে, কোনও রাজনৈতিক দল নিজের স্বার্থে আন্দোলনের মূল ইস্যু ঘুরিয়ে দিতে পারে; যেমন পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি নিয়ে বিক্ষোভ কখনো-কখনো ধর্মীয় মেরুকরণে মোড় নিতে পারে। এছাড়া সংবাদমাধ্যমের একাংশের উপস্থাপনার ধরনও কখনো-কখনো আন্দোলনকে বিভক্তভাবে তুলে ধরতে পারে। ছাত্র আন্দোলনে অছাত্র ও সমাজবিরোধীদের প্রবেশও অনেক সময় অ্যাজেন্ডা নষ্ট করে দেয়। আন্দোলন মিসগাইড হওয়া দোষের বা লজ্জার নয়, কিন্তু মিসগাইড হয়ে থাকাটাই আসল বিপদের কারণ।

সেকালের ছাত্র আন্দোলনে আদর্শের ভূমিকা ছিল মুখ্য; বর্তমানের ডিজিটাল যুগে সেই আদর্শের পাশাপাশি সঠিক তথ্য, তথ্য যাচাই ও বুদ্ধিমত্তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সময়ের পরিবর্তনে প্রতিবাদের ভাষা ও মাধ্যম বদলে গেলেও সমাজের মূল পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে ছাত্র সমাজের ভূমিকা চিরকালই অপরিবর্তিত থাকে। রাষ্ট্রের যে কোনও সংকটময় মুহূর্তে তরুণ প্রজন্মের এই সজাগ দৃষ্টি এবং সাহসিকতাই গণতন্ত্রের মূল ভিতকে শক্তিশালী রাখে। ভবিষ্যতে এই তরুণ শক্তির হাত ধরেই সমাজ আরও সুসংহত ও সঠিক দিশা পাবে বলে আশা করা যায়।

(লেখক শিক্ষক ও গবেষক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা।)

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com**

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫১২

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। পুকুর বা জলাশয়ে ফুটে থাকা পদ্মফুল ৩। এক ধরনের লেবু আকারে বেশ বড় ৫। হাতে আঁকা নকশার বিশেষ ধরনের কাপড় ৭। হুঁশ বা খেয়াল, এর সঙ্গে নড়াচড়ার সম্পর্ক আছে ৯। হাওয়া বা বায়ু ১১। সর্প দংশন নিয়ে প্রবাদের পাথর ১৪। ছাড় বা ডিসকাউন্ট ১৫। খুব সুন্দর।

উপর-নীচ : ১। তামাক ২। পথ বা রাস্তা ৩। নৌকার পাল, অনেকে ভেজেও খায় ৪। টমেটো বেটে যা তৈরি হয় ৬। উত্তরের এক প্রাচীন রাজ্য ৮। পৌরাণিক রাজা, যযাতির বাবা ১০। খুড়তুতো নয়, নিজের ভাই বা দাদা ১১। কলহ বা ঝগড়া ১২। প্রস্রাবের অসুখ ১৩। আদবকায়দা।

সমাধান ■ ৪৫১১

পাশাপাশি : ১। হরেক ৩। পলু ৫। পন্থা ৬। শকট ৮। নর্তক ১০। খাদিম ১২। ঘরনি ১৪। সখা ১৫। মট ১৬। নহর।

উপর-নীচ : ১। হরতন ২। কর্পর্দক ৪। লুব্ধক ৭। টন ৯। মাঘ ১০। খানখান ১১। মদগুর ১৩। রসম।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ওমরের ডিভোর্সে সুপ্রিম সম্মতি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার বিবাহবিচ্ছেদ মামলায় শুক্রবার সম্মতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০০৯ সাল থেকে ওমর ও তাঁর স্ত্রী পায়েল আলাদা থাকেন। ২০১১ সালে ওমর তাঁদের বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেছিলেন। দিল্লি হাইকোর্ট বিবাহবিচ্ছেদে সম্মতি না দেওয়ায় তাঁরা দুজনে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হন। পারস্পরিক সম্মতিতে মিউচুয়াল ডিভোর্স করে একে অপরের বিরুদ্ধে সমস্ত মামলা তুলে নিয়েছেন। এদিন দম্পতির পক্ষে আইনজীবী কপিল সিব্বল, বিচারপতি নরসিমহা ও বিচারপতি অলক আরাধের বেঞ্চকে বলেছেন, 'দম্পতি এই স্বাধীনতা বেছে নিয়েছেন।' শেষমেষ বেঞ্চ বিচ্ছেদের সম্মতি দিয়েছে। ১৯৯৪ সালে পায়েলের সঙ্গে ওমরের বিয়ে হয়। তাঁদের দুটি পুত্র সন্তান রয়েছে।

তাহির হুসেন সহ পাঁচজনের যাবজ্জীবন

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : ২০২০ সালের দিল্লি হিংসায় গোয়েন্দাকর্তা অঙ্কিত শর্মাকে নৃশংস খুনের অপরাধে আম আদমি পার্টির প্রাক্তন কাউন্সিলার তাহির হুসেন সহ পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দিল্লির করকরডুমা আদালত। শুক্রবার সাজা ঘোষণার সময় অতিরিক্ত দায়রা বিচারক প্রবীণ সিং পর্যবেক্ষণে বলেন, 'গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময় অত্যন্ত নৃশংসভাবে এই অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ওই বর্বরতায় গা গুলিয়ে ওঠে। অসুস্থ লাগে।' ময়নাতদন্তের রিপোর্টে অঙ্কিতের দেহে ৫১টি ক্ষতের চিহ্ন মিলেছিল। দাঙ্গাকারীরা তাঁকে কুপিয়ে খুনের পর গলায় কাপড় বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে নর্দমায় ফেলে দিয়েছিল।

পুলিশ এই ঘটনাকে 'বিরলতম' আখ্যা দিয়ে অপরাধীদের ফাঁসির দাবি জানালেও আদালত যাবজ্জীবনের সাজাই বহাল রাখে। বিশেষ সরকারি কৌঁসুলি মধুসূদন পান্ডে সওয়াল করেন, 'যারা আজ দয়া ভিক্ষা করছে, তাদের নিজেদেরও দয়া দেখানো উচিত ছিল।' দণ্ডপ্রাপ্তদের তালিকায় তাহির ছাড়াও রয়েছেন নাজিম, কাশিম, জাভেদ এবং আনাস। আদালতের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করে দিল্লির মন্ত্রী কপিল মিশ্র। উচ্চ আদালতে যেতে পারে তাহিররা।

উমর খালিদ মামলা

দিল্লি পুলিশের জবাব তলব

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : ২০২০ সালের দিল্লি হিংসা ও দাঙ্গা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত উমর খালিদের নতুন জামিন আর্জিতে পুলিশের প্রতিক্রিয়া চাইল দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতিভা সিং ও বিচারপতি বিকাশ মহাজনের ডিভিশন বেঞ্চ দু'সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা পেশের নির্দেশ দিয়েছে।

৪ জুলাই নিম্ন আদালত আবেদন খারিজ করার পর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন জেএনইউ-এর এই প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর আইনজীবী আদালতকে জানান, গ্রেপ্তারির পর এটি তাঁর মক্কেলের তৃতীয় আবেদন। সহ-অভিযুক্ত শার্জিল ইমামের আবেদনের সঙ্গে আগামী ২৭ অগাস্ট এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

দিল্লি পুলিশের পক্ষে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজু বলেন, 'দুটি মামলাই একইসঙ্গে একই বেঞ্চে শোনা হোক।'

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ

স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্যানেলে প্রধান বিচারপতির অনুপস্থিতি এবং সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট। প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার 'বহিঃপ্রকাশ' থাকা জরুরি বলে জানাল শীর্ষ আদালত।

২০২৩ সালের বিতর্কিত আইনের জেরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য কমিশনার নিয়োগের প্যানেল থেকে প্রধান বিচারপতিকে (সিজেআই) বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্ত করায় প্যানেলে ২:১ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে সরকারের। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি এসসি শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, সিবিআই ডিরেক্টর বা লোকপালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদের নিয়োগ কমিটিতে যদি প্রধান বিচারপতি থাকতে পারেন, তবে গণতন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ নির্বাচন কমিশনারের ক্ষেত্রে কেন তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল?

শুনানি চলাকালীন বিচারপতি দত্ত জানান, নির্বাচন কমিশনারকে একজন সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে। স্রেফ নিরপেক্ষ বিচার করলেই চলবে না, সেই নিরপেক্ষতা যেন সাধারণের চোখেও ধরা পড়ে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার উদ্দেশে বিচারপতির মন্তব্য, 'স্রেফ ন্যায়বিচার করলেই হয় না, ন্যায়বিচার যে হচ্ছে তা দেখানোও প্রয়োজন। আমরা সেই দ্বিতীয় অংশটি নিয়েই কথা বলছি।' আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে অবিশ্বাস করার নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা সুনিশ্চিত করার।

পালটা সওয়ালে কেন্দ্রের প্রতিনিধি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর পদের একটি নিজস্ব পবিত্রতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। স্রেফ প্যানেলে সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রবিরোধী কাজ করবেন, এমন অনুমান করা ভুল। তিনি বলেন, 'যদি প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকেই অবিশ্বাস করা হয়, তবে কি তাঁর মন্ত্রীসভা গঠনের সময়েও কোনও প্রাক্তন বিচারপতি বা বাইরের কারও পরামর্শ নিতে হবে?' মেহতার যুক্তি, প্যানেলটি অপর্যাপ্ত বললে প্রকারান্তরে সংসদের বিজ্ঞতা এবং নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সাংবিধানিক আস্থাকেই ছোট করা হয়।

কেন্দ্রের পক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল আর বেঙ্কটরামানিও যুক্তি দেন, সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে এভাবে শৃঙ্খলিত করা ঠিক নয়। তাঁর দাবি, অতীতে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়টি ছিল একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা এবং সংসদ আইন তৈরির পর সেই পুরোনো ব্যবস্থার কার্যকারিতা নেই। অন্যদিকে আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণরা দাবি করেন, এই আইন সুপ্রিম কোর্টের 'অনুপ বার্নওয়াল' মামলার রায়ের পরিপন্থী। দু'পক্ষের দীর্ঘ সওয়াল-জবাব শেষে বিষয়টি পাঁচ বিচারপতির বৃহত্তর বেঞ্চে পাঠানো হবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রেখেছে শীর্ষ আদালত।

একনজরে সুপ্রিম বয়ান

- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার বহিঃপ্রকাশ থাকা অত্যন্ত জরুরি
- নির্বাচন কমিশনারকে অবশ্যই একজন স্বাধীন ব্যক্তি হতে হবে
- প্যানেল থেকে প্রধান বিচারপতিকে বাদ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে
- ন্যায়বিচার করলেই হয় না, ন্যায়বিচার যে হচ্ছে তা দেখানোও প্রয়োজন

খাবার সংগ্রহ... *শুক্রবার অসমের নগাঁওয়ে।*

সেপ্টেম্বরে ভারতে আসতে পারেন শি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : গালওয়ান সংঘাতের রেশ কাটিয়ে ভারতে আসতে পারেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতেই তাঁর এই প্রস্তাবিত সফর। ২০২০ সালের জুনে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় দু'দেশের রক্তক্ষয়ী সেনা-সংঘাতের পর এই প্রথম ভারতীয় ভূখণ্ডে পা রাখতে চলেছেন চিনা রাষ্ট্রপ্রধান।

কূটনৈতিক সূত্রে খবর, ২০২৫-এর অগাস্টে চিনে অনুষ্ঠিত এসসিও সম্মেলনের ফাঁকে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বয়ং চিনা প্রেসিডেন্টকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। জবাবে শি বলেন, 'সাম্প্রতিক বিশ্ব পরিস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে ভারত ও চিনের সুসম্পর্ক ও বন্ধুত্ব খুবই জরুরি।' একইসঙ্গে ভারতের ব্রিকস সভাপতিত্বকে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়ে তিনি সম্মেলনে যোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সম্প্রতি দু-দেশের বিশেষ প্রতিনিধিদের সীমান্ত আলোচনা এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সম্ভাব্য চিন সফরের নিরিখে শি-র ভারতে আসার খবরকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া শুল্কনীতি এবং পশ্চিম এশিয়ার সামরিক অস্থিরতার আবহে দিল্লিতে আয়োজিত হতে চলেছে ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পাশাপাশি শি-র উপস্থিতি আন্তর্জাতিক বহুপাক্ষিক মঞ্চে শক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্র তৈরি করবে।

সংসদে প্রণামি চুরির নাটক

সাধুর বেশে পাপ্পু, ভক্ত সাজলেন রাহুল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : নিটকাণ্ড এবং পড়ুয়াদের ওপর পুলিশি নিষ্ঠুরতায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র কৈফিয়ত চেয়ে সুর চড়ছিলই। তার পাশাপাশি এবার অযোধ্যার রাম মন্দিরে প্রণামী চুরির ঘটনা নিয়েও শাসক বিজেপিকে নিশানা করল বিরোধী ইন্ডিয়া জোট। আর গেরুয়া শিবিরকে রাম মন্দিরে চুরির ঘটনায় বিঁধতে শুক্রবার অভিনব প্রতিবাদের সাক্ষী থাকল সংসদ চত্বর। সংসদের মকর দ্বারের সামনে মঞ্চস্থ ওই বিদ্রুপাত্মক পথনাটিকার প্রধান চরিত্রে ছিলেন নির্দল বিরোধী সাংসদ পাপ্পু যাদব। গেরুয়া পোশাকে পুরোহিতের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। একটি প্রতীকী দানবাক্স রেখে তাতে একে একে অর্থ প্রদান করেন সাংসদরা। সপার এক সাংসদ রুচি বীরা ভক্তের চরিত্রে অভিনয় করে অভিযোগ তোলেন যে তাঁর দান করা অর্থ চুরি হয়ে গিয়েছে। এরপর লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি দানবাক্সে টাকা দিতে এগিয়ে এলে পাপ্পু যাদব সেই টাকা গোপনে নিজের পকেটে ভরে নেন। নাটকের এক পর্যায়ে তিনি দানবাক্স নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যান এবং ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে বলেন, 'চুরি হামারে খুন মে হ্যায়।' এই নাটকীয় প্রতিবাদের সাক্ষী ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা, সপা সাংসদ ডিম্পল যাদব, অবধেশ প্রসাদ, ধর্মেন্দ্র যাদব, তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিরোধী জোটের একাধিক সাংসদ এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার মহুয়া মাজিও।

সংসদ চত্বরে অন্য ধরনের প্রতিবাদ। শুক্রবার পাপ্পু যাদব ও রাহুল গান্ধির পথনাটিকায় হাজির বিরোধী সাংসদরা।

ওই পথনাটিকার আদলে একটি ব্যঙ্গাত্মক নাটক মঞ্চস্থ করে বিজেপি, আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ শানায়। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পদত্যাগের দাবিতেও সরব হন বিরোধীরা। সূত্রের খবর, আগামী সপ্তাহেও রাম মন্দিরের চাঁদা-কাণ্ড নিয়ে অভিনব উপায়ে নামবেন তাঁরা। ধর্মেন্দ্র যাদব অভিযোগ করেন, অযোধ্যায় রাম মন্দিরে ভক্তদের দেওয়া অনুদান নিয়ে দিনদুপুরে ডাকাতি চলছে। তাঁর দাবি, ভক্তদের কাছ থেকে নেওয়া অর্থ দানবাক্সে পৌঁছানোর আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে এবং সেই টাকা বিজেপি, আরএসএস ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের পকেট ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছে।

ধর্মেন্দ্র যাদব আরও অভিযোগ করেন, বহু ভক্তকে অনুদানের কোনও রসিদ দেওয়া হয়নি। তিনি বলেন, 'মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই সিসিটিভিতে প্রায় সত্তরটি অনিয়ম ধরা পড়েছিল, কিন্তু পরে পুরনো সমস্ত ফুটেজ মুছে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এই প্রতিবাদ সেই দিনের আলোয় হওয়া লুটের বিরুদ্ধেই প্রতীকী প্রতিবাদ।' সংসদ চত্বরে এদিনের এই পথনাটিকা শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ নয়, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই ইস্যুকে সামনে রেখে প্রচারের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার কৌশল নিয়েছে বিরোধীরা। এদিকে এদিন বিরোধীদের প্রবল হইচইয়ের মধ্যেই লোকসভায় ধ্বনিভোটে রেজিস্ট্রেশন অফ বার্থস এন্ড ডেথস (আমেন্ডমেন্ট) বিল , ২০২৬ পাশ হয়ে যায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বিলটি উত্থাপন করেন। সংশোধিত আইনে জন্ম বা মৃত্যুর ঘটনা এক বছরের বেশি কিন্তু দুই বছরের মধ্যে নথিভুক্ত করতে হলে জেলা শাসক, মহকুমা শাসক অথবা জেলা শাসকের অনুমোদিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সরকারের দাবি, সময়মতো জন্ম ও মৃত্যু নথিভুক্তিকরণ নিশ্চিত করাই সংশোধনের মূল উদ্দেশ্য। এদিকে সংসদের দুই কক্ষে অচলাবস্থার মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে শুক্রবার সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকও হয়।

নিখোঁজ নেপালি পর্বতারোহী নির্মল পূর্জা

ইসলামাবাদ, ৩১ জুলাই : পাকিস্তানের দুর্গম কারাকোরাম পর্বতমালায় ভয়ংকর তুষারধসে নিখোঁজ হলেন বিশ্ববিখ্যাত নেপালি পর্বতারোহী নির্মল পূর্জা। তাঁর সঙ্গে আন্তর্জাতিক পর্বতারোহী দলের ১০ জন সদস্যও নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। ৪ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ৮,০৪৭ মিটার উচ্চতার বিশ্বের দ্বাদশ উচ্চতম শৃঙ্গ 'ব্রড পিক' অভিযানের সময় আচমকা নেমে আসা তুষারধসের কবলে পড়েছেন পূর্জা ও তাঁর সঙ্গীরা।

পাকিস্তানের আলপাইন ক্লাব জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে দুর্ঘটনার পর থেকেই অভিযাত্রীদের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। দলটিতে পাকিস্তান, ওমান, চিন ও আমেরিকার পর্বতারোহীরা ছিলেন। খবর পাওয়ার পরেই স্থানীয় প্রশাসন, উদ্ধারকারী সংস্থা ও সেনাবাহিনী দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার তোয়াক্কা না করে জোরদার উদ্ধার অভিযান শুরু করেছে। উদ্ধারকাজে নামানো হয়েছে হেলিকপ্টার। শেষ পাওয়া খবরে ৪ জন পর্বতারোহীর দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ওমানের নাধিরা আল হার্থি এবং নেপালের পুর বাহাদুর গুরুংয়ের পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে।

ধর্মেন্দ্রর রাজ্যে এবার মেডিকেলের প্রশ্ন ফাঁস

ভুবনেশ্বর, ৩১ জুলাই : দেশজুড়ে তুমুল ছাত্র আন্দোলন। বিরোধীদের লাগাতার প্রতিবাদ। শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। তড়িঘড়ি কঠোর বিল এনে দীর্ঘ আলোচনার শেষে তা পাশ করানো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মাঝরাতে সমাজমাধ্যমে সেলফি ভিডিও বক্তৃতা। উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন টাস্ক ফোর্স গঠন। এতকিছু কাণ্ড পরও প্রশ্নফাঁস বন্ধ হওয়া তো দূরস্থান, বহাল তবিয়তে গোটা চক্র কাজ করে চলেছে। এবার কাঠগড়ায় সদ্যপ্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের নিজের রাজ্য তথা বিজেপি শাসিত ওড়িশা। সেখানে মেডিকেল পরীক্ষার প্রশ্ন হোয়াটসঅ্যাপে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। আর বিষয়টি জানাজানি হতেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস।

দলের নেতা জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, 'শুধুমাত্র কঠোর শাস্তি আর তথাকথিত ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করতে পারবে না। বরং দুর্নীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার বাণিজ্যিকিকরণ নিয়ে আরও বৃহত্তর এবং আন্তরিকভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।' রমেশের খোঁচা, 'প্রধানমন্ত্রী যখন রিল তৈরির স্কিলের কাজ করতে ব্যস্ত এবং কেন্দ্রীয় সরকার ফাস্ট ট্র্যাক আদালতের ব্যাপারে চোখে ধুলো দেওয়া আইন পাশ করাতে ব্যস্ত তখন আরও একটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর সামনে এসেছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের রাজ্য ওড়িশা থেকে।' ২৭ জুলাই পরীক্ষা চলাকালীন ওড়িশা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেসের পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের প্রশ্নপত্র হোয়াটসঅ্যাপে ফাঁস হয়ে গিয়েছিল বলে জানান তিনি।

কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'পরপর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনা এখন আর কোনও ব্যতিক্রম নয়, বরং বিজেপি সরকারের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে।' অভিষেক মনে করিয়ে দেন যে, পরীক্ষার সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ব্যর্থ কোনও সরকার দেশের তরুণ প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দাবি করতে পারে না। কেন্দ্রকে তোপ দেগে তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার নতুন ভারত গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তার বদলে উপহার দিয়েছে এমন পরিস্থিতি যেখানে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে - প্রশ্ন ফাঁস, প্রতিবাদ, তদন্তের নাটক এবং পদক্ষেপ এবং তার পুনরাবৃত্তি। সরকারের এই ব্যর্থতার দায় কে নেবে।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মানসরঞ্জন সাহু যে সমস্ত মেডিকেল কলেজে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা হয়েছিল সেই কলেজগুলির অধ্যক্ষদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেন। বাকি পরীক্ষাগুলিতে আরও কঠোর নজরদারীর বন্দোবস্ত থাকবে বলে জানানো হয়েছে। বেরহামপুরের এমকেসিজি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক পড়ুয়ার তৈরি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ওই প্রশ্নপত্রটি ফাঁস হয়েছিল।

বিল পাশ হলেও ফসকা গেরো

> **প্রধানমন্ত্রী যখন রিল তৈরির স্কিলের কাজ করতে ব্যস্ত তখন আরও একটি প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার খবর সামনে এসেছে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের রাজ্য ওড়িশা থেকে।**
>
> **জয়রাম রমেশ**

মোদি-শা'র দরবারে শতাব্দী-জুন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : লোকসভায় এনসিপিআইয়ের স্বীকৃতি নিয়ে আইনি জটিলতা ও অভ্যন্তরীণ দলবদলের আবহেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সাংসদ শতাব্দী রায়। একইদিনে পৃথকভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার সঙ্গে দেখা করেন জুন মালিয়া। সম্প্রতি এনডিএ-র সংসদীয় বৈঠকে প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে দেখার পর, একই দিনে এই দুই সাংসদের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা উর্ধ্বমুখী।

শুক্রবার সকালে সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে মোদির সঙ্গে প্রায় ১৫ মিনিট বৈঠক করেন বীরভূমের সাংসদ শতাব্দী রায়। সূত্রের খবর, বৈঠকে এনসিপিআইয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, লোকসভায় স্বীকৃতির অনিশ্চয়তা এবং বীরভূমের একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প

নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। তৃণমূল ছেড়ে আসার পর এনডিএ মৌখিকভাবে শরিক হিসেবে গ্রহণ করলেও লোকসভার স্পিকারের তরফে এখনও দলটির সাংসদদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি মেলেনি। ফলে এলাকায় কাজ করা এবং কর্মীদের রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে চরম বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে বলে প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানান শতাব্দী। তিনি এই অনিশ্চয়তার দ্রুত নিষ্পত্তিতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং বীরভূমের আটকে থাকা উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সমাধানের পাশাপাশি দলের অবস্থান দ্রুত স্পষ্ট করার আশ্বাস দেন।

অন্যদিকে, ওই দিনই সংসদ ভবনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করেন মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়া। বৈঠকের পর তিনি জানান, দেশের উন্নয়ন ও জনসেবায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব তাঁকে নতুন উৎসাহ দিয়েছে। মেদিনীপুরকে শিল্প, বিনিয়োগ, পরিকাঠামো ও কর্মসংস্থানের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি আদিবাসী সমাজের বিকাশ ও মেদিনীপুরের ফুটবল ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। আগামী সপ্তাহে তিনিও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন জুন। এনসিপিআই সাংসদদের একের পর এক শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

এবার বিচার চায় পুলিশের পরিবার

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : পড়ুয়াদের ওপর উর্দিধারীদের বর্বরোচিত হামলা নিয়ে সর্বত্র প্রশ্ন উঠেছে। এবার পড়ুয়াদের কাঠগড়ায় তুলে পালটা সরব হল দিল্লির আহত পুলিশকর্মীদের পরিবার-পরিজনেরা। শুক্রবার এক সাংবাদিক বৈঠকে দিল্লি পুলিশের এক আহত সাব-ইনস্পেকটরের মেয়ে অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাবাকে যন্তরমন্তরে গণপিটুনিতে প্রায় মেরেই ফেলেছিল আন্দোলনকারীরা। তিনি বলেন, 'আমার বাবাকে একটি হিংস্র ভিড় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়েছিল। পিটিয়ে তাঁকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিল। দুপুর ২টো নাগাদ তাঁকে আরএমএল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে অজ্ঞান অবস্থায় তিনি প্রায় ৪ ঘণ্টা পড়েছিলেন। ইউনিফর্ম রক্তে ভিজে গিয়েছিল। ওই অবস্থায় বাবাকে দেখাটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। এক আহত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের স্ত্রী বলেন, ২০ জুলাই রাতে আমার স্বামী যখন আহত অবস্থায় বাড়ি ফেরেন তখন সেটা বাস্তবিকই আমার এবং আমার ২ বছরের মেয়ের কাছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ও ট্রমাটিক ছিল।

তৃণমূল জমানায় র‍্যাশন বণ্টনে দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : তৃণমূল জমানায় পশ্চিমবঙ্গের র‍্যাশন দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আনল অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন। সংগঠনটির দাবি, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে ধান সংগ্রহ থেকে র‍্যাশন বণ্টন, সমগ্র ব্যবস্থায় প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম হয়েছে। ফেডারেশনের বক্তব্য, দুর্নীতির অন্যতম বড় অংশ ঘটেছে সরকারি ধান সংগ্রহ প্রক্রিয়ায়। নিয়ম অনুযায়ী, একজন কৃষকের কাছ থেকে দিনে সর্বাধিক ৪৫ কেজি ধান কেনার কথা। কিন্তু ২০২১-২২ সাল পর্যন্ত একই আধার নম্বর ব্যবহার করে একই সময়ে একাধিক জেলায় ধান বিক্রির নজির পাওয়া যায় বলে অভিযোগ। অর্থাৎ, একই ব্যক্তি একই দিনে বিভিন্ন জেলায় সরকারের কাছে ধান বিক্রি করেছেন বলে সরকারি নথিতে উল্লেখ ছিল। পাশাপাশি বহু রাইস মিল থেকে বিপুল পরিমাণ ধান কেনার হিসাব থাকলেও, সেই খাদ্যশস্যের বড় অংশ বাস্তবে সরকারি গুদামেই পৌঁছায়নি বলেও অভিযোগ সংগঠনের। তাদের দাবি, এই কারণেই সেই সময়ে ধানের ঘাটতি তৈরি হয়েছিল রাজ্য জুড়ে।

রাজ্যের র‍্যাশন বণ্টন ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে ডিলারদের সংগঠন। তাদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে প্রায় ১ কোটি র‍্যাশনকার্ডের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণ চলেছে, যেগুলির বড় অংশই ভুয়ো বা অযোগ্য সুবিধাভোগীদের নামে ছিল। সংগঠনের দাবি, পরবর্তীকালে বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর প্রায় ১ কোটি গ্রাহক আর র‍্যাশন তুলতে আসেননি, যা তাদের মতে ভুয়ো র‍্যাশনকার্ডের অস্তিত্বেরই ইঙ্গিত দেয়। এই দুই ক্ষেত্র মিলিয়েই প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি ফেডারেশনের।

শুক্রবার দিল্লিতে ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, 'এই অভিযোগগুলি আগেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজরে আনা হয়েছিল। কিন্তু কোনও কার্যকর পদক্ষেপ হয়নি। পরে সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা শিশির অধিকারীর পরামর্শে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রাজ্য সরকারের ভিজিল্যান্স বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে।'

কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব জানিয়েছেন, আধার আইন অনুযায়ী র‍্যাশন প্রদানের ক্ষেত্রে আঙুলের ছাপের মাধ্যমে বায়োমেট্রিক যাচাই-ই বাধ্যতামূলক। আঙুলের ছাপ মেলাতে সমস্যা হলে বিকল্প হিসেবে ওটিপি অথবা আইরিশ স্ক্যান ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু চোখের মণি স্ক্যানকে বাধ্যতামূলক করা আইনসম্মত নয়। ১৩ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সচিব জগদীশ মীনা নির্দেশ জারি করে র‍্যাশন পাওয়ার ক্ষেত্রে আইরিশ স্ক্যান বাধ্যতামূলক করেছিলেন। ৪ অগস্ট কলকাতায় রাজ্যের খাদ্য সচিবের সঙ্গে বৈঠক করার সম্ভাবনা রয়েছে।

স্পেনে হাজির ৫০ হাজার অনুপ্রবেশকারী !

মাদ্রিদ, ৩১ জুলাই : মরক্কো সীমান্ত পেরিয়ে স্পেনের শহর সেউটায় ঢোকার চেষ্টায় ঘনিয়ে এল বড়সড়ো বিপর্যয়। বৃহস্পতিবার রাতে সমুদ্র সাঁতরে ও সীমান্তের বেড়া ভেঙে একসঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার অভিবাসী সেউটায় ঢোকার চেষ্টা করলে ঘটে যায় মারাত্মক দুর্ঘটনা। পদপিষ্ট হয়ে এবং জলে ডুবে অন্তত ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তর আফ্রিকার ছোট্ট ভূখণ্ডে এই অভূতপূর্ব অনুপ্রবেশ ইউরোপের সার্বিক সীমান্ত নিরাপত্তাকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

ভৌগোলিকভাবে আফ্রিকায় অবস্থিত হলেও সেউটা

স্পেনের প্রশাসনিক অংশ। ফলে ইউরোপে পৌঁছানোর সহজ পথ হিসেবে অনেক দিন ধরেই এটি অভিবাসীদের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য। বৃহস্পতিবার হঠাৎই সীমান্তে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ ভেঙে হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারী ঢুকে পড়ায় স্পেনের বিস্তীর্ণ অংশে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করে সেউটার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান রশিদ সুবিহি বলেন, 'সীমান্ত ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে... পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এটি এক ভয়াবহ মানবিক সংকট।' ঘটনার পর স্পেন সরকার সীমান্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে এবং বিমান ও নৌবাহিনীকে সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

মৃত ৩৮

একদিনে ৫০ হাজার অনুপ্রবেশ ইউরোপের রাজনৈতিক মহলেও তীব্র আলোড়ন ফেলেছে। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি স্পষ্ট বলেছেন, 'নিয়ন্ত্রণহীন বেআইনি অনুপ্রবেশ ইউরোপের সীমান্ত সুরক্ষার জন্য মারাত্মক হুমকি। ইতালি তা চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখবে না।' এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্পেনের বিরুদ্ধে সেনগেন মুক্ত-সীমান্ত চুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। ফ্রান্সও স্পেনের সঙ্গে তাদের সীমান্তে বাড়তি বাহিনী মোতায়েনের কথা ঘোষণা করেছে।

শুধুই সন্তানধারণের সমস্যা নয়, জড়িয়ে হৃদরোগ ও ডায়াবিটিসের ঝুঁকিও

পিসিওএস এখন পিএমওএস

বহু বছর ধরে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (পিসিওএস) নামে পরিচিত রোগটি এখন পরিচিত পলিএন্ডোক্রাইন মেটাবলিক ওভারিয়ান সিনড্রোম (পিএমওএস) নামে। এই নাম পরিবর্তন শুধুমাত্র পরিভাষার পরিবর্তন নয়, এটি এই রোগ সম্পর্কে আমাদের বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির এক গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। লিখেছেন শিলিগুড়ির রুদ্রাক্ষ সুপারস্পেশালিটি কেয়ারের এন্ডোক্রিনোলজিস্ট **ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্ত**

দীর্ঘদিন ধরে 'পলিসিস্টিক ওভারি' শব্দটি রোগী এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে। অনেকেই মনে করতেন, ডিম্বাশয়ে সিস্ট থাকলেই এই রোগ হয়। বাস্তবে তা নয়। পিসিওএস-এ আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে যে সিস্ট দেখা যায়, সেগুলি প্রকৃত অর্থে সিস্ট নয়, সেগুলি অপরিণত ফলিকল। আবার অনেক সুস্থ মহিলার ডিম্বাশয়েও এমন ফলিকল দেখা যেতে পারে, অথচ তাঁদের এই রোগ থাকে না। অন্যদিকে, অনেক রোগীর ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে এমন চিত্র নাও দেখা যেতে পারে। এই কারণেই রোগটির নতুন নামকরণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

পিএমওএস-এর পলিএন্ডোক্রাইন শব্দটি বোঝায় যে, এটি শুধু ডিম্বাশয়ের রোগ নয়, বরং শরীরের একাধিক হরমোন সংক্রান্ত রোগ প্রক্রিয়া এর সঙ্গে জড়িত থাকে। ইনসুলিন, ডিম্বাশয়ের হরমোন, অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত অ্যান্ড্রোজেন এবং মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস-পিটুইটারি-ওভারিয়ান অক্ষ - সব মিলিয়ে তৈরি হয় জটিল হরমোনগত ভারসাম্যহীনতা।

মেটাবলিক শব্দটি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরে। এই রোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, স্থূলতা, প্রিডায়াবিটিস, টাইপ-২ ডায়াবিটিস, ফ্যাটি লিভার, রক্তে চর্বির অস্বাভাবিকতা, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের ঝুঁকি। অর্থাৎ পিএমওএস শুধু প্রজননজনিত সমস্যা নয়, এটি সমগ্র শরীরকে প্রভাবিত করা একটি দীর্ঘমেয়াদি হরমোন সংক্রান্ত ও বিপাকীয় রোগ।

রোগ নির্ণয় কীভাবে

বর্তমানে পিএমওএস নির্ণয়ের জন্য রটারডাম ক্রাইটেরিয়াই ব্যবহৃত হয়। অন্য সম্ভাব্য হরমোন সংক্রান্ত রোগ বাদ দেওয়ার পর নীচের তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যে কোনও দুটি থাকলে পিএমওএস নির্ণয় করা যায় -

- **অনিয়মিত বা অনুপস্থিত ডিম্বস্ফোটন** : যার ফলে মাসিক অনিয়মিত হয় বা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকতে পারে।
- **শরীরে অতিরিক্ত অ্যান্ড্রোজেনের প্রভাব** : যেমন মুখে বা শরীরে অতিরিক্ত লোম, ব্রণ, মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়া অথবা রক্ত পরীক্ষায় অ্যান্ড্রোজেনের মাত্রা বৃদ্ধি।
- **আল্ট্রাসনোগ্রাফিতে পলিসিস্টিক ওভারির বৈশিষ্ট্য** : শুধুমাত্র আল্ট্রাসনোগ্রাফির রিপোর্ট দেখে কখনও পিএমওএস নির্ণয় করা যায় না। একইভাবে আল্ট্রাসনোগ্রাফি স্বাভাবিক হলেও পিএমওএস থাকতে পারে।

এছাড়া রোগ নির্ণয়ের সময় থাইরয়েডের অসুখ, প্রোল্যাক্টিনের সমস্যা, জন্মগত অ্যাড্রিনাল রোগ, কুশিং সিনড্রোম বা অ্যান্ড্রোজেন-নিঃসরণকারী টিউমারের মতো অন্যান্য হরমোন সংক্রান্ত রোগ বাদ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

চিকিৎসার ধারণাতেও এসেছে পরিবর্তন

আগে চিকিৎসার মূল লক্ষ্য ছিল মাসিক নিয়মিত করা বা সন্তানধারণে সাহায্য করা। এখন লক্ষ্য অনেক বিস্তৃত। আজকের চিকিৎসার উদ্দেশ্য, রোগীর বর্তমান উপসর্গের পাশাপাশি ভবিষ্যতে ডায়াবিটিস, হৃদরোগ, ফ্যাটি লিভার এবং অন্যান্য জটিলতার ঝুঁকি কমানো।

চিকিৎসার প্রথম ধাপ স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম, ওজন নিয়ন্ত্রণ, পর্যাপ্ত ঘুম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ। প্রয়োজনে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স কমানোর ওষুধ, হরমোন নিয়ন্ত্রণের ওষুধ, ওজন কমানোর আধুনিক ওষুধ কিংবা সন্তানধারণের জন্য বিশেষ চিকিৎসা দেওয়া হয়। অর্থাৎ, চিকিৎসা সম্পূর্ণ ব্যক্তিনির্ভর- একজনের চিকিৎসা অন্যজনের মতো হবে না।

নতুন নামের তাৎপর্য

পিএমওএস নামটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এই রোগকে শুধুমাত্র ডিম্বাশয়ের একটি সমস্যা হিসেবে দেখলে চলবে না। এটি হরমোন সংক্রান্ত ও বিপাকীয় রোগ, যার প্রভাব পড়ে একজন নারীর সার্বিক স্বাস্থ্যের ওপর।

কৈশোরে অনিয়মিত মাসিক, ব্রণ বা অতিরিক্ত লোমের সমস্যা দিয়ে এর শুরু হতে পারে। পরবর্তীকালে সন্তানধারণে অসুবিধা, গর্ভাবস্থায় জটিলতা, ডায়াবিটিস, ফ্যাটি লিভার, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়তে পারে। তাই পিএমওএস-এর চিকিৎসা মানে শুধু মাসিক ঠিক করা নয়, বরং একজন নারীর দীর্ঘমেয়াদি সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

রোগের নামের এই পরিবর্তন আমাদের শেখায়- ডিম্বাশয় এই রোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হলেও, রোগটি আসলে সমগ্র শরীরের হরমোন ও মেটাবলিজমের ভারসাম্যহীনতার প্রতিফলন। তাই পিএমওএস-কে যত তাড়াতাড়ি শনাক্ত করা যাবে এবং সামগ্রিকভাবে চিকিৎসা শুরু করা যাবে, ভবিষ্যতের জটিলতা ততটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

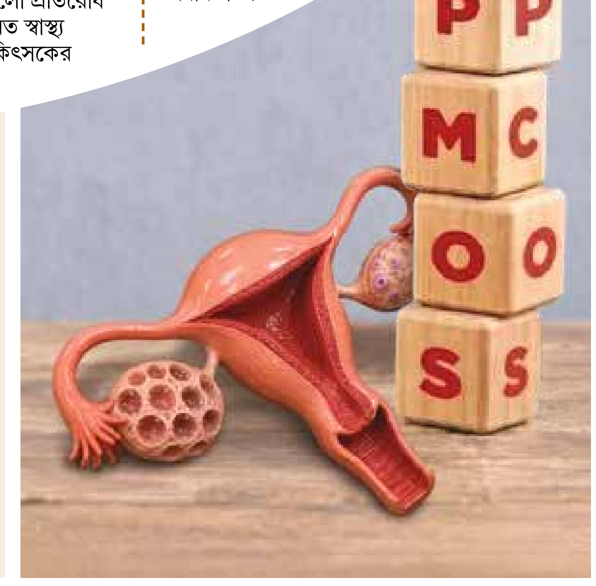

মিষ্টি খেলেই কি ডায়াবিটিস হয়?

আমাদের দেশে জীবনযাত্রাজনিত যেসব রোগ সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে ডায়াবিটিস অন্যতম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই আধুনিক যুগেও ডায়াবিটিস নিয়ে মানুষের মনে এমন কিছু ভুল ধারণা বা কুসংস্কার গেঁথে রয়েছে, যা তাঁদের সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বিভ্রান্তিকর তথ্যের কারণে অনেকেই প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করতে দেরি করেন। ফলে রোগটি নীরবে শরীরের ভেতরে বাসা বেঁধে থাকে এবং একসময় তা জটিল আকার নেয়। লিখেছেন শিলিগুড়ির মণিপাল হাসপাতালের এন্ডোক্রিনোলজি বিভাগের কনসালট্যান্ট **ডাঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী**

ধারণা বনাম বাস্তব

আমার চেম্বারে আসা রোগীদের সঙ্গে কথা বলার সময় বেশ কিছু ভুল ধারণার সম্মুখীন হই। নীচে সেরকমই কয়েকটি বহুলপ্রচলিত ভুল ধারণা এবং তার পেছনের আসল সত্যটি তুলে ধরলাম--

ধারণা

অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টি খেলেই ডায়াবিটিস হয়।

বাস্তব

ডায়াবিটিস আসলে জিনগত বৈশিষ্ট্য, স্থূলতা, শারীরিক পরিশ্রমের অভাব এবং ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের মতো একাধিক কারণের সম্মিলিত প্রভাবে তৈরি হয়। শুধুমাত্র চিনি খাওয়াকেই এর একমাত্র কারণ হিসেবে দায়ী করা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

ধারণা

ডায়াবিটিস শুধু বয়স্ক মানুষজনেরই হয়ে থাকে।

বাস্তব

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা এবং পারিবারিক ইতিহাসের কারণে ক্রমশ বেশি সংখ্যক অল্পবয়সি প্রাপ্তবয়স্ক, এমনকি কিশোর-কিশোরীরাও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

ধারণা

শরীরে কোনও উপসর্গ না থাকলে ডায়াবিটিস হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বাস্তব

ডায়াবিটিস অনেক ক্ষেত্রেই নীরব ঘাতক, যা কোনওরকম লক্ষণ ছাড়াই বছরের পর বছর আপনার শরীরে লুকিয়ে থাকতে পারে। বিশেষ করে যাঁদের ঝুঁকি বেশি, তাঁদের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা করানো অত্যন্ত আবশ্যক।

ধারণা

ডায়াবিটিস ধরা পড়লেই রোগীরা মনে করেন তাঁদের সব ধরনের কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাবার খাওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে।

বাস্তব

হোল গ্রেইন বা গোটা শস্য, ডাল, তাজা ফলমূল এবং শাকসবজির মতো স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেটগুলো সঠিক পরিমাণে গ্রহণ করলে তা সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের অংশ হতেই পারে।

ধারণা

ভেষজ উপাদানের মাধ্যমে ডায়াবিটিস পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব।

বাস্তব

ভারত সরকার আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতিকে দেশের স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও, ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা অপরিহার্য। বৈজ্ঞানিকভাবে ডায়াবিটিসের কোনও স্থায়ী নিরাময় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এবং প্রেসক্রাইবড চিকিৎসার বদলে কখনোই পরীক্ষিত নয় এমন ভেষজ উপাদানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা উচিত নয়। চিকিৎসার যে কোনও পরিবর্তনের আগে যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

কেন হয় এই রোগ

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় বলতে গেলে, ডায়াবিটিস এমন একটি দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক শারীরিক অবস্থা, যেখানে রক্তে শর্করার মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। আমাদের অগ্ন্যাশয় যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে ইনসুলিন তৈরি করতে না পারে, অথবা শরীর যদি সেই ইনসুলিনকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়, তখনই এই সমস্যা তৈরি হয়। দীর্ঘ সময় ধরে যদি এই অবস্থার চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে তা আমাদের শরীরের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল অঙ্গ যেমন হৃৎপিণ্ড, কিডনি, চোখ এবং স্নায়ুতন্ত্রের অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে।

রোগের ধরন

সাধারণত আমরা দুই ধরনের ডায়াবিটিস বেশি দেখতে পাই। এর মধ্যে একটি টাইপ-১ ডায়াবিটিস, যা প্রধানত অটোইমিউন রোগের কারণে হয়ে থাকে। অন্যদিকে টাইপ-২ ডায়াবিটিস, যা সাধারণত জিনগত কারণ এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

ভুল তথ্যে যত গেরো

ডাক্তার হিসেবে আমি মনে করি, কার্যকরভাবে ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দেওয়াল ভুল তথ্য বা অপপ্রচার। অনেকেই ডায়াবিটিসের প্রাথমিক লক্ষণগুলোকে গুরুত্ব দেন না বা স্ক্রিনিং করাতে দেরি করেন, কারণ তাঁরা সমাজে প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস করেন। এই দেরির কারণে রক্তে শর্করার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং ফলস্বরূপ হার্ট, কিডনি, চোখ ও স্নায়ুর ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব তৈরি হয়। তাই এই দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো প্রতিরোধ করার জন্য সঠিক তথ্য জানা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো এবং সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ভয় নয়, সচেতন হন

আমি সবাইকে এটাই বলতে চাই যে, ডায়াবিটিস নিয়ে অহেতুক আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। সময়মতো রোগ নির্ণয়, নিয়মিত শর্করার মাত্রা পর্যবেক্ষণ, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সঠিক মাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম এবং চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধ সঠিকভাবে মেনে চললে ডায়াবিটিসকে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। ভিত্তিহীন কুসংস্কারে বিশ্বাস না করে, সঠিক চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং দীর্ঘমেয়াদি জটিলতার ঝুঁকি কমাতে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। সচেতনতাই সুস্থ থাকার প্রথম ও প্রধান শর্ত।

নাট্যরঙ্গের রুপোলি আলো

নাটকের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পথ চলার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু মঞ্চে দু'দিনের অনুষ্ঠানে রুপোলি আলো ছড়াল শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গ। এই রজত জয়ন্তী সমারোহে আমন্ত্রিত নাট্যদল ছিল দক্ষিণ বারাসতের বর্ণময়। সংস্থার কর্ণধার মুদাসসার হোসেন ছোট্টু এর আগেও শিলিগুড়িতে নাটক করে গিয়েছেন। এবারও তাঁর নাটকে ফের বোঝালেন যত কায়দা করেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হোক আর প্রযোজনায় যতই আধুনিক কৌশল ব্যবহার করা হোক, তার প্রাণভোমরা কিন্তু অভিনয়ই। তাঁদের প্রযোজনা ছিল 'বেশরম'। এই নাটকে শিল্পীদের অভিনয়ের মান মঞ্চের মায়া ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে মিশে গিয়েছিল। পটভূমি গ্রামের শ্মশান। এই নাটক যাঁরা মহিলাদের ভোগ্যবস্তু মনে করেন তাঁদের মুখোশ খুলে দিয়েছে। নাটক, নির্দেশনা, আলো ও মঞ্চ ভাবনায় ছিলেন মুদাসসার নিজেই।

বন্দে মাতরম উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে নাট্য সমারোহের সূচনা করেন সংস্থার শিল্পীরা। স্বাগত ভাষণ দেন নাট্যরঙ্গের সম্পাদক নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। অতিথি হিসেবে দু'দিনের বিভিন্ন পর্বে উপস্থিত ছিলেন শ্রীপদ দাস, সঞ্জীবন দত্ত রায়, প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, তপন চট্টোপাধ্যায়, পার্থ চৌধুরী, পল্লব বসু, সুতপা সাহা প্রমুখ। শ্রাবণী মিত্র মণ্ডলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সংস্থার পত্রিকা 'সৃজনী'।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শতবর্ষ আগের তিনটি ঘটনা নিয়ে আলেখ্য 'শতবর্ষ আগে' পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে। পরিচালনায় ছিলেন রেমা গঙ্গোপাধ্যায়, সংকলন ও গ্রন্থনায় গৌতমী গঙ্গোপাধ্যায়। সুরে ও ভাষ্যপাঠে ছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী, পায়েল দত্ত, সোমা সাহা, বন্দনা পাল, রীতা গঙ্গোপাধ্যায়, লিজা সাহা ও প্রিয়া সাহা। এদিন নাটকের আগে এছাড়া ছিল শ্রুতিনাটক 'কর্ণ-দ্রৌপদী সংবাদ'। পরিবেশনায় ছিলেন সায়ন চট্টোপাধ্যায় ও সুদেষ্ণা দে চট্টোপাধ্যায়। দুটি অনুষ্ঠানই রসজ্ঞদের তৃপ্ত করেছে। সমগ্র অনুষ্ঠানে সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অতনু চৌধুরী ও দেবশ্রী সাহা চৌধুরী।

শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গের প্রযোজনা 'একটি অবাস্তব গল্প' আসলে বেশ কয়েক দশকের পুরোনো একটি ডার্ক কমেডি। রচনা বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নির্দেশনায় ছিলেন প্রদীপ দাস মুস্তাফি। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া এক শ্রমিকের পারিবারিক বিপর্যয় নিয়ে কাহিনীর বিস্তার। অভাবের পাকেচক্রে এক শ্রমিক নিজের স্ত্রীকে খুন করেন। কোর্টে তাঁর ফাঁসির সাজা হয়। ফাঁসির দিন ফাঁসি দেওয়ার পরেও বেঁচে যান সেই আসামি। সেখান থেকে মোড় নেয় আসল গল্প। নাটককে উপভোগ্য করতে পরিস্থিতি অনুযায়ী লঘু এবং গুরু আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন সংস্থার শিল্পীরা। বিশেষ করে জেলারের ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ মজুমদার ও বাচস্পতির চরিত্রে নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় আগাগোড়া ধরে রাখে নাটকটিকে। বি মণ্ডল চরিত্রে প্রদীপ দাস মুস্তাফি, ডাক্তার চান্দ্রেয়ী চরিত্রে শ্রাবণী মিত্র মণ্ডল চরিত্রটিকে মঞ্চে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই নাটক সমাজসচেতন এবং বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে গল্পে চমক ভরপুর। কিছু কিছু জায়গায় সিচুয়েশনাল কমেডি সিরিয়াস বক্তব্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে।

মঞ্চে অন্যদের মধ্যে ছিলেন ডঃ তপন চট্টোপাধ্যায়, কাবেরী রায়, রীতা সেন, কৃষ্ণা রায়চৌধুরী, অনীক মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীব রায়, অমিতাভ সাহা ঘটক, রাহুল দেওয়ানজি ও কনকসুন্দর কুণ্ডু। নেপথ্য সহযোগিতায় ছিলেন পঞ্চানন সেনগুপ্ত, সায়ন রায় চৌধুরী, শংকর চক্রবর্তী, অতনু চৌধুরী ও দুলালচন্দ্র দে। সব মিলিয়ে রজত জয়ন্তীতে দু'দিন বেশ উপভোগ্য সন্ধ্যা উপহার দিয়েছে শিলিগুড়ি নাট্যরঙ্গ।

– ছন্দা দে মাহাতো

যন্ত্রণাক্লিষ্ট।। *'বেশরম' নাটকের একটি দৃশ্য।*

সাহিত্যসভা

চাঁচল গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সভাঘরে রবিবার উত্তর মালদা সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে মাসিক সাহিত্যসভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাহুরগাছি বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ মহসিন আলি। সভার শুরুতে সদ্যপ্রয়াত কবি জয়ন্ত প্রামাণিকের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উপস্থিত কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্যপ্রেমীরা তাঁর সাহিত্যকর্ম ও বাংলা সাহিত্যে অবদানের কথা স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধা জানান।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল চাঁচলের সাহিত্যিক, গবেষক ও কবি মহম্মদ মহসিন আলির রচিত 'ইউনিয়ন বেঞ্চ আদালতের বিচার ব্যবস্থা ও রায়দান পদ্ধতি' গ্রন্থের প্রকাশ। বইটির বিষয়বস্তু এবং গবেষণা ও সাহিত্যচর্চায় লেখকের দীর্ঘদিনের অবদান নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর মালদা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কুলদাচরণ সিং, সহকারী সম্পাদক হাসেনুর জামাল, উঁকি পত্রিকার সম্পাদক আবু বক্কর সিদ্দিক, শিক্ষাবিদ আব্দুর সাত্তার, কবি পূর্ণিমা মণ্ডল দাস, মনোজ সাহা, বি আলি, মহম্মদ রেজাউল করিম, প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী সহ বহু কবি, সাহিত্যিক ও গুণীজন। আলোচনায় উত্তর মালদায় সাহিত্যচর্চার প্রসার এবং চাঁচলকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। পাশাপাশি আগামীদিনে আরও বৃহত্তর পরিসরে সাহিত্যভিত্তিক অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

–মুরতুজ আলম

নতুন উপন্যাস

বাঁশি ও দোতারার যুগলবন্দিতে, গানের সুরে ক'দিন আগে প্রকাশিত হল কবি ও লেখক সুমন মল্লিকের উপন্যাস 'গোঁসাই'। গ্রন্থ প্রকাশ উপলক্ষ্যে গান আলোচনা আর আড্ডার আসর বসেছিল শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারে। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে এই অনুষ্ঠানে শহরের বিভিন্ন মহলের গুণীজন এবং বইপ্রেমী মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উপস্থিত কবি শিশির রায়নাথ, সুজিত দাস, শ্যামলী সেনগুপ্ত, সুবীর সরকার, গল্পকার শুভময় সরকারের হাত দিয়ে বইটি প্রকাশ পায়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন সৌরভী সরকার। সঞ্চালনায় ছিলেন কবি প্রিয়া আচার্য। বাঁশি ও দোতারার যুগলবন্দিতে ছিলেন অঙ্কুর মহন্ত ও অনির্বাণ তালুকদার। পার্থ, রাজ, সূর্যমিত ও সৌরভী তাদের সুরেলা কণ্ঠ ও গিটারে উপস্থিত সকলকে মাতিয়ে রাখেন। বইটি লেখা নিয়ে লেখক সুমন মল্লিক নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। আলোচনা করেন কবি ও সম্পাদক সুভান এবং তরুণ কবি অঙ্কুর মহন্ত। বইটির প্রকাশক ধানসিঁড়ির তরফে জানানো হয় অনুষ্ঠান থেকেই অনেকে বইটি কিনে নিয়ে যান।

- নিজস্ব প্রতিবেদন

সবুজ বার্তা

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে কিছুদিন আগে এনজেপি-ফুলবাড়ি শাখার উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়। পরিবেশ দূষণ ও বনভূমি রক্ষার বার্তা তুলে ধরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শাখার সভাপতি পরেশ কীর্তনিয়া, তাপস দাস, হীরক সরকার সহ অন্যান্য সদস্য। দয়ালচাঁদ ভক্তের রচিত 'এসো বন্ধু গাছ লাগাই' গান একতারা গানের শিল্পীদের কণ্ঠে পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। নবগ্রাম লেকটাউনের গ্রিন কোর মন্টেসরি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কবিতা আবৃত্তি, কুইজ ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারীদের স্মারক ও উপহার তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশ

শিলিগুড়ি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাকক্ষে কিছুদিন আগে প্রকাশিত হল অনুবাদ গ্রন্থ 'ল্যান্ডোর ডায়েরিজ'। শহরের তরুণ কবি ও গদ্যকার সৌরভ মজুমদারের একটি বাংলা বই ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন সৃজিতা সাহা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র টিচার্স ট্রেনিং কলেজের টিচার ইনচার্জ ডঃ রাতুলা মুখোপাধ্যায়। বইটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন কবি ও সাহিত্যিক শুভময় সরকার, তিতির্ষা জোয়ারদার এবং শুভ্রদীপ রায়। মূলত বইকে ঘিরে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্যসন্ধ্যা। অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরাও উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন তরুণ কবি অরিন্দম ঘোষ।

–সম্পা পাল

বর্ণিল।। *শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে মঙ্গলম ডান্স অ্যাকাডেমি'-র বার্ষিক উৎসব।*

এসরাজ সন্ধ্যা

অনুষ্ঠিত হয়ে গেল শান্তিনিকেতন ঘরানায় এসরাজের শাস্ত্রীয় সংগীত সন্ধ্যার আসর। মালদা টাউন হলে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট এসরাজশিল্পী ও 'অনুরণন'-এর শিক্ষাগুরু সৌগত দাসের পরিচালনায় পরিবেশিত হয় একক ও সমবেত এসরাজ বাদন। মালদা এই প্রথম এসরাজের ঝংকারে শ্রুতিমধুর একটি সন্ধ্যা উপহার পেল। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শিক্ষাগুরু সৌগত দাসের এসরাজ সম্পর্কিত কিছু মূল্যবান তথ্য দিয়ে, তারপরে শিক্ষার্থীরা সমবেত এসরাজ বাদনে ভূপালি, ভৈরব ও বেহাগ রাগ পরিবেশন করে। একক এসরাজ বাদনে শিল্পী ধ্রুবজ্যোতি চক্রবর্তী 'ভীমপলশ্রী' ও অর্চিষ্মান দাস 'দরবারি কানাড়া' বাজিয়ে শোনান, অনুষ্ঠান শেষ হয় সমবেত এসরাজ বাদনে রবীন্দ্রসংগীতের সুরে সুরে। তবলায় ছিলেন শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট তবলাশিল্পী চঞ্চল নন্দী ও সন্দীপ মণ্ডল এবং মালদার বিশিষ্ট তবলাশিল্পী অভিজিৎ বারুরী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মালদার বিশিষ্ট ধ্রুপদি সংগীতশিল্পী ত্রিদিব সান্যাল। সহযোগিতায় ছিল সাংস্কৃতিক সংস্থা 'ছাতিম'।

–সৌকর্য সোম

স্মরণে পঞ্চম

রাহুল দেব বর্মনের গান মানেই নতুন কিছু। আরডি বর্মন, যিনি পঞ্চমদা নামেই সুপরিচিত ছিলেন, চলচ্চিত্র শিল্পকে সেরা সংগীত উপহার দিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে তাঁর মৃত্যুর পরেও, তাঁর সুর করা গান আজও গাওয়া হয়। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে ইলেক্ট্রনিক অর্গানের পথিকৃৎ এই পঞ্চমদা। মাত্র নয় বছর বয়সে তাঁর প্রথম গান রচনা করেন। কিংবদন্তি রাহুল দেব বর্মন তাঁর বলিউড কাজের পাশাপাশি হৃদয়স্পর্শী বাংলা সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর চিরসবুজ বাংলা গানগুলি আজও অমর। সম্প্রতি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে মালদা জেলা সাংস্কৃতিক পরিচালন কমিটি পরিকল্পনা ও আয়োজনে জেলা সংস্কৃতি সদনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সঞ্চালনায় ছিলেন শরিফুল ইসলাম ও নন্দিতা সাহা মণ্ডল। আরডি বর্মন সম্পর্কিত নানা ধরনের গান পরিবেশন করেন জেলার বিশিষ্ট শিল্পীরা।

–সৌকর্য সোম

মালদা জেলা সংস্কৃতি সদনে পঞ্চম স্মরণ অনুষ্ঠান।

দশকপূর্তি উদযাপন

ধরিত্রী-নান্দনিক সাংস্কৃতিক সংস্থার দশম বর্ষপূর্তি উদযাপনের সমাপনী অনুষ্ঠান সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সংস্থার সদস্য ও সহযোগী বন্ধুদের হাতে দশম বর্ষের স্মারক তুলে দেওয়া হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সভানেত্রী ভূপালী রায়। বন্দে মাতরম সংগীতের ১৫০ বছর উপলক্ষ্যে স্মারক বক্তৃতা দেন উত্তর প্রসঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক দেবব্রত চাকি। পরে সংস্থার সদস্যদের কণ্ঠে বন্দে মাতরম পরিবেশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ আবহ তৈরি করে। সংগীত পরিচালনায় ছিলেন সংঘমিত্রা রায়। এদিন উত্তর প্রসঙ্গ-এর বর্ষা সংখ্যারও প্রকাশ হয়। সমবেত সংগীতের মাধ্যমে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও ভূপেন হাজারিকাকে স্মরণ করেন শিল্পীরা। পরিচালনায় ছিলেন হীরক ভট্ট। সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কবিতা কোলাজ পরিবেশন করেন কেয়া সরকার, নিতু দাস, লীলা বক্সী, অর্পিতা গোস্বামী, শ্রেয়াস দে, প্রত্যয় সরকার, মিতালি চাকি সরকার ও প্রসাদ দাস। একক সংগীত পরিবেশন করেন ললিতা দে, উমা বর্মন, জয়শ্রী সরকার ও পায়েল দাস। হীরক ভট্ট ও ইতু সরকার দ্বৈত সংগীত পরিবেশন করেন। আশা ভোসলেকেও সংগীতের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তবলায় সংগত করেন সন্দীপন ভট্ট। প্রজ্ঞাপারমিতা সরকারের পরিচালনায় নৃত্যশিল্পীরা উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষকে স্মরণ করে চলচ্চিত্রের গানের কোলাজ পরিবেশন করেন। আমন্ত্রিত সংস্থা রবিবাসর ও আনন্দ লহরি যথাক্রমে সমবেত সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মিতালি চাকি সরকার ও ইতু দাস।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

ছন্দোবদ্ধ।। *কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে ধরিত্রী-নান্দনিক সাংস্কৃতিক সংস্থার অনুষ্ঠান।*

মঙ্গলমের উৎসর্গ

'মঙ্গলম ডান্স অ্যাকাডেমি'-র দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব 'উৎসর্গ ২০২৬' সম্প্রতি হয়ে গেল শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে। জগন্নাথস্তুতির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এই সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল নৃত্যনাট্য 'দর্পহারী নৃসিংহ'। হিরণ্যকশিপু চরিত্রে আয়ুষী সরকার, প্রহ্লাদ চরিত্রে শ্রেয়শ্রী নাথ, ষণ্ডমার্গ মুনির চরিত্রে সানভি দাস আর নৃসিংহ দেবের চরিত্রে ছিলেন নৃত্যশিল্পী ঋতুপর্ণা মুখোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ নিয়ে এদিনের আর একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্য আলেখ্য 'ত্রিবেণী সংগম'। বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন রামকৃষ্ণ কৌশিকী সরকার, বিবেকানন্দ অনুপ্রিয়া রায়, মা কালী আরশি মুখোপাধ্যায় এবং সারদা মা চরিত্রে দেবদ্যুতি। শিশুদের 'ইন্দ্রধনুর রূপকথা'-য় গুপী-বাঘা, অপু-দুর্গা, মর্জিনা-আবদুল্লা কিংবা লালকমল-নীলকমলের মতো চিরকালীন চরিত্রগুলির কর্মকাণ্ড ছিল প্রাণবন্ত।

এদিন মঞ্চে একক ভরতনাট্যম পরিবেশন করে ঋতুপর্ণা নবীন শিল্পী হিসেবে নিজেকে মেলে ধরেন। অন্য উল্লেখযোগ্য উপস্থাপনা ছিল রবীন্দ্রনৃত্য 'হৃদকমলে', বাউলনৃত্য এবং উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী 'গমীরা' নাচ। সব মিলিয়ে উপভোগ্য সন্ধ্যা উপহার দিয়েছেন মঙ্গলম ডান্স অ্যাকাডেমির শিল্পীরা। ঋতুপর্ণার দাবি, তাঁর ভাবনা ও পরিকল্পনায় দর্শকরা খুব ভালো সাড়া দিয়েছেন।

– ছন্দা দে মাহাতো

গল্প-কবিতায়

তুফানগঞ্জ শহরের কর্মচারী ভবনে কিছুদিন আগে সাহিত্য পত্রিকা 'কোবিদ' (১৪৩৩)-এর গল্প ও প্রবন্ধ সংখ্যা এবং অমরেন্দ্র বসাকের কাব্যগ্রন্থ 'বড় সাদা হে' প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থে কবির বিভিন্ন সময়ে লেখা ৫০টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কোবিদ-এর বিশেষ সংখ্যায় রয়েছে ১৩টি প্রবন্ধ ও ১৫টি গল্প। প্রবন্ধ লিখেছেন দেবব্রত চাকি, অরূপ গুহ, ডঃ বাপ্পা সরকার প্রমুখ। গল্পকারদের মধ্যে রয়েছেন অম্বরীশ ঘোষ ও হরিদাস পাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি যতীন বর্মা, মনোজিৎ দাস, দীনেশ সান্যাল, ডঃ প্রতিমা ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্টজনরা। উদ্বোধনী সংগীত ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্ব সম্পন্ন হয়।

–বিমান অধিকারী

অন্তরঙ্গ কুলিক

রায়গঞ্জের কুলিক পক্ষীনিবাসকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হল গবেষণাধর্মী গ্রন্থ 'অন্তরঙ্গ কুলিক'। গত ২৬ জুলাই সন্ধ্যায় রবীন্দ্র ভবনের পাশের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ১৯২ পৃষ্ঠার বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়। অধ্যাপক ও গবেষক সুকুমার বাড়ই সম্পাদিত এই গ্রন্থে কুলিক নদী, বন, পক্ষীনিবাস, কীটপতঙ্গ ও জীববৈচিত্র্য নিয়ে ৬৩টি নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ভূমিকা লিখেছেন কথাকার সুদর্শন ব্রহ্মচারী এবং প্রচ্ছদ এঁকেছেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সাংবাদিক কল্লোল মজুমদার। শেষ ৪০ পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে কুলিক অরণ্যের আলোকচিত্র ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কবি যাদব চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জ অফিসার সৌভিক ঝা, জেলা যুব আধিকারিক রথীন বিশ্বাস, প্রকাশক রঞ্জন সরকার, অতনুবন্ধু লাহিড়ি, কবি আশিস সরকার, বাচিকশিল্পী শুভব্রত লাহিড়ি সহ বিশিষ্টজনেরা। জানা যায়, লেখকের ১২ বছরের কুলিক-অন্বেষণের অভিজ্ঞতার নির্যাস এই গ্রন্থ। পর্যটন সম্ভাবনার পাশাপাশি নদীভাঙন, পরিবেশ দূষণ ও সংরক্ষণের প্রশ্নও উঠে এসেছে সংবেদনশীল গদ্যে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পরিবেশবিদ তুহিনশুভ্র মণ্ডল।

–দীপঙ্কর মিত্র

অগাস্ট মাসের বিষয়
আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা
মুখের গল্প
(পোর্ট্রেট ফোটোগ্রাফি)

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com -এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৯ অগাস্ট, ২০২৬ সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফর্মাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিয়ে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ ২৪ অগাস্ট, ২০২৬

সাংস্কৃতিক মিলন।। শিলিগুড়ির সেবক রোড কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় একতা পর্ব উপলক্ষ্যে ক্লাস্টার স্তরের আন্তঃবিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের সাতটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে তিনশো পড়ুয়া ১৬টি বিভাগে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কর্নেল সিবি রাই এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় বিএসএফ বৈকুণ্ঠপুরের অধ্যক্ষ বিএলজে সারন। স্বাগত ভাষণে সেবক রোড কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মণীশকুমার যাদব সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের মূল্যবোধ গড়ে তোলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের সিনিয়ার শিক্ষক সৌমেন সিংহ রায়। *-নিজস্ব প্রতিবেদন*

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

‘কুঁড়ে’, ‘অলস’, ‘আঠারো মাসে বছর’ ইত্যাদি চোখা চোখা বাক্যবাণে কাউকে আর খোঁটা দেবেন না, দয়া করে! কে বলতে পারে, আজকের এই আলসেমিই হয়তো সেই মানুষটাকে একদিন নিজের শততম জন্মদিনের কেক নিজের হাতে কাটার বিরল অধ্যায়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবে!

১৯৪ বছরেও সতেজ
গিনেস আইকন জোনাথন

তখনও রানি ভিক্টোরিয়ার অভিষেক হয়নি, জন্ম হয়নি মহাত্মা গান্ধিরও। তখনও সিকি শতক দূরে সিপাহি বিদ্রোহ মানে ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। সেই ১৮৩২ সাল থেকে এই ধরাধামে দিব্যি রাজকীয় মেজাজে টিকে রয়েছেন তিনি, সেসেলস জায়েন্ট কচ্ছপ জোনাথন। এহেন কূর্মাবতারকে দেখলে আশপাশের গেঁতো লোকদের আর টিটকিরি দেওয়ার সাহস হবে না!

এই মুহূর্তে দক্ষিণ আটলান্টিকের সেন্ট হেলেনা দ্বীপের বাসিন্দা এই জোনাথন। সম্প্রতি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস তাকে বিশ্বের প্রবীণতম স্থলচর প্রাণী হিসাবে ‘আইকন’ সম্মানে ভূষিত করেছে। ১৮৮০-র দশকে যখন সে প্রথম এই দ্বীপে পা রাখে, তখনই সে ছিল এক পূর্ণবয়স্ক কচ্ছপ। ২০২৬ সালের জুন মাসে তার এই অনন্য কীর্তির কথা বিশ্বজুড়ে জানাজানি হয়।

কিন্তু দুই শতাব্দী ছুঁইছুঁই এই দীর্ঘায়ুর রহস্য কী? বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এর নেপথ্যে রয়েছে জোনাথনের ঢিমেতালের জীবনশৈলী। জোনাথন এবং তার প্রজাতির কচ্ছপরা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনায় অনেক ধীরে শক্তি খরচ করে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ‘মন্থর বিপাক ক্রিয়া’। এর ফলে শরীরের কোষগুলো অনেক কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শুধু তা-ই নয়, এদের শরীরে ডিএনএ মেরামত করার এবং ক্যানসার প্রতিরোধ করার এক অদ্ভুত জিনগত ক্ষমতা রয়েছে। বয়সের ভারে শরীর ভাঙলেও মনের জোর কমেনি বৃদ্ধ জোনাথনের। যদিও চোখে এখন ছানি পড়েছে এবং ঘ্রাণশক্তিও আগের মতো সতেজ নেই, তবুও জোনাথনের কেয়ারটেকারদের মতে, ‘১৯৪ বছর বয়সেও সে দারুণ সক্রিয়। রোদ পোহানো, খাওয়া-দাওয়া আর সঙ্গীদের সঙ্গে সময় কাটাতে সে বিন্দুমাত্র আলস্য দেখায় না।’

সাধারণত এই প্রজাতির কচ্ছপরা ১৫০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। কিন্তু জোনাথন যেন সব হিসাব ওলটপালট করে দিয়েছে। ২৫০ কেজির বেশি ওজনের এই অতিকায় প্রাণীটি বিজ্ঞানীদের কাছে এখন এক ‘জীবন্ত গবেষণাগার’। তাঁদের ধারণা, মানুষ কীভাবে আরও সুস্থভাবে দীর্ঘকাল বাঁচতে পারে, তার রহস্য হয়তো লুকিয়ে আছে জোনাথনের এই শান্ত ও ধীরস্থির জীবনের মধ্যেই। প্রায় দু’শতকের ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে জোনাথন আজও বিশ্ববাসীর চোখে পরম বিস্ময়।

দীর্ঘায়ুর রহস্য

মন্থর বিপাক হার আর ডিএনএ মেরামতের জাদুকরি ক্ষমতার জোরেই কচ্ছপ দীর্ঘায়ু হয়। শরীরের কোষীয় ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আর ক্যানসার প্রতিরোধ করে এরা বার্ধক্যকেও অবলীলায় হার মানায়।

মহাশূন্যে চিনের
‘কৃত্রিম ভ্রূণ’

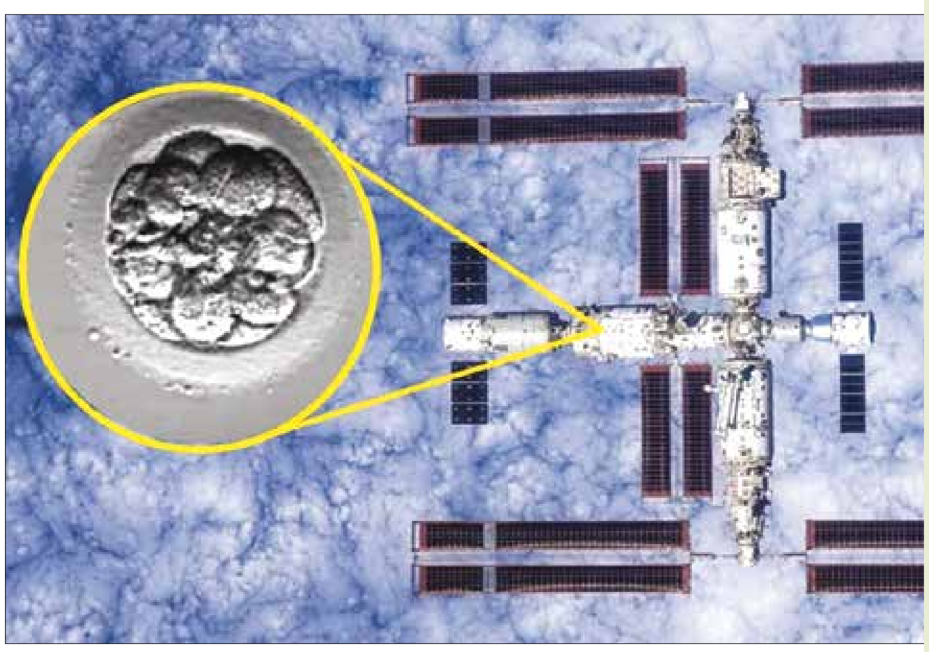

ভিনগ্রহে মানুষের আস্তানা গড়ার পথে সবথেকে বড় প্রশ্ন—সেখানে কি বংশবিস্তার সম্ভব? সেই উত্তর খুঁজতে তিয়াংগং মহাকাশ স্টেশনে স্টেম সেল থেকে তৈরি কৃত্রিম মানব ভ্রূণ পাঠিয়ে এক অভাবনীয় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা শুরু করল চিন।

এই পরীক্ষায় কোনও রক্তমাংসের ভ্রূণ নয়, বরং মানুষের স্টেম সেল দিয়ে তৈরি এক ধরনের বিশেষ কৃত্রিম কাঠামো ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় ‘সিন্থেটিক এমব্রায়ো মডেল’। এগুলো দেখতে হুবহু আসল ভ্রূণের মতো হলেও কোনওভাবেই পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার ক্ষমতা রাখে না।

মহাশূন্যের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এবং ওজনহীন বা ‘মাইক্রোগ্র্যাভিটি’ পরিবেশ মানুষের প্রজনন ক্ষমতার ওপর ঠিক কতটা প্রভাব ফেলে, তা পর্যবেক্ষণ করাই এই মিশনের মূল লক্ষ্য।

ইতিমধ্যে তিয়াংঝৌ-১০ কার্গো মহাকাশযানে এই গবেষণার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছে।

চাইনিজ অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেসের গবেষক ইউ লেকিয়ান নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই প্রকল্পের। অত্যন্ত আশাবাদী ভঙ্গিতে তিনি বলেন, ‘মানুষ কি মহাশূন্যে টিকে থাকতে এবং প্রজনন করতে পারবে? আমি আশা করি এর উত্তর ‘হ্যাঁ’ হবে।’

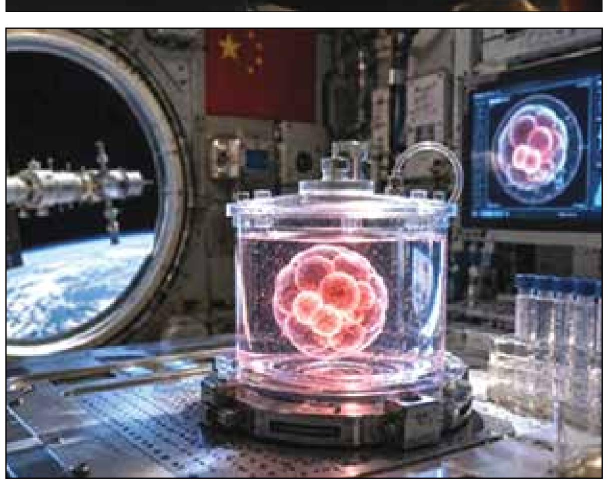

আপাতত পাঁচ দিন ধরে এই পরীক্ষা চালানোর পর নমুনাগুলিকে হিমায়িত করে রাখা হয়েছে। নমুনাগুলো পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনার পর ল্যাবে রাখা সাধারণ ভ্রূণ মডেলের সঙ্গে তুলনা করে চূড়ান্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করা হবে। এর আগে ইঁদুরের ভ্রূণ নিয়ে পরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল যে, মহাকাশে প্রজনন সাফল্যের হার পৃথিবীর তুলনায় প্রায় অর্ধেক।

গবেষণার খাতিরে নমুনাগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি অংশ জরায়ুর কোষের স্তরে রেখে গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্য অংশটি রাখা হয়েছে একটি বিশেষ মাইক্রোফ্লুইডিক চিপে, যা ভ্রূণের টিস্যু বা অঙ্গ তৈরির ধাপগুলো বুঝতে সাহায্য করবে।

চাঁদ বা মঙ্গলে মানুষের স্থায়ী বসতি স্থাপনের যে স্বপ্ন বিজ্ঞানীরা দেখছেন, এই গবেষণার ফল তাকে এক নতুন দিশা দেখাতে পারে।

সিন্থেটিক এমব্রায়ো মডেল

এটা হল মানুষের স্টেম সেল থেকে তৈরি কৃত্রিম কাঠামো, যা দেখতে আসল ভ্রূণের মতো হলেও কোনওভাবেই পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে না। এগুলি নিষিক্তকরণের ১৪-২১ দিন পরের পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলে এবং নিজে থেকে বিভাজিত হতে পারে। গবেষণায় এগুলো জরায়ুর কোষ বা মাইক্রোফ্লুইডিক চিপে রেখে দেখা হয় ওজনহীনতা ও বিকিরণ মানব প্রজননের প্রাথমিক ধাপে ঠিক কী প্রভাব ফেলে।

অন্ধকারকে গালি না দিয়ে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও। তাতে যেমন জ্ঞানের আলো পাবে, তেমনই পাবে উন্নত চেতনার উত্তাপ। আজকের দিনে সেই দেশলাই কাঠির নাম—প্রশ্ন, প্রমাণ আর যুক্তিবোধ, মানে কাণ্ডজ্ঞান। কারণ, সেটাই বিজ্ঞানমনস্কতা বা যুক্তিবাদিতার গোড়ার কথা।

একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও

সুদীপ মৈত্র

সকালে ঘুম থেকে উঠে মোবাইল খুলতেই চোখে পড়ল—একটি ভিডিও বলছে, ‘এই ভেষজেই সব রোগের চিকিৎসা।’ একটু পরেই আরেকটি পোস্ট জানাল, আধুনিক বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার নাকি হাজার বছর আগেই আমাদের শাস্ত্রে লেখা ছিল। সমাজমাধ্যমের এই জ্ঞানের কথার ভিড়ে কোনটা সত্যি, আর কোনটা সাজানো গপ্পো—তা বোঝাই দায়!

এই লড়াই অবশ্য নতুন নয়। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিসে সক্রেটিসও মানুষকে একটাই কাজ শেখাতেন—প্রশ্ন করতে। সেই প্রশ্ন করার অপরাধেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ঠিক এই প্রশ্ন করার অভ্যাসের ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।

অনেকে মনে করেন, সংশয়বাদ মানেই সবকিছু অবিশ্বাস করা। আসলে তা নয়। এর অর্থ হল—প্রমাণ খোঁজা। কোনও দাবি শুনে বিশ্বাস নয়, আবার শুনেই উড়িয়ে দেওয়াও নয়; বরং প্রশ্ন করা, ‘এর প্রমাণ কী?’

রোমান দার্শনিক সিসেরো বলেছিলেন, না জেনে ভুলকে সত্যি বলে মেনে নেওয়া লজ্জার। পরে গণিতবিদ উইলিয়াম ক্লিফোর্ড লিখেছিলেন, পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছু বিশ্বাস করাও নৈতিকভাবে ভুল।

আজকের ভারতে এই কথাগুলো আরও জরুরি। কারণ ছদ্মবিজ্ঞান, ভুয়ো চিকিৎসা, বিকৃত ইতিহাস, রাজনৈতিক প্রচার আর সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া গুজব, ডিপ ফেক—সব মিলিয়ে সত্যকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে উঠছে। ইতালীয় প্রোগ্রামার আলবার্তো ব্র্যান্ডোলিনির একটি পর্যবেক্ষণ এখানে মনে পড়ে। তিনি বলেন, একটি মিথ্যা বানাতে যত কম পরিশ্রম লাগে, সেটি খণ্ডন করতে তার বহু গুণ বেশি পরিশ্রম করতে হয়।

তবু শুধু গুজব ছড়ানো মানুষদের দোষ দিলেই হবে না। আমাদের মস্তিষ্কও অনেক সময় আগে বিশ্বাস করে, পরে সেই বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি খোঁজে। তাই কাউকে ‘তুমি ভুল’ বললে তিনি সচরাচর মত বদলান না। বরং সক্রেটিসের মতো প্রশ্ন করলে তিনি নিজেই ভাবতে শুরু করেন। নিজের বিশ্বাসের ভিতরের অসঙ্গতি টের পাওয়ার মুহূর্ত থেকেই বদলের শুরু।

অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, মানুষকে বোঝাতে শুধু যুক্তি নয়, বিশ্বাসযোগ্যতা আর মানবিক সম্পর্কও দরকার। তাই বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার অর্থ অন্যের ভুল ধরা নয়; নিজের বিশ্বাসকেও প্রমাণের আলোয় যাচাই করার সাহস রাখা।

কার্ল সাগানের কথায়, অন্ধকারকে গালি না দিয়ে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালাও। তাতে যেমন জ্ঞানের আলো পাবে, তেমনই পাবে উন্নত চেতনার উত্তাপ। আজকের দিনে সেই দেশলাই কাঠির নাম—প্রশ্ন, প্রমাণ আর যুক্তিবোধ, মানে কাণ্ডজ্ঞান। কারণ, সেটাই বিজ্ঞানমনস্কতা বা যুক্তিবাদিতার গোড়ার কথা। এই কাণ্ডজ্ঞানের দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দেওয়াই আজ প্রথম কর্তব্য আমাদের। বাকিটা ইতিহাসে লেখা থাকবে।

ছোট্ট তারা

ত্রিয়াশা রায় ডাবগ্রাম ২ নম্বর জিএসএফপি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি নাচে পারদর্শী। নানা প্রতিযোগিতায় নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

স্কুলভ্যানে স্মৃতির শৈশব

শিলিগুড়ির ব্যস্ত রাস্তায় এখনও মাঝে মাঝে ছুটে যায় কাঠের স্কুলভ্যান। কিন্তু তার চাকার শব্দের সঙ্গে আর ভেসে আসে না সেই চেনা কোলাহল। বদলে যাওয়া সময়ের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে এক টুকরো শৈশব, এক শহরের সম্মিলিত স্মৃতি। লিখলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

ভ্যানের জানলায় আটকে চোখ

ব্যস্ত দুপুর। শহরের রাস্তায় একের পর এক গাড়ি ছুটে চলেছে। সেই ভিড়ের মাঝেই নিঃশব্দে এগিয়ে গেল হলুদ রঙের একটি কাঠের স্কুলভ্যান। জালের ফাঁক দিয়ে দু'জোড়া কৌতূহলী চোখ বাইরে তাকিয়ে। দরজার বাইরে হুকে ঝুলছে স্কুলব্যাগ। মুহূর্তের মধ্যেই ভ্যানটি মিলিয়ে গেল মোড় ঘুরে। কিন্তু সব ভ্যান কি শুধু রাস্তা পেরিয়ে যায়? কিছু ভ্যান সময়ও পেরিয়ে যায়। চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে আনে বহু বছরের পুরোনো বিকেল। মিলনপল্লির রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক তেমনই থমকে গেলেন শ্রুতি হালদার ও পরমা চক্রবর্তী। ভ্যানটি চোখের আড়াল হতেই তাঁদের কথার ভাঁজে খুলে গেল নব্বইয়ের দশকের এককেটি বিকেল।

যেখানে ভ্যান ছিল ছোট্ট এক পৃথিবী

স্কুলভ্যান তখন শুধু বাড়ি ফেরার বাহন ছিল না। সেটাই ছিল দিনের সবচেয়ে আনন্দের সময়। শ্রুতি বলছিলেন, ভ্যানের ভেতরেই তৈরি হত বন্ধুত্ব, ঝগড়া, মান-অভিমান, আবার মিলও। সবাই মিলে চেঁচিয়ে উঠত, 'কাকু, আর একটু জোরে চালাও!' ফেরার পথে কোথাও ফুচকা, কোথাও আইসক্রিমের দোকান দেখলেই বায়না শুরু। ভ্যান থেকে কাউকে নামতে দিতেন না ভ্যানকাকু। নিজেই কিনে এনে দিতেন। আর দরজা খুলে দেওয়ার অনুরোধ? সেটি তিনি কখনও রাখতেন না। কেউ জানলার ধারে বসবে, কেউ মাঝখানে—তা নিয়ে টানাটানি চলত রোজ। কখনও গান, কখনও ধাঁধা, কখনও অকারণ হাসি। তিন চাকার সেই ছোট্ট কাঠের ঘরটা যেন ছিল চলন্ত এক খুদে রাজ্য, যেখানে প্রতিদিন নতুন গল্প লেখা হত।

ভ্যানকাকুরাও বদলে যাওয়া সময়ের সাক্ষী

শুধু পড়ুয়ারাই নয়, সময় বদলের গল্প বলছেন ভ্যানচালকরাও। বিধু রায় দুই দশকের ব্যবধানে আবার স্কুলভ্যান চালাচ্ছেন। তাঁর কথায়, 'আগে স্কুল ছুটির ঘণ্টা বাজার আগেই তৈরি থাকতে হত। একেকজনকে বুঝিয়ে, বকে, গুনে গুনে ভ্যানে তুলতে হত। তারপর শুরু হত বায়না— কোথাও দাঁড়াও, এটা কিনে দাও, ওটা দেখাও। পুরো রাস্তাজুড়ে চলত গান, গল্প, হাসি। এখনকার বাচ্চারা অনেক শান্ত। তারা বেশি গল্প করে না, বাইরে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু আগের মতো উচ্ছ্বাসে ভ্যান মুখর হয়ে ওঠে না।' শ্যামল সরকারও একসময় স্কুলভ্যান চালাতেন। এখন টোটো চালান। তবু স্কুল পড়ুয়াদের দেখলেই মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা। তাঁর হাসিমাখা স্মৃতিতে এখনও ভেসে ওঠে ছোট্ট মুখগুলো। বলেন, 'বাচ্চাদের সামলানো ছিল যুদ্ধের মতো। কিন্তু যেদিন যেতাম না, পরদিন ওরা জিজ্ঞেস করত—কাকু, কাল কেন আসনি?'

এক শহরের হারিয়ে যাওয়া শব্দ

স্কুলবাস এসেছে, ছোট গাড়ি বেড়েছে, শহরের যানজটও অনেক ঘন হয়েছে। সেই প্রতিযোগিতায় কাঠের স্কুলভ্যান ধীরে ধীরে হারিয়েছে তার জায়গা। অনেক চালক পেশা বদলেছেন, অনেক ভ্যান চিরতরে থেমে গিয়েছে। তবু রোদে প্যাডল চাপতে চাপতে আজও কোথাও কোথাও এগিয়ে চলেন কোনও ভ্যানকাকু। চাকা এখনও ঘোরে আগের ছন্দেই। শুধু ভেতরে বসে থাকা শৈশবটা যেন অনেকটাই নীরব। হলুদ রঙের সেই ভ্যানগুলো আজও শহরের পথে চলে। কিন্তু তারা যেন আর শুধু শিশুদের নয়, বয়ে নিয়ে চলে এক প্রজন্মের হাসি, বন্ধুত্ব, বৃষ্টিভেজা বিকেল, আইসক্রিমের আবদার আর ফিরে না আসা সময়কে। হয়তো এ কারণেই কোনও পুরোনো স্কুলভ্যান চোখে পড়লে আজও মনে হয়— শহরের কোথাও, খুব আস্তে, এখনও বেঁচে আছে আমাদের ছোটবেলা।

বৃষ্টিতে পর্দার আড়ালেও ছিল আনন্দ

হাকিমপাড়ার রেশমি দে-র কাছে স্কুলভ্যান মানেই বর্ষার স্মৃতি। মুষলধারে বৃষ্টি নামলেই ভ্যানের চারপাশে প্লাস্টিকের পর্দা টাঙিয়ে দিতেন ভ্যানকাকু। ভেতরে বসে সবাই ধাক্কাধাক্কি করে বাইরে তাকানোর চেষ্টা করত। কে কোথায় থাকে, কোন বান্ধবীর বাড়ির রাস্তা কোন দিকে, সবই শেখা হয়েছিল সেই জানলার ফাঁক দিয়ে। আজও কোনও পুরোনো স্কুলভ্যান চোখে পড়লে মনে হয়, সেই প্লাস্টিকের পর্দার ওপাশে এখনও যেন ভিজে আছে ছোটবেলার বিকেলগুলো। চাকার ঘূর্ণন একই, বদলে গিয়েছে ভেতরের পৃথিবী। শহরে এখনও কিছু স্কুলভ্যান রয়েছে। তবে বদলে গিয়েছে তাদের ভেতরের আবহ। আগের মতো হইচই নেই, চ্যাঁচামেচি নেই, একসঙ্গে গান গাওয়ার প্রতিযোগিতা নেই। শিশুদের মুখে এখন ক্লান্তির ছাপ, মাথায় সময়ের হিসেব। স্কুল থেকে ফিরেই টিউশন, আঁকার ক্লাস, সাঁতার, নাচ— একটার পর একটা গন্তব্য। গেটবাজারের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শরদ সিংও স্কুলভ্যানে যাতায়াত করে। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প হয়, কখনও টিফিন ভাগাভাগি করে খাওয়া হয়। কিন্তু মাঝপথে ভ্যান থামিয়ে কিছু কেনার কথা আর মাথায় আসে না। বরং কখন বাড়ি পৌঁছাবে, সেই তাড়াই এখন বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দীপু কাকুর ভ্যান

আইনজীবীদের তালিকা প্রকাশ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : দার্জিলিং জেলা আদালত ও তার অধীন থাকা মহকুমা আদালতের ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল কেসের জন্য সরকারি আইনজীবীদের তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য সরকার। তালিকায় মোট ৫৮ জনের নাম রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের প্যানেল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে চিরঞ্জিৎ সাহা সহ ২১ জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি আদালতের প্যানেল গভর্নমেন্ট প্লিডার হিসাবে ২৫ জন আইনজীবীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এদিকে, দার্জিলিং সদর আদালতের গভর্নমেন্ট প্লিডার করা হয়েছে পিসি থাপাকে। সদর আদালতের প্যানেল পাবলিক প্রসিকিউটর পদে ছয়জনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে যোগেশ দিয়ালিকে পাবলিক প্রসিকিউটর করা হয়েছে। এদিকে, কার্সিয়াং মহকুমা আদালতের জন্য প্যানেল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে তিনজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। মিরিক মহকুমা আদালতে দুজনের নাম প্যানেল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসাবে রয়েছে।

সচেতনতা প্রচার

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : জেলা প্রশাসনের তরফে জনগণনা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হয়। ১ থেকে ১৫ অগাস্ট পর্যন্ত নাগরিকরা কীভাবে স্ব-গণনা করতে পারবেন, তা নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে জেলা প্রশাসনের তরফে এই সচেতনতা শিবির করা হয়েছে। ট্যাবলোর মাধ্যমেও সচেতন করা হয়। সেখানে এডিএম সুমিতকুমার রাই উপস্থিত ছিলেন।

পথে বামেরা

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বিভিন্ন জায়গায় দলীয় পার্টি অফিসে বিজেপির আক্রমণের অভিযোগ জানিয়ে রাস্তায় নামল বাম নেতৃত্ব। শুক্রবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে থেকে বামপন্থী দলগুলোর যৌথ উদ্যোগে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। এয়ারভিউ মোড়ে গিয়ে মিছিলটি শেষ হয়। এদিনের মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের জেলা সম্পাদক সমন পাঠক। তিনি বলেন, 'বিজেপি যেভাবে গণতন্ত্র না মেনে কাজ করছে তার আমরা তীব্র ধিক্কার জানাই। সুকান্ত ভট্টাচার্য থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ছবিকেও যেভাবে অপমান করা হয়েছে। তারও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

ই-কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক

ফের রান্নার গ্যাস নিয়ে ভোগান্তি

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বুধবার রাতে মোবাইল ফোনে মেসেজ পেয়ে বৃহস্পতিবার সকালে গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে পৌঁছেছিলেন উত্তর ভারতনগরের সেবন্তী বসু রায়। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর জানতে পারেন, তাঁর আঙুলের ছাপ বসছে না। আধার আপডেট করাতে হবে। দেশবন্ধুপাড়ার একটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটারের অফিসে গিয়ে বিমল মণ্ডল জানতে পারেন, অ্যাপ কাজ করছে না। তাই অন্যদিন যেতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ভরতুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস পাওয়ার ক্ষেত্রে ই-কেওয়াইসি বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ বায়োমেট্রিক করতে হবে প্রত্যেক গ্রাহককে। অন্যথায় ১৬ অগাস্টের পর থেকে বাণিজ্যিক দরে কিনতে হবে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার।

কেন্দ্রীয় সরকার অনেক আগেই ই-কেওয়াইসির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ গ্রাহক তাতে আমল দেননি। কিন্তু নতুন এক নির্দেশিকায় শেষ সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, ১৬ অগাস্টের মধ্যে কোনও গ্রাহক যদি ই-কেওয়াইসি (বায়োমেট্রিক) না করেন, তবে ধরা হবে তিনি ভরতুকিযুক্ত রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার নিতে আগ্রহী নন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাঁরা ই-কেওয়াইসি করাবেন না, তাঁদের বাড়িতে রান্নার ক্ষেত্রেও কিনতে হবে কমার্সিয়াল গ্যাস।

বাড়িতে বসে ইন্ডিয়ান অয়েলের নির্দিষ্ট অ্যাপে গিয়ে ই-কেওয়াইসি করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অধিকাশ বাড়িতে গ্যাসের কানেকশন মহিলাদের নামে। তাঁদের মধ্যে আবার সিংহভাগের অ্যানড্রয়েড মোবাইল ফোন নেই। ফলে তাঁদের ছুটতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিস্ট্রিবিউটারের কাছে। আর ই-কেওয়াইসি করার ক্ষেত্রে অনেককেই ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে আধারে বায়োমেট্রিক আপডেট না থাকায়। উত্তর ভারতনগরের সেবন্তী বললেন, 'দু'দিন পরপর নিয়ম পরিবর্তন করে আমাদের সমস্যায় ফেলছে সরকার। বুঝতে পারি না এত কেন নিয়ম করা হচ্ছে। শুধু নিয়ম বদলে আমাদের লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে।' ডিস্ট্রিবিউটারের অ্যাপ খারাপ থাকলে তাঁর কী দোষ, প্রশ্ন তুলেছেন বিমল। তিনি বলছেন, 'জানতে পারলাম নিয়মটা অনেক পুরোনো। তাহলে এতদিন কেন ডিস্ট্রিউটার গরজ দেখাননি। এখন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে। জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে অনেক ডিস্ট্রিবিউটার ডেলিভারি বয়দের মাধ্যমে ই-কেওয়াইসি করিয়ে নিচ্ছেন। তবে এই সুযোগ দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র প্রবীণদের ক্ষেত্রে।

- ১৬ অগাস্টের মধ্যে রান্নার গ্যাসের ই-কেওয়াইসি করা বাধ্যতামূলক
- অন্যথায় ভরতুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস মিলবে না, তা বাণিজ্যিক দরে কিনতে হবে
- ইন্ডিয়ান অয়েলের নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই ই-কেওয়াইসি করার সুযোগ রয়েছে

কালোবাজারি বন্ধ এবং প্রকৃত গ্রাহকরা যাতে ভরতুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার পান, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে বক্তব্য নর্থবেঙ্গল অ্যান্ড সিকিম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটার অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কৌশিক সরকারের। ভোগান্তি সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বলেন, 'এমনটা হওয়ার কথা নয়। গ্রাহকদের যাতে বাড়তি টাকা গুনতে না হয়, তার জন্যই আমরা গ্রাহকদের ই-কেওয়াইসি করার কথা বলছি। প্রয়োজনে বাড়িতে ডেলিভারি বয়দের পাঠিয়ে বায়োমেট্রিক নেওয়া হচ্ছে।'

রংদার

আরশোলা

ঘৃণা, বিস্ময়, কৌতূহল; এক ক্ষুদ্র পতঙ্গকে ঘিরেই জেগে ওঠে এই তিন অনুভূতি। কোটি বছরের অভিযোজন, শিল্প-সাহিত্যে প্রতীকী উপস্থিতি আর মানুষের অবচেতনে লুকিয়ে থাকা আদিম ভয়ের আশ্চর্য যোগসূত্রে উন্মোচিত হয় এক অচেনা জগৎ। যাকে আমরা প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে বেড়াই, সে-ই হয়তো আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মনস্তত্ত্বের সবচেয়ে অস্বস্তিকর আয়না।

প্রচ্ছদ কাহিনী রাজীব দে রায়, ওয়াহিদা খন্দকার ও অপরাজিতা কুণ্ডু
রম্যরচনা সুনৃতা মাইতি
ছোটগল্প জয়দীপ বিশ্বাস
অণুগল্প শ্রেয়সী গুহ ও সুমিত রায়
কবিতা শর্মিষ্ঠা ঘোষ, পুনম বোস, অনীশ দাস ও বিশ্বজিৎ মজুমদার

অমিতাভ মামলায় ভর্ৎসিত আইও

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : তদন্ত প্রক্রিয়ায় গাফিলতির জেরে আদালতে ভর্ৎসিত হল পুলিশ। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলালের মামলায় পদ্ধতি মেনে চার্জশিট পেশ না করায় তাঁকে এফআইআর বাতিলের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে যাওয়ার অনুমতি দিল আদালত।

পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দিতে টাকা চাওয়ার অভিযোগে অধ্যাপক অমিতাভর বিরুদ্ধে ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে মাটিগাড়া থানায় এফআইআর করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে দার্জিলিং জেলা আদালতের স্পেশাল কোর্টে সেই মামলার শুনানি চলছিল শুক্রবার। সেখানেই বিচারক কড়া ভাষায় কটাক্ষ করেন তদন্তকারী আইপিএস অফিসার মণীশকুমার যাদবকে। অভিযোগ, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে মামলা হলেও নিয়ম অনুযায়ী চার্জশিট পেশের আগে রাজ্য সরকারের অনুমতি নেওয়া হয়নি। পাশাপাশি, চার্জশিটে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকার ইঙ্গিত থাকলেও কেন অমিতাভ ছাড়া আর কাউকে খুঁজে বের করা হল না— প্রশ্ন তোলেন বিচারক। এরপর এফআইআর বাতিলের জন্য অমিতাভকে হাইকোর্টে আবেদন করার অনুমতি দিয়েছেন জেলা জজ। এ নিয়ে সমাজমাধ্যমে অমিতাভ লিখেছেন, 'ছয় বছরের অসম্মান আর বঞ্চনার পর্ব পার করে আইনি লড়াইয়ে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলাম আজ।

> **ছয় বছরের অসম্মান আর বঞ্চনার পর্ব পার করে আইনি লড়াইয়ে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি পেলাম আজ। তদন্তকারী অফিসারকে তুলোধোনা করেছেন বিচারক।**
>
> **ডঃ অমিতাভ কাঞ্জিলাল**

তদন্তকারী অফিসারকে তুলোধোনা করেছেন বিচারক।'

অমিতাভর আইনজীবী জয়জিৎ দত্ত বলেন, 'সরকারের অনুমতি ছাড়া অধ্যাপকের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল হওয়ায় প্রথম শুনানিতে অবাক হয়ে যান বিচারক। চার্জশিট দাখিলের আগে সরকারের অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। বিষয়টি রেকর্ড করে ওই তদন্তকারী অফিসারকে আদালত তলব করে। কিন্তু তিনি না আসায় ওয়ারেন্ট জারি হয়।' কার্যত বাধ্য হয়ে এদিন আদালতে হাজির হন বর্তমানে হাওড়া কমিশনারেটে এসিপি পদে কর্মরত মণীশকুমার। জয়জিতের কথায়, 'তদন্তকারী অফিসারের সাফাইয়ে সন্তুষ্ট হয়নি আদালত। আগামী সপ্তাহে আমরা হাইকোর্টে আবেদন করব।' এদিকে, এই নিয়ে আইপিএস মণীশকুমারকে ফোন করা হলে তিনি বলেন, 'ছুটিতে রয়েছি। কোনও মামলার বিষয়ে জানা নেই।'

এর আগেও এই মামলায় টালবাহানার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়েরের পর কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানান অভিযুক্ত ওই অধ্যাপক। আবেদন মঞ্জুর হয়। এরপর শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের তরফে আইপিএস মণীশকুমারকে ওই মামলার তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। অভিযোগ, তিনি আদালতে চার্জশিট দাখিল করছিলেন না। ফলে কর্মজীবনে সমস্যায় পড়ছিলেন অধ্যাপক। ফের হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অমিতাভ। এরপর ১৫ দিনের মধ্যে পুলিশকে চার্জশিট জমা করার নির্দেশ দেয় কোর্ট।

বেহাল রাস্তায় নজর পুরনিগমের

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : বেহাল রাস্তার হাল ফেরাতে ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। যার জেরে ময়দানে নেমেছে শিলিগুড়ি পুরনিগমও। শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার বেহাল, খানাখন্দে ভরা রাস্তার তালিকা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারেই রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পুজোর আগেই শহরের প্রতিটি রাস্তা সংস্কারের কাজ শেষ করা হবে।'

বিদ্যুতের কেবল ভূগর্ভস্থ করার ক্ষেত্রে শহরের বিভিন্ন রাস্তা খোঁড়া হলেও, রাস্তা সংস্কারে নজর দেওয়া হয়নি। কোথাও মাঝরাস্তায় খানাখন্দ তৈরি হয়েছে, আবার কোথাও রাস্তার ওপর থেকে পিচের প্রলেপ উধাও হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে বর্ষা এবং প্রায়দিনই বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে দিন-দিন রাস্তাগুলি চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। যা নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে দিন-দিন ক্ষোভ বাড়ছে। রাজ্যের নির্দেশে বিপজ্জনক হয়ে ওঠা রাস্তাগুলি মেরামতে উদ্যোগ নেওয়া শুরু করল পুরনিগম। জানা গিয়েছে, পূর্ত বিভাগের তরফে শহরের প্রতিটি বেহাল রাস্তা চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। বুধবার থেকে শুরু হওয়া সেই কাজ আগামী দশদিনের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর পরই পুর কর্তৃপক্ষ টেন্ডার করে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করবে। জানা গিয়েছে, রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে পুরনিগমের পাশাপাশি অর্থবরাদ্দ করবে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)।

এদিকে, বেহাল রাস্তা ইস্যুতে বৃহস্পতিবার বিকেলে শিলিগুড়ি হর্টিকালচার সোসাইটি সহ একাধিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে পুর কমিশনারের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক নান্টু পাল। তিনি বলেন, 'শহরের বিভিন্ন এলাকার রাস্তা বেহাল। কুমোরটুলি এলাকাতেও রাস্তা সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সেইসঙ্গে শৌচালয় ও নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যাও বাড়ছে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন এলাকার নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার করার বিষয়ে পুর কমিশনারকে জানানো হয়েছে। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। আশা করছি শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হবে।'

কর ফাঁকি

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা কর ফাঁকির অভিযোগ এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় শুক্রবার আয়কর বিভাগের আধিকারিকরা শহর শিলিগুড়ি লাগোয়া উপনগরীর বাসিন্দা ওই ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে হানা দেন। আয়কর বিভাগ সূত্রের খবর, কর ফাঁকির অভিযোগে ওই ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটটি অ্যাটাচ করা হয়েছে। সেই সংক্রান্ত একটি নোটিশ এদিন ওই ফ্ল্যাটের সদর দরজায় সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এরপরও ওই ব্যবসায়ী বকেয়া কর পরিশোধ না করলে আরও বড় ধরনের পদক্ষেপ করা হবে।

পৃথিবীর পাঠশালা

পোকা খাওয়া গাছ

ভেনাস ফ্লাইট্র্যাপ এক অদ্ভুত গাছ, যার পাতাগুলো খোলা মুখের মতো থাকে এবং এর ধারে ছোট ছোট কাঁটার মতো রোঁয়া থাকে। কোনও মাছি বা পোকা এসে ওই পাতায় বসলেই চোখের পলকে পাতাটি দু'দিক থেকে বন্ধ হয়ে যায়। পোকাটি পালানোর চেষ্টা করলে পাতাটি আরও শক্ত করে চেপে ধরে। এরপর গাছটি একধরনের পাচক রস বের করে পোকাটিকে ধীরে ধীরে গলিয়ে খেয়ে ফেলে। হজম শেষে পাতাটি আবার শিকারের জন্য খুলে যায়।

সূর্যশিশিরের মারণফাঁদ

সানডিউ বা সূর্যশিশির গাছের পাতার গায়ে ছোট ছোট রোঁয়া থাকে, যার মাথায় শিশিরের মতো চকচকে আঠালো বিন্দু লেগে থাকে। রোদের আলোয় এই বিন্দুগুলো জাদুর মতো চকচক করে। ছোট পোকারা একে জল ভেবে খেতে গেলেই সেই আঠায় আটকে যায়। তখন গাছের পাতাটি ধীরে ধীরে পোকাটিকে পেঁচিয়ে ধরে শ্বাসরোধ করে মারে এবং হজম করে নেয়। শান্ত দেখতে এই গাছটি ছোট পোকামাকড়দের জন্য এক নির্মম মারণফাঁদ।

জম্বি ফাঙ্গাসের আক্রমণ

কর্ডিসেপস ফাঙ্গাস বা ছত্রাক পিঁপড়ের জন্য সাক্ষাৎ যম। এই ফাঙ্গাসের রেণু কোনও পিঁপড়ের শরীরে ঢুকলে তা ধীরে ধীরে পিঁপড়ের মস্তিষ্ক দখল করে নেয়। ফাঙ্গাসের নির্দেশে পিঁপড়েটি নিজের কলোনি ছেড়ে উঁচু কোনও গাছের পাতায় গিয়ে কামড়ে ঝুলে থাকে এবং মারা যায়। এরপর সেই মৃত পিঁপড়ের মাথা ফুঁড়ে ফাঙ্গাসের নতুন ডালপালা বেরিয়ে আসে এবং নীচের দিকে আরও রেণু ছড়িয়ে দিয়ে নতুন পিঁপড়েদের জম্বি বানাতে শুরু করে।

বন্দুকের মতো চিংড়ি

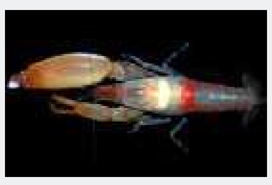

পিস্তল চিংড়ি নামের এই ছোট প্রাণীটি সমুদ্রের অন্যতম জোরে শব্দকারী প্রাণী। এদের একটি দাঁড়া অনেক বড় হয়। শিকার দেখার পর এরা সেই দাঁড়াটি এত জোরে বন্ধ করে যে জলের ভেতর এক তীব্র গতির বুদবুদ তৈরি হয়। বুদবুদটি ফাটার সময় বন্দুকের গুলির মতো প্রচণ্ড শব্দ হয় এবং আলোর ঝলকানি দেখা যায়। এই শব্দের ধাক্কায় ছোট মাছ অজ্ঞান হয়ে যায় বা মারা পড়ে এবং চিংড়ি তখন তাকে শান্তিতে বসে খায়।

মিড-ডে মিলের পাতে মাছ

নিশীথের বক্তব্যে নতুন 'গন্ধ'

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৩১ জুলাই : এবার কি রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের পাতে মাছ? শুক্রবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক যে কথা বলেছেন, তাতে 'মাছের গন্ধ' পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিষয়টি নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার কিছু ভাবছে কি না বা এমন প্রস্তাব তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর টেবিলে জমা দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে কি না, স্পষ্ট করেননি মাথাভাঙ্গার বিধায়ক নিশীথ। উল্লেখ্য, এরাজ্যে যখন মিড-ডে মিল নিয়ে বিতর্ক চরমে তখন তামিলনাড়ুতে সরকারি স্কুলে সপ্তাহে একদিন মিড-ডে মিলে চিকেন বিরিয়ানি খাওয়ানোর প্রস্তাব দিয়েছেন ওই রাজ্যের স্কুল শিক্ষামন্ত্রী। যদিও বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন। মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করবে পড়ুয়াদের পাতে বিরিয়ানি পড়বে কি না।

এরাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পরই পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে কলকাতায় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনের হাতে তুলে দেয় রাজ্য সরকার। এরপর রাজ্যের বাকি স্কুলগুলিতেও মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়া হবে বলে রাজ্যজুড়ে আলোচনা এবং সমালোচনা শুরু হয়ে যায়। মিড-ডে মিলের পাতে ডিম না থাকলে পড়ুয়াদের পুষ্টির ঘাটতি দেখা দেবে বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বাম, তৃণমূল সহ বিজেপি-বিরোধী দলগুলি। পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্প্রতি ডিম ফিরিয়ে আনার ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে শুক্রবার মাছের প্রসঙ্গ টেনেছেন নিশীথ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত ভালো ঘোষণা করেছেন। বামপন্থীদের মধ্যে যাঁরা বলছিলেন, বাচ্চাদের প্রোটিন কম হয়ে যাবে, পুষ্টির অভাব হবে, এবার তাঁদের মুখ অন্তত বন্ধ হবে। তবে শুধু ডিম কেন, এরপরে মাছও দেওয়া হবে। পাশাপাশি এরপরেও যদি বাচ্চাদের আরও পুষ্টি সংযোজিত খাবারের প্রয়োজন হয়, প্রয়োজনে সেগুলিও দেওয়া হবে।'

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর এমন বক্তব্য ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। যথারীতি তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে শিক্ষা মহলে। পাতে মাছ, এমন সিদ্ধান্তকে অনেকেই আগাম স্বাগত জানানো শুরু করে দিয়েছেন। অনেকে আবার মন্ত্রীর বক্তব্যের মধ্যে চমক ছাড়া কিছু দেখতে নারাজ। তবে বাস্তবে মিড-ডে মিলে মাছের জোগান ঘটলে, তা হবে নতুন সরকারের মাস্টারস্ট্রোক। কেননা, বিধানসভা নির্বাচনের সময় মাছ নিয়ে রাজ্যে কম বিতর্ক হয়নি। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে বাঙালির ভাতের থেকে মাছ কেড়ে নেওয়া হবে বলে প্রচারে ঝড় তুলেছিল বিজেপি-বিরোধী দলগুলি। যদিও এমন অভিযোগ ভোটের বাক্সে প্রতিফলিত হয়নি। তবে মাছবিরোধী নয় প্রমাণ দিতে রাজ্যে ক্ষমতা দখল করার পর পাড়ায় পাড়ায় মাছভাত খাওয়ানোর আয়োজন করেছিল বিজেপি।

পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের পাত থেকে মাছের গন্ধ পাওয়া যায় কি না, এখন সেটাই দেখার।

ছোটদের 'ভুল' ক্ষমা করার বার্তা মোদির

> পথভ্রষ্ট ছোটদের বুকে টেনে নিয়ে রাস্তা দেখাতে হবে। আমি ওদের ক্ষমা করতে চাই।
> – নরেন্দ্র মোদি

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : দিল্লির যন্তরমন্তরে ছাত্র আন্দোলনের জেরে আটদিনে তিনবার সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার তিনি ইনস্টাগ্রামে এসে বলেন, 'কমবয়সে ভুল হয়। সেই ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগও থাকে। এখন এই সব পথভ্রষ্ট ছোটদের বুকে টেনে নিয়ে রাস্তা দেখাতে হবে। আমি ওদের ক্ষমা করতে চাই।'

২ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের এই ভিডিওতে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'যন্তরমন্তরে কী কী হয়েছে, দেশ-দুনিয়ার মানুষ খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন। আমাকে, আমার স্বর্গত মাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে। গোটা দেশ এই দেশে কালচারাল শক পেয়েছে। মানুষ অবাক, আমাদের ঘরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই ভাষা কী করে বলে! এই পরিস্থিতিতে সমাজে আক্রোশ আছে। তবে আমি তাঁদের বলব, কখনো-কখনো আমরা জিভে কামড়ে ফেলি। তা বলে আমরা দাঁতও ভেঙে ফেলি না। জিভও ছিঁড়ে ফেলি না। দাঁত এবং জিভ, দুটোই তো আমাদের। এই ছোটরাও আমাদেরই। ওদের রাস্তা দেখানো আমাদের দায়িত্ব। তাই দমনপীড়ন নয়। ওদের ক্ষমা

করতে হবে।' সর্বভারতীয় নিট-এ প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার পরে দিল্লির যন্তরমন্তরে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি। অনশন কর্মসূচিতে অংশ নেন সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকও। এরপর ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে থাকে দাবির সপক্ষে। অভিযোগ, সেই আন্দোলন থেকেই অশ্লীল আক্রমণ করা হয় প্রধানমন্ত্রীকে।

ট্রাফিক সামলাতে ফুট ওভারব্রিজ

প্রথম পাতার পর

ওভারব্রিজগুলি হবে হাসমি চক (দুটি), সেবক মোড় সংলগ্ন সেবক রোড, তেনজিং নোরগে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস সংলগ্ন হিলকার্ট রোড এবং মাল্লাগুড়িতে। পরবর্তীতে বিধান রোড এবং স্টেশন ফিডার রোড সহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি রাস্তায় পারাপারের এমন ব্রিজ তৈরি করা হবে।

'ওয়ান স্টেট, ওয়ান ডেস্টিনেশন' প্রকল্পে দার্জিলিং জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে কেন্দ্র। যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে আড়াই হাজার কোটি টাকা। ওই বরাদ্দে ফুট ওভারব্রিজ তৈরির সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'নির্বাচনের সময় দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হবে। অদূরভবিষ্যতে পাহাড়ের পাশাপাশি সমতল শিলিগুড়িতে আর কোনও যানজট থাকবে না। যানজট সমস্যা দূর করতে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি কাজ করা হচ্ছে। ডাবল ইঞ্জিন সরকার কেন প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ বুঝতে পারছেন।'

ফুট ওভারব্রিজগুলি তৈরি হলে শুধু পথচারীরা উপকৃত হবেন তা নয়, গতি বাড়বে গাড়ির। যানজট সমস্যাও কিছুটা দূর হবে। যে কারণে কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন শহরের সাধারণ বাসিন্দা থেকে বণিক ও শিল্পমহল। কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থার কর্মী সঞ্জীব দত্ত বলছেন, 'সেবক রোড ধরে অফিস যেতে প্রত্যেকদিন বাড়তি সময় এবং গাড়ির জ্বালানি খরচ হয়। ট্রাফিক সিগন্যালের পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়াতে হয় সাধারণ মানুষের রাস্তা পারাপারের জন্য। সেবক রোডেও ফুট ওভারব্রিজ প্রয়োজন।' হকার্স কর্নারের ব্যবসায়ী হারান দত্ত বলছেন, 'যেভাবে শহরে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে, তাতে ফুট ওভারব্রিজ সময়ের দাবি।' শিল্পপতি সঞ্জিত সাহা মনে করেন, 'কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে শহরের রাস্তার ছবিটা বদলে যাবে। স্বস্তি পাবেন সাধারণ মানুষ।'

পড়তে হবে

শুক্রবার দশের পাতায় 'নয়া শিল্প সম্ভাবনার খোঁজ' শীর্ষক খবরে এক জায়গায় ভুলবশত অর্থমন্ত্রীর নাম তপন দাশগুপ্ত ছাপা হয়েছে। পরিবর্তে স্বপন দাশগুপ্ত পড়তে হবে।

আগের খাবারই বহাল

হাসপাতালে আপাতত নতুন মেনু নয়

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের জন্য শনিবার থেকে আরও পুষ্টিকর ও উন্নতমানের খাবার চালু হওয়ার কথা ছিল। নতুন মেনু নিয়ে রোগীদের মধ্যেও আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে সেই উদ্যোগ আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেল। ফলে শনিবারও রোগীদের জন্য আগের মেনুই বহাল থাকছে। বিভিন্ন হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিগুলি শুক্রবার সন্ধ্যার মধ্যেই নতুন খাবার পরিবেশনের প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিল। কিন্তু রাতে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা পৌঁছাতেই তাদের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'আদালতের নির্দেশে আপাতত নতুন খাবারের মেনু স্থগিত থাকছে।'

রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর সরকারি হাসপাতালে রোগীদের উন্নত ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, রোগীদের জন্য আরও উন্নতমানের খাবারের ব্যবস্থা করা হবে। সেই লক্ষ্যে এই খাতে বরাদ্দ ৫৬ টাকা ৬৪ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ১১০ টাকা করা হয়। গত ২৩ জুলাই স্বাস্থ্য দপ্তর এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে। সেখানে অসুস্থতার ধরন অনুযায়ী চিকিৎসাধীন রোগীদের আটটি ভাগে বিভক্ত করে পৃথক খাবারের মেনু এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) নির্ধারণ করা হয়। ১ অগাস্ট থেকে রাজ্যের সব সরকারি হাসপাতালে সেই নির্দেশিকা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এতদিন রোগীদের জন্য দিনে তিনবার খাবারের ব্যবস্থা থাকলেও তা বাড়িয়ে ছয়বার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সকালে ও বিকেলে চা-বিস্কুটের পাশাপাশি সন্ধ্যায় মুড়ি, সেদ্ধ অথবা ভেজানো ছোলা এবং শসা দেওয়ার কথা ছিল। এছাড়া রোগীদের পুষ্টির প্রয়োজন বিবেচনা করে দিনের বিভিন্ন সময়ের খাবারে নতুন খাদ্যসামগ্রী যুক্ত করা এবং প্রতিটি খাবারের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়, প্রতিটি হাসপাতালে নতুন করে টেন্ডার ডেকে খাবার সরবরাহকারী এজেন্সি নিয়োগ করতে হবে। আগামী ৩১ অগাস্টের মধ্যে সেই প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ ছিল। নতুন এজেন্সি নিয়োগ না হওয়া

- হাইকোর্টের নির্দেশে সরকারি হাসপাতালের নতুন মেনু আপাতত স্থগিত
- রোগীদের জন্য দিনে তিনবারের বদলে ছয়বার খাবারের পরিকল্পনা ছিল
- নতুন খাবার চালুর প্রস্তুতি নিয়েও শেষমুহূর্তে থমকাল উদ্যোগ

পর্যন্ত বর্তমান বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাগুলিই পরিষেবা চালিয়ে যাওয়ার কথা ছিল।

তবে শুক্রবার রাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তার সই করা নতুন নির্দেশিকা সব সরকারি হাসপাতালে পৌঁছায়। সেখানে জানানো হয়, ২৩ জুলাই জারি হওয়া নতুন খাবারের মেনু সংক্রান্ত নির্দেশিকা কলকাতা হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, একটি এজেন্সির দায়ের করা রিট পিটিশনের ভিত্তিতেই আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে।

লজ্জার অধ্যায় সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ে

ধূপগুড়ি, ৩১ জুলাই : ধূপগুড়ি সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম বিদায় সংবর্ধনা ছাড়াই কলেজ ছাড়লেন কলেজের অধ্যক্ষ। শুক্রবার দিনভর ধূপগুড়ির সবথেকে বড় কলেজে দায়িত্ব হস্তান্তর নিয়ে চলল চাপানউতোর, যা শেষপর্যন্ত পৌঁছাল চরম তিক্ততায়। সুকান্ত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে ১৭ বছর ৫ মাস ৪ দিনের চাকরিজীবন শেষে বিদায় সংবর্ধনা ছাড়াই ফিরলেন নীলাংশুশেখর দাস।

অধ্যক্ষের আনুষ্ঠানিক বিদায়ের প্রস্তুতি ছিল আগে থেকেই। আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন বিদায়ি অধ্যক্ষের স্ত্রী সহ পরিবারের সদস্যরাও। শেষপর্যন্ত তাঁরাও কলেজ ছেড়ে চলে যান। কলেজ সূত্রে খবর, সমস্যার সূত্রপাত হয় কলেজের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের নাম নিয়ে। এই মুহূর্তে কলেজ পরিচালন সমিতি না থাকায় সরকার নিয়োজিত প্রশাসক সম্বুদ্ধ ঘোষের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হয় নীলাংশুবাবুর পর দায়িত্ব নেবেন কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নারায়ণ জানা। ২৫ জুলাই উচ্চশিক্ষা দপ্তর নিয়োজিত প্রশাসক তাঁর হাতে টিআইসি হিসেবে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার দস্তাবেজ দিয়ে যান। পরিবারের সদস্য, প্রাক্তন সহকর্মীরা বিরক্ত এবং অপমানিত হয়ে ফিরে যাওয়ায় সংবর্ধনা নিতে অস্বীকার করেন নীলাংশুবাবু। পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠায় সামাল দিতে কলেজে হাজির হন স্থানীয় বিধায়ক নরেশ রায়। বিধায়ক দীর্ঘক্ষণ বোঝানোর চেষ্টা করলেও সংবর্ধনা নিতে রাজি হননি বিদায়ি অধ্যক্ষ। তিনি বলেন, '৩৯ বছর পর অবসরজীবন শুরু হল। তবে শেষটা এমন না হলেই ভালো হত। পরিবারের সদস্য এবং সহকর্মীদের সামনে নিজেকে বড্ড হেয় মনে হয়েছে। নিয়মের মধ্যে থেকেই শেষ কাজটুকু করে আসতে পেরেছি এটাই স্বস্তির।'

হুঁশিয়ারি

শিলিগুড়ি, ৩১ জুলাই : ডাবগ্রাম মণ্ডলের তপশিলি মোর্চার সভাপতি রাজু সরকার সামাজিক মাধ্যমে দায়িত্ব ছাড়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, দলের নির্দিষ্ট ৪-৫ জন সবকিছু দেখাশোনা করেন। তাঁকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তপশিলি মোর্চার জেলা সভানেত্রী মনীষা সরকার জানিয়েছেন, তিনি বিষয়টি জানেন না। সূত্রের খবর, দলের আদি ও নব্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণেই এমন ঘটনা ঘটেছে।

জঙ্গিদের গুলিতে নিহত পরিযায়ী

শ্রীনগর, ৩১ জুলাই : জম্মু-কাশ্মীরে ফের জঙ্গির গুলিতে প্রাণ হারাল এক পরিযায়ী শ্রমিক। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন আরও এক ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যায় কুলগামের কেল্লাম গ্রামে কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক কাজ করছিলেন। আকস্মিক জঙ্গিরা এসে খুব কাছ থেকে তাদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। ঘটনাস্থলেই ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা দীপক নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। হাসপাতালে ভর্তি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ভূপেন্দরকে। তাঁর অবস্থাও অআশঙ্কাজনক।

ঘটনাস্থলে রাজ্য পুলিশ ও সেনার যৌথ বাহিনী। জঙ্গিদের খোঁজে পুরো কেল্লাম গ্রাম ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। গত ১০ দিনের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরে এটি দ্বিতীয় ঘটনা। এর আগে অনন্তনাগে একইভাবে এক পুলিশকর্মীকে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা।

উপত্যকা জুড়ে শুরু হয়েছে জোরালো পুলিশি অভিযান। সন্দেহভাজন হিসেবে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩,০০০ জনকে আটক করা হয়েছে। তবে প্রশাসনের এই গণ-আটকের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ। তিনি সতর্ক করে জানিয়েছেন, সুস্পষ্ট তথ্যপ্রমাণ ছাড়া এভাবে গণ-গ্রেপ্তার সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বাড়বে, যা কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিকে আরও জটিল ও আশঙ্কাজনক করে তুলতে পারে।

চলতি অমরনাথ যাত্রার জেরে পুরো কাশ্মীরে জারি রয়েছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। অতিরিক্ত ৬৭০ কোম্পানি আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও জঙ্গিদের হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা সংস্থার ব্যর্থতাকেই সামনে আনছে।

মাঠকে বিদায়

প্রথম পাতার পর

দিয়ে রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। প্রায় ২১ হাজার ভোটে পরাজিত হওয়ার পাশাপাশি ভোটে দাঁড়াতে গিয়ে রেলের স্থায়ী চাকরিও হারান। ফলে তাঁর পরিবারে আর সরকারি চাকরিজীবী কেউ নেই। ভোটে হারের পরে নিজের জমিতে ধান রোপণের ছবিও তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন।

স্বপ্না গত ২০ জুন দিল্লিতে অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। তারপরই জিমে অনুশীলনের ছবি পোস্ট করে আবার ট্র্যাকে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই সময় অধিকাংশ অনুরাগী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। অনেকেই মন্তব্য করেছিলেন, রাজনীতি নয়, খেলার মাঠই তাঁর প্রকৃত জায়গা। দিল্লিতে যাওয়ার আগে স্বপ্না নিজেই জানিয়েছিলেন, যে দলের জন্য তিনি চাকরি ছেড়েছিলেন, এখন সেই দলের কেউ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না।

২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে সোনা জয়ের পর কেন্দ্রের মোদি সরকার তাঁকে আলিপুরদুয়ারে রেলে চাকরি দেয়। তিনি অর্জুন পুরস্কারেও সম্মানিত হন। পরে বিজেপির পরিবর্তে তৃণমূলে যোগ দিয়ে নির্বাচনে লড়াই করায় রাজনৈতিক বিতর্কও তৈরি হয়েছিল। উল্লেখযোগ্য যে, মে মাসে ভোটে হারের পর স্বপ্না লিখেছিলেন, 'আগে জানলে আমি আসতাম না (রাজনীতিতে)।' ১৮ জুন শরীরচর্চার ছবি দিয়ে লিখেছিলেন, 'লড়াই বাকি।' ২৪ জুন পোস্ট করেছিলেন, 'অভিজ্ঞতাই সহনশীল হতে শিখিয়েছে।' আর ৩১ জুলাই অ্যাথলেটিক্স থেকে অবসরের ঘোষণায় তিনি নতুন করে চর্চার কেন্দ্রে উঠে এলেন।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুহৃদ মণ্ডল বলেন, 'খেলার জগতের সোনার মেয়ে স্বপ্নার এভাবে মাঠ ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত নয়। খেলাতেই তাঁর থাকা উচিত।' রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের বক্তব্য, 'ভোটে হারার পর স্বপ্না আমার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। তবে ও আমার মেয়ের মতো। খেলার জগৎই স্বপ্নার আদর্শ জায়গা।' তৃণমূলের ঋতব্রত গোষ্ঠীর জেলা সভাপতি মহুয়া গোপও জানান, ভোটের সময় যোগাযোগ থাকলেও পরে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি। সম্প্রতি কলকাতাতেও স্বপ্নাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে দেখা যায়নি। বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীও বলেন, স্বপ্না বর্মন সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনও খবর নেই। ফলে অবসরের পর তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়েই এখন সবার কৌতূহল সবচেয়ে বেশি।

তসলিমাকে বরণ

প্রথম পাতার পর

তাঁর সফরকে ঘিরে রাজ্য সরকার নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এ প্রসঙ্গে তসলিমা বলেন, 'নিরাপত্তা না পেলে আমার পক্ষে কলকাতায় যাওয়া সম্ভব হত না। এজন্য আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ।' আয়োজক মোহিত রায়ের বক্তব্য, 'তসলিমার আসার ক্ষেত্রে কোনও আইনি বাধা নেই। এই অনুষ্ঠানের নেপথ্যে কোনও রাজনীতি নেই, এটি সম্পূর্ণ সাহিত্যধর্মী অনুষ্ঠান।' শনিবারের অনুষ্ঠানে প্রবীণ সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিত থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে।

২০০৭ সালে তসলিমার আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'দ্বিখণ্ডিত' প্রকাশকে কেন্দ্র করে কলকাতায় তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাঁকে শহর ছাড়ার নির্দেশ দেয়। পরবর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলেও সেই অলিখিত নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে তাঁর প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে আয়োজক সংগঠনের আইনজীবী ওসমান মল্লিক ফেসবুকে লিখেছেন, 'দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান... আমরা তাঁর সংগ্রামের সঙ্গে ছিলাম, আছি, থাকব।'

তসলিমার ফেরা ঘিরে সাহিত্য ও সংস্কৃতি মহলে উচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। তাঁর জীবন অবলম্বনে নির্মিত চলচ্চিত্র 'নির্বাসিত' ফের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে পরিচালক চূর্ণী গঙ্গোপাধ্যায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তর্জাও শুরু হয়েছে। রাজ্যে ক্ষমতা পরিবর্তনের পর বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপকে বিরোধীদের একাংশ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছে। তবে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের মতে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দেওয়া এই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য এবং তসলিমার ফেরা বাংলার জন্য গর্বের বিষয়।

অসভ্যতা ও ধান্দা-দর্শনের ইতিহাস

প্রথম পাতার পর

একের পর এক মামলা। সিবিআই, ইডি'র তদন্ত। সব বিজেপির চক্রান্ত বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী। কিছুই নাকি হয়নি! অভিষেক ধোওয়া তুলসীপাতা! এই মনোভাবে দল সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে মানুষের মনে। দলে ভাঙনের মূলেও তাঁর ভাইপো। অভিষেককে এত না আগলালে দলের ভাঙনে বাঁধ দিতে পারতেন মমতা। কিন্তু সেই চেষ্টাই করেননি। বরং ভাবটা এমন- অভিষেককে মেনে নিলে থাকো, না হয় বিদায় হও। দল থাকলে থাকবে, না থাকলে নাই।

দলের ওপর যেন অভিষেকের ঠাঁই। যাঁরা দলে ভাঙন ধরিয়েছেন, তাঁদেরও সবাই ধোওয়া তুলসীপাতা নন ঠিকই। তবে অভিষেককে এত তোলা তোলা করে না রাখলে সবাই এত ক্রুদ্ধ হতেন না। অভিষেকই তৃণমূলের উচ্ছন্নে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ- তাঁদের অভিযোগটার কিছুটা সারবত্তা তো আছেই। মমতা তা বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু ওই যে বললাম, অন্ধ অপত্যস্নেহ। সেখানে বাকি সব গঙ্গাজলে ভেসে গেলে যাক!

অতীতে দাপুটে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা প্রয়াত কমল গুহ হাতে ধরে ছেলে উদয়নকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। অথচ ততদিনে সেই ঘোর বামফ্রন্ট আমলেই উদয়ন বীজ কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত। যে অন্যায়ে জড়িত কৃষি দপ্তর। যে দপ্তরের মন্ত্রী তখন কমল গুহ। তারপর রাজনীতিতে এসে দলের মধ্যে লবিবাজির সেনাপতি হয়ে গেলেন উদয়ন। ফরওয়ার্ড ব্লক যে কোচবিহার জেলায় কোণঠাসা হল, তার জন্য দায়ী তিনিই।

সব বুঝেও আমৃত্যু উদয়নের যথেচ্ছাচারে মুখ বুজে ছিলেন কমল। বরং প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন। সেই প্রশ্রয়ের বিষবৃক্ষে ফল ধরেছে। উদয়ন এখন কারাবাসে। এই অধঃপতন হতেই পারত না, যদি না স্নেহে অন্ধ থাকতেন তাঁর বাবা। জওহরলাল নেহরু তাঁর কন্যাকে 'ভারত দর্শন' করিয়েছিলেন চিঠির পর চিঠি লিখে। যে পত্রগুচ্ছ থেকে জন্ম নিয়েছিল বিখ্যাত 'ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া।'

তাতে অবশ্য ইন্দিরাকে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থেকে আটকানো যায়নি। তবে তাতে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য জওহরলাল বেঁচে ছিলেন না। জওহরলাল তবু মেয়েকে ভারত দর্শন করিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইন্দিরা, কমল, মমতারা অপত্যস্নেহে তাঁদের উত্তরাধিকারীদের শুধু ধান্দার দর্শন দেখিয়ে গিয়েছেন। গণতন্ত্রের মূল ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ে এঁরা সবাই ক্ষমতায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একাগ্র ছিলেন। ইন্দিরা জমানা থেকে তাই আদর্শের, মূল্যবোধের অন্তর্জলি যাত্রার শুরু।

আদর্শের প্রচার করে জনসমর্থন আদায়, নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের সুষ্ঠু পদ্ধতি গোল্লায় গেল। তৈরি হল যেভাবে হোক, ছলেবলে-কৌশলে ক্ষমতায় টিকে থাকতে মানুষকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র। শাসনকালের মাঝপথ থেকে বামফ্রন্টেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মানুষের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার নামে যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার জন্ম দেওয়া হয়েছিল, তা হয়ে গেল জনপ্রতিনিধি ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হাতে ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে সব দলেরই যে কর্মী-সমর্থক বাহিনী তৈরি হল, তাদের ভাষা, আচরণ, কার্যকলাপ ইত্যাদিতে মূল্যবোধ বলে কিছু রইল না। খেয়াল করলে দেখবেন, দলনির্বিশেষে সবাই এক ভাষায় কথা বলেন, একই ধরনের দুরভিসন্ধি নিয়ে চলেন, দুর্নীতিতে, তোলাবাজিতে তাঁদের কোনও রকমফের নেই, বিপক্ষ দলের প্রতি একইরকম তাঁদের প্রতিহিংসামূলক মনোভাব। তাতে গণতন্ত্র গোল্লায় গেলেও পরোয়া নেই।

মতাদর্শের বদলে ধান্দার, ক্ষমতার চিরস্থায়ী লক্ষ্য যখন প্রধান হয়ে ওঠে, তখন গণতন্ত্র বলে আর কিছু থাকে না। নেতাদের সঙ্গে কর্মী-সমর্থকরা একই লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠেন। তখন মানবাধিকার, কারও প্রতি মর্যাদাবোধ, দলনির্বিশেষে সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদিতে আর বিশ্বাস থাকে না কারও। তখন অসভ্যতা হয়ে ওঠে একমাত্র আচরণ, একমাত্র সংস্কৃতি। অসভ্যতাই এখন ক্ষমতার নিয়ম।

বর্ধমানে ধৃত জইশ জঙ্গি

প্রথম পাতার পর

হেপাজতে নিয়ে সমস্ত নথি ফরেন্সিক পরীক্ষায় পাঠাচ্ছে।'

এসটিএফের দাবি, এটি কেবল গতানুগতিক জঙ্গি কার্যকলাপ নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তানের 'মাদক সন্ত্রাস' (নার্কো-টেররিজম)-এর এক মারাত্মক নকশা। পুলওয়ামা হামলার অন্যতম চক্রান্তকারী জঙ্গি সাজ্জাদ ভাটের ঘনিষ্ঠ এবং দুবাইয়ে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা পাক গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টির সঙ্গেই এনক্রিপ্টেড অ্যাপে যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল হামিমের। সোশ্যাল মিডিয়ায় '৩৩৩' পেজে লাইক-কমেন্ট করা তরুণদের বাছাই করে টাকা ও ডন বানানোর টোপ দিয়ে দলে টানা হত। ড্রোন মারফত সীমান্তে পাঠানো মাদক বিক্রির টাকা 'হাওয়ালা'র মাধ্যমে পৌঁছাত হামিমের মতো 'হাইব্রিড' জঙ্গিদের কাছে। এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, 'তেহরিক-ই-তালিবান হিন্দুস্তান'-এর ছায়ায় ধর্মীয় মেরুকরণ ঘটানো এবং ভিআইপি নিধন বা বিস্ফোরণের মাধ্যমে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করা।

আন্তর্জাতিক চক্রান্তের এই জাল সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা। ঘটনার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'বাম আমলে পশ্চিমবঙ্গ ছিল জঙ্গিদের সেফ প্যাসেজ, আর তৃণমূল জমানায় তা হয়েছে সেফ হোম। কোচবিহার থেকে বর্ধমান- দীর্ঘদিনের তোষণ নীতির ফলে এরা আজ ডালপালা মেলেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এই জেহাদি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছেন বলেই তিনি আজ জঙ্গিদের সরাসরি টার্গেটে পরিণত হয়েছেন।'

এদিনের গ্রেপ্তারি প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর বাবা তথা প্রাক্তন সাংসদ শিশির অধিকারীও। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন জঙ্গি ঢুকেছে। তাদের নির্দিষ্ট টার্গেট প্রধানমন্ত্রী মোদিজি ও এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু। তবে এসটিএফ তা রুখে দিয়েছে।' ধৃত হামিমকে শুক্রবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে ১৪ দিনের হেপাজতের আবেদন জানিয়েছিল এসটিএফ। বিচারক সেই আবেদন মঞ্জুর করেছেন।

ফিটনেস টেস্টে পাশ বুমরাহ

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই : কেউ বলছেন, স্বস্তি। কারও আবার মনে হচ্ছে, ইয়ে তো হোনা হি থা।

বাস্তব যাই হোক না কেন, ৪ অগাস্ট কলম্বো রওনা হওয়ার আগে আজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য এসেছে বড় সুখবর। বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আজ ফিটনেস পরীক্ষায়

> **সিওইতে ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন বুমরাহ। চোট সারিয়ে এখন পুরোপুরি সুস্থ বুমরাহ। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের দুইটি টেস্টে খেলতে সমস্যা হবে না ওর।**
>
> **-বিসিসিআই কর্তা**

সফল হয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। ফলে ৪ অগাস্ট সতীর্থদের সঙ্গে কলম্বোর বিমানে বুমরাহর ওঠা নিয়ে আর কোনও সংশয় রইল না। বিলেত সফরের দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে বোলিংয়ের সময় হাঁটুতে অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন বুমরাহ। সিরিজের শেষ একদিনের ম্যাচে সেই হাঁটুর সমস্যার কারণেই খেলা হয়নি তাঁর।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন অধিনায়ক শুভমান গিল। শুক্রবার মোহালিতে।

ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে ভারতীয় দলের এক নম্বর বোলার সোজা হাজির হয়েছিলেন বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। সেখানে চিকিৎসক ও ফিজিওদের পরামর্শ নিয়ে ছিলেন বিশ্রামে। মাঝের সময়ে শ্রীলঙ্কা সফরের দল নির্বাচনও হয়ে গিয়েছিল। দুই টেস্টের সিরিজের স্কোয়াডে জাতীয় নির্বাচকরা বুমরাহকে রেখেছিলেন শর্তসাপেক্ষে। শর্ত ছিল, ৪ অগাস্ট ভারতীয় দল কলম্বো রওনা হওয়ার আগে ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হতে হবে জসপ্রীতকে। আজ সেই পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন। বেঙ্গালুরুর সিওইতে আজ ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর বোলিংও শুরু করে দিয়েছেন বুমরাহ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা ফিটনেস পরীক্ষায় বুমরাহর সফল হওয়া নিয়ে সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে আজ বলেছেন, 'সিওইতে ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হয়েছেন বুমরাহ। চোট সারিয়ে এখন পুরোপুরি সুস্থ বুমরাহ। আসন্ন শ্রীলঙ্কা সফরের দুইটি টেস্টে খেলতে সমস্যা হবে না ওর।'

বুমরাহর ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হওয়ার খবর যেদিন সামনে এসেছে। ঠিক সেদিনই বি সাই সুদর্শনের হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে ধোঁয়াশা আরও বেড়েছে। জানা গিয়েছে, বুমরাহর মতোই সাইও আপাতত রয়েছেন বেঙ্গালুরুর সিওই-তে। সেখানেই রিহ্যাব চলছে সাইয়ের। কিন্তু এখনও পুরো ফিট তিনি হতে পারেননি। অধিনায়ক শুভমান গিলের ঘাড়ের অস্বস্তিও প্রায় কেটে গিয়েছে বলে খবর। ফলে, ১৫ অগাস্ট গলে পূর্ণশক্তির দল নিয়েই মাঠে নামতে পারবেন অধিনায়ক শুভমান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কার মাটিতে তাদের বিরুদ্ধে আসন্ন দুই টেস্টের সিরিজ টিম ইন্ডিয়ার জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সিরিজ হেরে গেলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে যাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শেষ হয়ে যাবে। সঙ্গে কোচ গৌতম গম্ভীরের ভবিষ্যৎ নিয়েও শুরু হবে টানাপোড়েন।

একডজন স্টেডিয়ামে ওডিআই বিশ্বযুদ্ধ

জোহানেসবার্গ, ৩১ জুলাই : ২৪ বছরের ব্যবধানে আফ্রিকার মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপের আসর বসতে চলেছে আগামী বছর। ২০০৩ সালের পর ২০২৭। আসন্ন যে বিশ্বযুদ্ধের একডজন স্টেডিয়ামের নাম এদিন ঘোষণা করা হল। দক্ষিণ আফ্রিকার আটটি স্টেডিয়াম ছাড়াও জিম্বাবোয়ের তিন এবং নামিবিয়ার একটি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ।

২০০৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা-জিম্বাবোয়ের সঙ্গে তৃতীয় আয়োজক দেশ ছিল কেনিয়া। এবার কেনিয়ার জায়গায় নামিবিয়া। তিন দেশের বারোটি শহরে ১৪টি দেশের ৫৭টি ম্যাচের মাধ্যমে মিলবে ২০২৭ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন দলের নাম। জোহানেসবার্গে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ১২টি কেন্দ্রের পাশাপাশি টুর্নামেন্টের অফিশিয়াল ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি 'থ্রি নেশনস, ওয়ান হার্ট' তুলে ধরা হয়।

স্টেডিয়ামগুলির মধ্যে অন্যতম প্রকৃতির মধ্যে বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের কোলঘেঁষে গড়ে ওঠা জিম্বাবোয়ের ব্র্যান্ড নিউ ফালে মোসি-ওয়া-টানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম। জয় শা সহ আইসিসি-র শীর্ষ আধিকারিকদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রেম স্মিথ, মাখায়া এনটিনি, হাসিম আমলা, কাগিসো রাবাদা, হ্যামিল্টন মাসাকাদজার মতো তারকা।

না ফেরার দেশে কিংবদন্তি বারেসি

মিলান, ৩১ জুলাই : ফুটবল বিশ্বে আরও এক মহীরুহ পতন। প্রয়াত ইতালির কিংবদন্তি ফুটবলার ফ্র্যাঙ্কো বারেসি। বিশ্ব ফুটবলের ইতিহাসে সর্বকালের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার হিসাবে গণ্য করা হয় তাঁকে। জীবনযুদ্ধে হার মানলেন সেই বারেসি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর।

এসি মিলানের সোনালি যুগের কথা উঠলে যে মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার মধ্যে অন্যতম নাম বারেসি। ১৯৬০ সালে মিলানে জন্ম। শৈশবেই বাবা-মাকে হারান। পরিবার বলতে তখন তিনি আর তাঁর দাদা জিউসেপ্পে বারেসি। দুজনের বেঁচে থাকার একমাত্র রসদই ছিল ফুটবল। একইসঙ্গে ইন্টার মিলানে ট্রায়াল দেন দুই ভাই। ইন্টার জিউসেপ্পেকে বেছে নিলেও ফ্র্যাঙ্কোকে বাতিল করে। প্রত্যাখ্যানকে সঙ্গী করেই এসি মিলানে পা রাখেন তিনি। সেদিন প্রতিভা চিনতে ভুল করেনি এসি মিলান। সেই থেকে মিলানের ক্লাবই হয়ে ওঠে তাঁর ঘরবাড়ি। মাঝে একদশকেরও বেশি সময় মিলান ডার্বি মানেই হয়ে উঠেছিল বারেসি ব্রাদার্সের লড়াই।

'৭৭ সালে এসি মিলানের জার্সিতেই পেশাদার ফুটবল যাত্রা শুরু বারেসির। তাঁর নেতৃত্বে তিনবার ইউরোপিয়ান কাপ ও ছয়বার ইতালিয়ান লিগ চ্যাম্পিয়ন হয় এসি মিলান। এক ক্লাবের জার্সিতেই গোটা জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন বিশ্ব ফুটবলে এমন উদাহরণ খুব কম। সেই অল্প কয়েকজন ফুটবলারের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র বারেসি। দীর্ঘ ২০ বছরের ক্লাব কেরিয়ারে পুরো সময়টাই এসি মিলানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। টানা ১৫ বছর ইতালির ক্লাবটির অধিনায়ক ছিলেন। ২০২০ সালে তাঁকে সাম্মানিক সহ সভাপতির পদ দেয় এসি মিলান। ইতালি জাতীয় দলের হয়ে আশিটির বেশি ম্যাচ খেলেছেন। ১৯৮২ বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য হলেও সেবার মূলত বেঞ্চেই ছিলেন বারেসি। ১৯৯৪ বিশ্বকাপে তিনিই ছিলেন ইতালির অধিনায়ক। সেবার ফাইনালে টাইব্রেকারে ব্রাজিলের কাছে পরাস্ত হয় আজুরিরা। ফাইনালের মাত্র ২৫ দিন আগে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তারপরও রোমারিও-বেবেতোদের ১২০ মিনিট আটকে রেখেছিলেন বারেসি। টাইব্রেকারে অবশ্য তাঁর শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। রক্ষণভাগের ফুটবলও সৃজনশীল হয়ে উঠেছিল বারেসির পায়ে।

বছরখানেক আগে তাঁর ফুসফুসে অস্ত্রোপচার হয়। তারপর থেকে নিভৃতেই ছিলেন। এদিন এসি মিলানের তরফেই বারেসির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।

একনজরে বারেসি

- ১৯৮২ সালে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইতালি দলের সদস্য। খেলার সুযোগ অবশ্য পাননি।
- ১৯৯৪ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালিস্ট ইতালির অধিনায়ক ছিলেন।
- ১৯৭৭-'৯৭ পর্যন্ত খেলেছেন এসি মিলানে।
- ছয়বার সিরি আ জিতেছেন।
- তৎকালীন ইউরোপিয়ান কাপ (উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ) জিতেছেন তিনবার।

ফিফার প্রস্তাবে আপত্তি এএফসি-র

দুবাই, ৩১ জুলাই : উয়েফা, কনকাকাফের পর এবার এএফসি। ফিফার বিতর্কিত ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ প্রস্তাবের বিরোধিতা করল এশিয়ার ফুটবল নিয়ামক সংস্থা।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে এএফসি জানিয়েছে, এই পরিকল্পনা নিয়ে ফিফা তাদের সঙ্গে কোনও রকম আলোচনা করেনি। এমনকি এই প্রস্তাব নিয়ে আইনি, আর্থিক কিংবা প্রশাসনিক কোনও ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়নি। এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের স্পষ্ট বক্তব্য, এই ধরনের পদক্ষেপ একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়।

ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ নামে একটি সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। এই সংস্থার হাতে বিশ্বকাপ ও ক্লাব বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে। সেই সংস্থার অন্তত ২১ শতাংশ শেয়ার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার ভাবনা ছিল। ফিফার এই পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা শুরু করে একাধিক মহাদেশীয় সংস্থা। তাদের দাবি, বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতার বাণিজ্যিক স্বত্ব বিক্রি হওয়াটা ক্ষতিকারক।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ফিফার পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তারা পুরো পরিস্থিতির দায় চাপিয়েছে সংবাদমাধ্যমের ওপর।

আজ বাগানের সামনে কাস্টমস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাই : চার ম্যাচে তিনটি জয়, একটা ড্র। কলকাতা ফুটবল লিগে তড়তড়িয়ে এগোচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। পয়েন্ট টেবিলে অবশ্য চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের থেকে একধাপ পিছিয়ে দুই নম্বরে রয়েছে সবুজ-মেরুন। শনিবার লিগে পঞ্চম ম্যাচ খেলতে নামছে বাস্তব রায়ের মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ ক্যালকাটা কাস্টমস। শেষ ম্যাচ জিতলেও ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে দলের পারফরমেন্স খুব একটা স্বস্তিতে রাখবে না বাগান কোচ বাস্তবকে। বিশেষত সুহেল আহমেদ বাটের লাগাতার সুযোগ নষ্টের প্রবণতা তাঁকে চিন্তায় রাখতে বাধ্য করছে। অবশ্য তাঁর হাতে বিকল্প নামও কম। আবার বাগান শিবিরে স্বস্তি দিচ্ছে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারফরমেন্স। যদিও শেষ ম্যাচে চোট নিয়েই অনেকটা সময় খেলেছিলেন তিনি। ফলে কাস্টমস ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

'নিঃশব্দ যোদ্ধা' বলছেন আমরে!

রাহানেকে নিয়ে পোস্ট রোহিতের

মুম্বই, ৩১ জুলাই : দীর্ঘদিনের সতীর্থ আজিঙ্কা রাহানের অবসরে আবেগতাড়িত রোহিত শর্মাও। গতকালই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে আলবিদা জানিয়েছেন মুম্বই তথা ভারতের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার। রাহানের যে সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়ায় রোহিত দীর্ঘদিনের সতীর্থের ক্রিকেটের প্রতি দায়বদ্ধতা, পরিশ্রমের কথা তুলে ধরেন।

নিজের এক্স হ্যান্ডলে রোহিত লিখেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে

> **বছরের পর বছর ধরে আমরা একই সাজঘর ভাগ করে নিয়েছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি এই জায়গায় পৌঁছোতে তুমি (আজিঙ্কা) কতটা পরিশ্রম করেছ, ঘাম ঝরিয়েছ। দায়বদ্ধতা, পেশাদারিত্ব তোমাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। অভিনন্দন অসাধারণ কেরিয়ারের জন্য। একইসঙ্গে আগামীর শুভেচ্ছা।**
>
> **-রোহিত শর্মা**

আমরা একই সাজঘর ভাগ করে নিয়েছি। খুব কাছ থেকে দেখেছি এই জায়গায় পৌঁছোতে তুমি (আজিঙ্কা) কতটা পরিশ্রম করেছ, ঘাম ঝরিয়েছ। দায়বদ্ধতা, পেশাদারিত্ব তোমাকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। অভিনন্দন অসাধারণ কেরিয়ারের জন্য। একইসঙ্গে আগামীর শুভেচ্ছা।'

ভারতের হয়ে ৮৫টি টেস্টে ৫০৭৭ রান করেছেন রাহানে। ১২টি শতরানের সঙ্গে ২৬টি অর্ধশতরান। ৯০টি ওডিআই এবং ২০টি টি২০ ম্যাচেও দক্ষতার ছাপ রেয়েছেন। যদিও সম্প্রতি একঝাঁক তরুণ তারকার উত্থানে ঢাকা পড়ে গিয়েছিলেন। দেওয়াল লিখন বুঝতে পেরে অবসরের সিদ্ধান্ত। কেরিয়ারে সেরা প্রাপ্তি ২০২০-'২১ অস্ট্রেলিয়া সফরে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জয়।

লন্ডনে রোহিত শর্মার সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী।

অ্যাডিলেড টেস্টে ৩৬ রানে ভারতের গুটিয়ে যাওয়া, লজ্জার হারের পর দেশে ফেরেন বিরাট কোহলি। পরিবর্ত হিসেবে কার্যত বিনা নোটিশে অধিনায়কত্বের গুরুভার এবং দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত দল নিয়ে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ জয়ের ইতিহাস। প্রবীণ আমরে যে পরিস্থিতিকে কার্গিল যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

রাহানের ব্যক্তিগত কোচ আমরের যুক্তি, 'অ্যাডিলেডে ৩৬ গুটিয়ে যাওয়া। পরের টেস্টে নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়েই মেলবোর্নে শতকীয় ইনিংস। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে ঝিমিয়ে থাকা দলের মনোবল বাড়িয়েছিল। আর্ট অফ ব্যাটসম্যানশিপ এবং লিডারশিপ। যখন দল মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তখন একজন অধিনায়ককে কীভাবে খেলতে হয় দেখিয়েছিল রাহানে। কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছিল, আমার কাছে যা কার্গিল যুদ্ধের মতো। প্রতিপক্ষের আত্মবিশ্বাস তখন তুঙ্গে, ভারতের তলানিতে। সেখান থেকে সিরিজ জিতে ফেরা!'

আমরের কথায়, 'রাহানে হল নিঃশব্দ যোদ্ধা। বোঝে, কখন দলের কী প্রয়োজন। আর এভাবেই নিজেকে ক্রিকেটার হিসেবে গড়ে তুলেছে। কঠিন হার্ডল পেরিয়ে যে জায়গায় পৌঁছেছে, আমি গর্বিত ওর জন্য। ২০১৪ সালের সফরে লর্ডসের সবুজ পিচে শতরান করেছিল। লর্ডসে সাফল্য সবসময় স্পেশাল। তোমার (রাহানে) নাম লর্ডসের অনার্স বোর্ডে দেখাটা আমার কাছে গর্বের।'

রুটের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে ফ্লেমিং

ইংল্যান্ড দলে ধোনি নেই! বার্তা ভনের

লন্ডন, ৩১ জুলাই : আইপিএল, চেন্নাই সুপার কিংস ছেড়ে এবার নতুন দায়িত্ব।

গতকালই নির্বাচিত হয়েছেন ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের হেড কোচ হিসেবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে থ্রি লায়ন্সের মতো বড় দলের দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার আগে স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের উদ্দেশ্যে সতর্কবার্তা মাইকেল ভনের। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মনে করিয়ে দিলেন, ইংল্যান্ড দলে কিন্তু মহেন্দ্র সিং ধোনি নেই।

আইপিএলে ধোনি-ফ্লেমিং জুটি সুপারহিট। ধোনি সিএসকে-র মুখ। একসঙ্গে মাহির মগজাস্ত্র টিম চেন্নাইয়ের মূল ইউএসপি-ও। ফ্লেমিংয়ের কাজ সেখানে পর্দার আড়ালে। যেদিকে ইঙ্গিত করে ভনের কথায়, ইংল্যান্ড নামক জাহাজের বৈতরণি পারে ফ্লেমিং কিন্তু মাহির সহায়তা পাবে না। চেন্নাইয়ের পরিকল্পনার দিকটা মূলত সামলাতেন ধোনি। ফ্লেমিং সেখানে ম্যান-ম্যানেজমেন্টে।

> **অত্যন্ত সম্মানীয়। ম্যানেজার ও ট্যাকটিসিয়ান হিসেবে বেশ ভালো। আইপিএলে ওকে দেখেছি। কিন্তু ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, এখানে ও অধিনায়ক হিসেবে ধোনিকে পাবে না। চেন্নাই সুপার কিংসকে চালাত ধোনি। ফ্লেমিংয়ের ভূমিকা সেখানে ছিল চার দেওয়ালের মধ্যে। এরিক সিমন্সের মতো বোলিং কোচকেও পেয়েছিল।'**
>
> **-মাইকেল ভন**

ফ্লেমিংয়ের নির্বাচন নিয়ে ভন বলেছেন, 'অত্যন্ত সম্মানীয়। ম্যানেজার ও ট্যাকটিসিয়ান হিসেবে বেশ ভালো। আইপিএলে ওকে দেখেছি। কিন্তু ইংল্যান্ড ক্রিকেটের ক্ষেত্রে সমস্যা হল, এখানে ও অধিনায়ক হিসেবে ধোনিকে পাবে না। চেন্নাই সুপার কিংসকে চালাত ধোনি। ফ্লেমিংয়ের ভূমিকা সেখানে ছিল চার দেওয়ালের মধ্যে। এরিক সিমন্সের মতো বোলিং কোচকেও পেয়েছিল।'

ইংল্যান্ডের প্রথম পছন্দ ছিল অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার। কিন্তু গত দুইবারের আইপিএলজয়ী কোচ রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর দায়িত্বকেই অগ্রাধিকার দেন। এরপরই দৌড়ে ঢুকে পড়েন ফ্লেমিং। প্রশ্ন তুললেও ভনের বিশ্বাস, প্রাক্তন কিউয়ি অধিনায়ক নতুন ভূমিকায় সাফল্য পাবেন। সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হবেন ইংল্যান্ডকে। সেক্ষেত্রে ভনের পরামর্শ, আগ্রাসী ক্রিকেট এবং পরিস্থিতি বুঝে মানিয়ে নেওয়া-দুইয়ের মাঝে ভারসাম্য জরুরি। জো রুট, হ্যারি ব্রুকদের হেডস্যারের দায়িত্বে কতটা সফল হবেন ফ্লেমিং, আগামী বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফর দিয়েই পরীক্ষা শুরু।

ফ্লেমিং কিন্তু আশাবাদী। বিশ্বাস, টেস্ট আঙিনায় বেন স্টোকস-ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম জুটি যে পরম্পরা রেখে গিয়েছে, তা এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। বলেছেন, 'ইংল্যান্ড টেস্ট দলের কোচ হয়ে আমি সম্মানিত। বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সম্মানজনক দায়িত্বও। কাজ করার জন্য মুখিয়ে আছি। স্টোকস-ম্যাককুলামের ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি মূল লক্ষ্য থাকবে সাফল্য, জয়ে। ভবিষ্যতের ভাবনাও গুরুত্ব পাবে। দলে একঝাঁক তরুণ প্রতিভা। আমাদের লক্ষ্য হবে ওদের সঠিক দিশা দেখানো। অধিনায়ক জো রুটের সঙ্গে কাজ করার জন্য উত্তেজনায় ফুটছি। দুই হাত ভরা সাফল্য পেয়েছে। এখনও অনেক কিছু দেওয়ার আছে রুটের।'

আইএসএলে এবার খেলবে না জামশেদপুর এফসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩১ জুলাই : টানা ৮ বছর খেলার পর আইএসএল থেকে দল তুলে নিল জামশেদপুর এফসি। এদিনই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে নিজেদের এই সিদ্ধান্তের কথা জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। কিছুদিন আগে থেকেই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ক্লাব জোটের আলোচনায় থেকে তারা নিজেদের সরিয়ে রাখছিল। আর্থিক সমস্যা ছিলই। কিন্তু আইএসএলের বাকি ক্লাবগুলির সঙ্গেও মতের অমিল হওয়া এই সিদ্ধান্তের অন্যতম কারণ। এদিন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সিনিয়ার দল তুলে নিলেও ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের কাজ চালিয়ে যাবে। অর্থাৎ টাটা ফুটবল অ্যাকাডেমি ও জেএফসি-র বয়সভিত্তিক দলগুলি থাকছে। হয়তো স্থানীয় লিগেও খেলবে জামশেদপুর।

তবে সিনিয়ার দল দেশের সেরা লিগে না নামানোর এই সিদ্ধান্ত এক ধাক্কায় ৩০ জন ফুটবলার, কোচ, কোচিং স্টাফ সকলেই বেকার হয়ে গেলেন। যা ভারতীয় ফুটবলের জন্য আশঙ্কার। এআইএফএফ-কে প্রতিশ্রুতি মতো টাকা দেওয়ার বিষয়ে এমনিই তারা ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময় চেয়ে নেয় আগেই। শেষদিনেই তাদের এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় ফুটবলের জন্য খারাপ বিজ্ঞাপন হয়ে থাকল। কেরালা ব্লাস্টার্সও সময় চেয়েছে। এখনও তাদেরও নতুন বিনিয়োগকারী বা মালিকানা বদলের খবর নেই। ফলে এই ক্লাবেরও ভবিষ্যৎ কী অজানা সবার। আর্থিক সমস্যায় ভুগছে আরও বেশ কিছু ক্লাব। এরইমধ্যে খবর হল গতবারের আইএফএল চ্যাম্পিয়ন ডায়মন্ড হারবার এফসি নাকি খেলতে পারে আইএসএলে। তবে কলকাতা থেকে নয়, মালিকানা বদল হয়ে ঝাড়খণ্ড থেকে খেলার সম্ভাবনা।

সিআইএসএফ-কে গোলের মালা পরাল ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল-৮ (বিষ্ণু-হ্যাটট্রিক, জেসিন-২, খালিদ-আত্মঘাতী, জিকসন, বিপিন)
সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স-০

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৩১ জুলাই : ম্যাচ শেষ হতে মিনিট দশেক বাকি। প্রেস বক্সে তুমুল আলোচনা, ডুরান্ড কাপে বি বি স্টারের বিরুদ্ধে নিজেদের করা ১০ গোলের রেকর্ড কি ভাঙবে ইস্টবেঙ্গল?

স্কোরবোর্ডে লেখা ইস্টবেঙ্গল-৮ সিআইএসএফ প্রোটেক্টর্স-০। গোলের সংখ্যা দুই অঙ্কে পৌঁছালেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। প্রতিপক্ষ দলটা একেবারেই সাদামাঠা। কলকাতা লিগের দলগুলি অন্তত এর থেকে মানে ভালো। পুরো ম্যাচজুড়েই আর্মির দলটিকে নিয়ে ছেলেখেলা করে গেলেন পিভি বিষ্ণু-জেসিন টিকেরা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের প্রাক্কালে সমর্থকদের বড় উপহার দিলেন তাঁরা।

ম্যাচ জিততে এদিন প্রথম একাদশে ছয়টি পরিবর্তন করেছিলেন আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। ফুটবলারদের পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথম মিনিট থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়। কোচের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন জেসিন-বিষ্ণুরা। ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে লাল-হলুদ শিবির। তাও গোলের খাতা খুলতে ইস্টবেঙ্গলকে অপেক্ষা করতে হল ৩৭ মিনিট পর্যন্ত। পেনাল্টি বক্সের মধ্যে জেসিন পাস দেয় এডমুন্ড লালরিনডিকাকে। তিনি আবার একজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল বাড়িয়ে দেন বিষ্ণুকে। অসাধারণ ব্যাক হিলে ফিনিশ করেন লাল-হলুদের কেরালাইট অ্যাটাকার। এরপরেই গোল উৎসবে মেতে উঠেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

হ্যাটট্রিক বিষ্ণুর, জোড়া গোল জেসিনের

মিনিট পাঁচেক পরে দ্বিতীয় গোল ইস্টবেঙ্গলের। বিষ্ণুর ক্রস সিআইএসএফ অধিনায়ক মহম্মদ খালিদ ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন। বল গোলকিপারের গায়ে লেগে গোলে ঢুকে যায়। সংযোজিত সময়ে ড্যানি র‍্যামিরেজের পাস থেকে জিকসন সিং আলতো টোকায় বল গোলে পাঠান। দ্বিতীয়ার্ধে আরও ভয়ংকর মেজাজে হাবাসের ছেলেরা। ৪৬ মিনিটে সন্দীপ মান্ডির পাস থেকে বাইসাইকেল কিকে বিশ্বমানের গোল করে যান বিষ্ণু। এই ম্যাচটি দেখে থাকলে বিষ্ণুর গোলটি দেখে নিশ্চিতভাবেই খুশি হবেন কিংবদন্তি শ্যাম থাপা।

হ্যাটট্রিকের পর পিভি বিষ্ণু। ছবি : ডি মণ্ডল

৬৪ মিনিটে ইস্টবেঙ্গলের পঞ্চম গোলটি করেন বিপিন সিং। কয়েক মিনিট পরেই স্কোরশিটে নাম তোলেন লাল-হলুদের আরেক কেরালাইট অ্যাটাকার জেসিন। গোলকিপারকে কাটিয়ে ফিনিশ করেন তিনি। ৭৩ মিনিটে পরিবর্ত রোহিত দানুর পাস থেকে আরও একবার লক্ষ্যভেদ জেসিনের। দুই মিনিট পরে বিপিনের পাস থেকে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন বিষ্ণু। শেষ দশ মিনিটে বড় লোকের বাউন্ডুলে ছেলের মতো গোল মিস না করলে এদিন অন্তত একডজন গোলে জিতত ইস্টবেঙ্গল।

গোল না পেলেও নজর কাড়লেন বিদেশি র‍্যামিরেজ। প্রতিপক্ষকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে ছাড়লেন। তবে ভাগ্য খারাপ এডমুন্ডের। তাঁর অন্তত দুটি নিশ্চিত গোলমুখী শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। ম্যাচের পর গ্যালারিতে লাল-হলুদ জনতার চেনা উচ্ছ্বাসের ছবি। জিকসন-মহম্মদ বসিম রশিদদের মুখে চওড়া হাসি। আপাতত ডার্বি হারের ধাক্কা সামলে পুরোনো রাজকীয় মেজাজে আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা।

ইস্টবেঙ্গল : পূর্বা, হার্দিক (মনসালভে), আনোয়ার, নুঙ্গা, সন্দীপ, রশিদ (রোহিত কুমার), জিকসন, বিষ্ণু (ডেভিড), এডমুন্ড (দানু), ড্যানি (বিপিন) ও জেসিন।

জুডোয় ইতিহাস বাঙালি অস্মিতার

গ্লাসগো, ৩১ জুলাই : ২৫ মিনিটে সোনালি ইতিহাস রচনা।

কমনওয়েলথ গেমসে জুডোতে শনিবার রাতের আগে পর্যন্ত একটিও সোনা ছিল না ভারতের। কিন্তু এদিন রাত ৯.১৬ মিনিটে থেকে ৯.৪১ মিনিটের মধ্যেই জোড়া সোনা এনে দেন অস্মিতা দে ও হর্ষ সিং। তারপরই দুই জুডোকাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিনটিকে 'ভারতীয় জুডোর ঐতিহাসিক দিন' বলে চিহ্নিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে জুডোয় সোনালি হ্যাটট্রিক হয়নি। মহিলাদের ৫৭ কেজি ওজন বিভাগের ফাইনালে হেরে রুপোয় সন্তুষ্ট থাকতে হয় যামিনী মৌর্যকে।

ত্রিপুরার বাঙালি মেয়ের হাত ধরেই কমনওয়েলথে জুডোয় ভারত সোনার খাতা খোলে। মহিলাদের ৪৮ কেজি ওজন বিভাগের ফাইনালে তিনি ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে দেন কানাডার হেইদি কোয়াচকে। ফাইনালে শুরুর দিকে চাপে থাকলেও অস্মিতা দ্রুত তা সামলে নেন। কাউন্টার অ্যাটাকে সমতা ফেরানোর পর ফাইনালের রাশ নিজের দখলেই রেখেছিলেন তিনি। হেইদিকে কয়েকবার লকিংয়ের চেষ্টা করেও অস্মিতা পয়েন্ট আনতে পারেননি। হতাশ না হয়ে আগ্রাসন বজায় রাখেন তিনি। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ১-১ থাকায় ম্যাচ গড়ায় গোল্ডেন স্কোরে। ম্যাটের প্রান্তের কাছে দুরন্ত এক থ্রোয়ে জয়সূচক পয়েন্ট অর্জন করেই উল্লাসে ফেটে পড়েন ২৩ বছরের ত্রিপুরার বাঙালি মেয়ে। দ্রুত তাঁর আনন্দে শরিক হয় ভারতীয় দলও।

কিছু পরে ভারতীয় পুরুষ হিসেবে কমনওয়েলথ গেমসে জুডোয় প্রথম সোনা জেতেন হর্ষ। ৬০ কেজি ওজন বিভাগের ফাইনালে তিনি ১০-০ ব্যবধানে হারিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ার জোশুয়া কাৎজকে। তারপরই ৫৭ কেজি বিভাগের ফাইনালে যামিনী হেরে যান ইংল্যান্ডের অ্যাসিলিয়া টোপাকের বিরুদ্ধে।

ত্রিপুরার এক সাধারণ পরিবার থেকে উঠে এসেছেন অস্মিতা, যেখানে তাঁর শৈশবে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলোর বিশেষ কোনও সুযোগ বা পরিবেশ ছিল না। বাবা সাইকেল সারিয়ে সংসার চালাতেন। তারপরও মেয়ের মাঠের প্রতি ভালোবাসা দেখে তিনি অস্মিতার খেলায় আপত্তি করেননি। এদিন ঐতিহাসির কীর্তি গড়ে সোনা জয়ের পর অস্মিতা বারবার ফিরে গিয়েছেন বাবার কথায়। যিনি গত বছর প্রয়াত হয়েছেন। অস্মিতা সোনার পদক গলায় নিয়ে বলেছেন, 'বাবা সবসময় আমাকে সমর্থন করেছেন। গত ডিসেম্বরে তিনি মারা যান। সেইসময় মনে হয়েছিল সব শেষ। কিন্তু এর দুই মাস পরই আমি এশিয়ান গেমসের ট্রায়ালে প্রথম হই। তারপর আজ এই সাফল্য।'

শুধু বাবা নয়, তাঁর উত্তোরণের নেপথ্যে থাকা মানুষগুলিকেও অস্মিতা ভুলে যাননি। শুরুর দিকে তিনি অ্যাথলেটিক্সে মেতেছিলেন। ৮০০ মিটার দৌড় ছিল তাঁর ইভেন্ট। এরপর একজন কোচ তাঁর প্রতিভা চিনতে পারেন। জুডোর সঙ্গে অস্মিতার পরিচয় করান। ২০১৫ সালে তিনি ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলে যোগ দেন, যেখানে তিনি প্রথমে বীণা দেবনাথ এবং পরবর্তীতে মানিকলাল দেবের অধীনে প্রশিক্ষণ নেন। স্কুল গেমস ও খেলো ইন্ডিয়া সার্কিটের মাধ্যমে তিনি ধীরে ধীরে নিজের সুনাম তৈরি করেন। তাঁর চমৎকার পারফরমেন্স তাঁকে ভোপালের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্রে সুযোগ করে দেয়, যেখানে তিনি জাতীয় কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ নেন এবং নিজের খেলার ক্রমাগত উন্নতি ঘটান। এদিন তাই অস্মিতা বলেছেন, 'সোনা জয় বাবা, আমার কোচ ও এই যাত্রাপথে যাঁরা আমার পাশে থেকেছেন তাঁদের উৎসর্গ করছি।' ত্রিপুরার মেয়ে হলেও অস্মিতা চাকরি সূত্রে বারাণসীতে থাকেন। সেখানে উত্তরপ্রদেশ পুলিশে তিনি চাকরি করেন। সেই চাকরি দেওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে ধন্যবাদ জানিয়ে অস্মিতার সংযোজন, 'খুব কঠিন সময়ে যোগীজি আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এই চাকরি শুধু আমার পরিবার নয়, ক্রীড়াজীবনে খুব সাহায্য করেছে। তাই যোগীজিকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

সোনালি গাথায় শরিক হর্ষও

জুডোয় সোনা জয়ের পর অস্মিতা দে (উপরে) ও হর্ষ সিং।

বক্সিংয়ে সোনার লড়াইয়ে ছয় ভারতীয়

রেকর্ড গড়েও রুপো লভপ্রীতের

পুরুষদের ১১০ কেজি উর্ধ্ব ওজন বিভাগে রুপোর পদক গলায় পরে ভারোত্তোলক লভপ্রীত সিং।

গ্লাসগো, ৩১ জুলাই : ২০২২ সালের বার্মিংহাম কমনওয়েলথ গেমসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। এবারের গ্লাসগোর আসরে পদকের রং বদলাল ঠিকই, কিন্তু ভারোত্তোলনে পুরুষদের ১১০ কেজি উর্ধ্ব ওজন বিভাগে গেমস রেকর্ড গড়েও রুপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল অমৃতসরের লভপ্রীত সিংকে।

অথচ সোনার পদক গলায় ঝোলানোর প্লট তৈরি করে ফেলেছিলেন ২৮ বছরের এই ভারোত্তোলক। বৃহস্পতিবার রাতে স্ন্যাচে ১৭৬ কেজি ওজন তুলে গেমস রেকর্ড গড়ার সঙ্গে বাকিদের থেকে ১০ কেজির লিড পেয়ে গিয়েছিলেন লভপ্রীত। সামোয়ার সানেলে মাও স্ন্যাচে তিনটি প্রয়াসেই ব্যর্থ হওয়ায় লভপ্রীতের সোনা পাওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি উজ্জ্বল হচ্ছিল। ক্লিন অ্যান্ড জার্কে ২০৫ কেজি দিয়ে শুরু করার পর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ২১২ কেজি লভপ্রীত তুলে ফেলার পর মনে হয়েছিল, এবারের কমনওয়েলথ থেকে ভারোত্তোলনে ভারতের ঘরে দ্বিতীয় সোনা আসা সময়ের অপেক্ষা। কারণ সেই সময় দ্বিতীয় স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ডের ডেভিড অ্যান্ড্রু লিটির চেয়ে ২৫ কেজি এগিয়ে ছিলেন লভপ্রীত। কিন্তু লিটি দ্বিতীয় প্রয়াসে ২২৩ কেজি তুলে লভপ্রীতের সোনার স্বপ্নে জল ঢেলে দেন। যার ফলে লভপ্রীত মোট ৩৮৮ কেজি তুলেও মাত্র ১ কেজির জন্য পোডিয়ামের শীর্ষস্থানে দাঁড়ানো থেকে বঞ্চিত হন।

২০১০ সালে ১৩ বছর বয়সে স্থানীয় কোচদের কাছে ভারোত্তোলনে হাতেখড়ি লভপ্রীতের। ২০১৭ সালে এনআইএস পাতিয়ালায় যোগ দেওয়ার পর ১০৫ কেজি ওজন বিভাগে জুনিয়ার কমনওয়েলথ ও এশিয়ান জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জেতেন লভপ্রীত। কিন্তু আন্তর্জাতিক ভারোত্তোলন ফেডারেশনের নতুন নিয়মে ১০৯ কেজিতে সরে যেতে বাধ্য হন তিনি। তাতেও অবশ্য তাঁর সাফল্য আটকায়নি। বার্মিংহামের ব্রোঞ্জ ও কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা এই নতুন ওজন বিভাগেই এসেছিল লভপ্রীতের।

এবারের কমনওয়েলথে ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্স করলেও সোনা জিততে না পারার হতাশা রয়েছে লভপ্রীতের। বলেছেন, 'সোনা হাতছাড়া হলে কষ্ট হবেই। আসন্ন এশিয়ান গেমসে এই অপ্রাপ্তি মেটানোর চেষ্টা করব। তবে এই রুপো জয়ের কৃতিত্ব কোচ বিজয় শর্মা থেকে শুরু করে সবার। আমি প্রত্যেকের কাছে কৃতজ্ঞ।'

এদিকে, মায়ের দায়িত্ব সামলে মহিলাদের ডিসকাস থ্রোয়ে ব্রোঞ্জ জিতলেন হরিয়ানার সীমা কালিরামনা। এদিন ফাইনালে টানা তিনটি ফাউল করলেও তৃতীয় প্রচেষ্টায় ৫৮.৬৫ মিটার ছুড়ে পদক নিশ্চিত করে ফেলেন তিনি। অথচ, ছেলে রুদ্রর জন্মের পর শরীরে নানা সমস্যা দেখা দেওয়ায় অ্যাথলেটিক্স ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন ২৭ বছরের এই অ্যাথলিট। কিন্তু স্বামী তথা প্রাক্তন জাতীয় ডিসকাস থ্রোয়ার রবিন্দার কালিরামনার উৎসাহে নিজের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখেন সীমা। পাশাপাশি ২০২২ সালে দর্শনবিদ্যায় পিএইচডি করাও শুরু করেন তিনি। এদিন পদক জিতে সীমা বলেছেন, 'ছেলে জন্মের পর শরীরে অনেক সমস্যা শুরু হয়। কিন্তু স্বামী ও পরিবার সবসময় পাশে থেকেছে। ওদের সমর্থনের জন্যই আজকে এই পদক জিতলাম আমি।'

ডেকাথলনে নয়টি ইভেন্টের পর ৭২৭২ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে উঠে এসেছেন তেজস্বীন শংকর। তিনি জ্যাভলিন থ্রোয়ে (৫৩.১২ মিটার) মরশুমের সেরা পারফরমেন্স করেছেন। বক্সিংয়ে ছয় রুপো নিশ্চিত করে ফাইনালে উঠেছেন অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল (পুরুষদের ৮০ কেজি), যদুমণি সিং (পুরুষদের ৫৫ কেজি), প্রীতি পাওয়ার (মহিলাদের ৫৪ কেজি), জেসমিন লাম্বোরিয়া (মহিলাদের ৫৭ কেজি), অরুন্ধতী চৌধুরী (মহিলাদের ৭০ কেজি) ও সাক্ষী চৌধুরী (মহিলাদের ৫১ কেজি)। বোলে পুরুষদের পেয়ারে নভনীত সিং ও দীনেশ কুমার ২-০ ব্যবধানে ফকল্যান্ড আইল্যান্ডসকে হারিয়েছেন।

পুরুষদের ৮০ কেজি ওজন বিভাগে ফাইনালে ওঠার পথে অঙ্কুশ পাঙ্ঘাল।

কমনওয়েলথ গেমসে পদক তালিকা

স্থান	দেশ	সোনা	রুপো	ব্রোঞ্জ
১	অস্ট্রেলিয়া	৫১	২৫	৪০
২	কানাডা	১৬	১৪	১৮
৩	ইংল্যান্ড	১৫	৩১	২৩
৪	স্কটল্যান্ড	১০	৭	১৬
৯	ভারত	৫	১১	৪

SBI
আরবিও-II, শিলিগুড়ি (১৪৮৭৯)
হোমল্যান্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তলা, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮
নতুন শাখা রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ির জন্য উপযুক্ত
বাণিজ্যিক প্রেমিসিসের প্রয়োজনীয়তা

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, শিলিগুড়ি রবীন্দ্রনগর এলাকায় এটিএম সহ ব্যাংক প্রেমিসিসের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লীজে একটি বাণিজ্যিক প্রেমিসিস অধিগ্রহণ করতে ইচ্ছুক। প্রস্তাবিত প্রেমিসিসটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নীচতলায় হওয়া বাঞ্ছনীয়, যার ব্যবহারযোগ্য আয়তন ২৫০০ বর্গফুট -৩০০০ বর্গফুট (আনুমানিক) হতে হবে সঙ্গে সামনের অংশ ভালো ও স্পষ্ট দৃশ্যমান হতে হবে। প্রেমিসিসটিকে অবশ্যই এসবিআই, রিজিওনাল বিজনেস কার্যালয়-II, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, দ্বিতীয় তলা, সেবক রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৮ থেকে সংগৃহীত আবেদনপত্রে উল্লেখিত মানদণ্ডগুলি পূরণ করতে হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে বাণিজ্যিক লাইসেন্স এবং সম্পত্তির স্পষ্ট মালিকানাস্বত্ব রয়েছে এমন উপযুক্ত প্রেমিসিসের মালিকরাই কেবল এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে আবেদন করার যোগ্য বলে ধার্য হবে।

আবেদনপত্রগুলি অবশ্যই একটি বন্ধ খামে "OFFER FOR SBI RABINDRANAGAR BRANCH & ATM" লিখে আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও-II, দ্বিতীয় তলা, হোমল্যান্ড বিল্ডিং, সেবক রোড, শিলিগুড়ি, পিন-৭৩৪০০৮ ঠিকানায় পাঠাতে হবে। কোনও অবস্থাতেই কাউকে কোনও এজেন্সি প্রদান করা হবে না। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কোনও কারণ দর্শানো ছাড়াই যে কোনও বা সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক আরবিও-II, শিলিগুড়ি

iDestiny®
Authorised Reseller

Now Open at Metro Square, Sevoke Road
Buy iPhone 17 & Get Benefits Upto ₹22,999*

Grand Launch Offer 1st - 2nd August

Offer Break-up	iPhone 17	iPhone 17 Pro	MacBook Neo	MacBook Air M5	iPad A16	iPad Air	Watch S11
MRP	₹82,900	₹134,900	₹79,900	₹149,900	₹49,900	₹89,900	₹46,900
Instant Discount'	₹3,000	₹2,000	₹3,995	₹7,495	₹1,000	₹2,600	₹1,500
Bank Cashback*	₹1,000	₹3,000	₹7,000	₹10,000	₹4,000	₹4,000	₹2,500
Trade-In* (Exchange)	₹17,000	₹35,000	₹12,000	₹13,000	-	-	₹3,000
Exchange Bonus*	₹7,000	₹6,000	₹7,000	₹12,000	-	-	₹2,000
Exchange Effective Price*	₹54,900	₹88,900	₹49,905	₹107,405	₹44,900	₹83,300	₹37,900
Store Launch Specials*	₹11,999	₹2,200	₹3,000	₹5,400	₹3,000	₹3,000	-
EMI* (Upto 24 Months)	₹2,329	₹7,658	₹5,075	₹10,408	₹4,158	₹7,492	₹4,489

Upto ₹10,000* Instant Cashback on credit cards — AXIS BANK, ICICI Bank, SBI card
Upto ₹12,000* Exchange bonus — CASHIFY
No cost EMI* upto 24 months available on

Buy now with up to 24 Month No Cost EMI* on RuPay Credit Cards of AXIS BANK | ICICI Bank
Upto 8% Educational Discount* for Students & Teachers

Store Launch Specials
First 50 Customers get a FREE' Bluetooth Speaker worth ₹11,999 on purchase of iPhone 17
3 in 1 Bundle MRP ₹6,999 @₹3,999* on purchase of MacBook Neo
Police Backpack worth ₹5,899 @₹499* on purchase of MacBook Air M5
3 in 1 Bundle Pencil, iPad TG & Case MRP ₹9,999 @₹5,999* on purchase of iPad

Metro Square, Sevoke Road | City Centre Mall, Matigara, Siliguri
Also at : Kolkata | Assam | Bihar | Jharkhand | Meghalaya | Odisha | Sikkim | Tripura
www.iDestiny.in/sr
+91 80691 99817 +91 75478 23040
*Terms and conditions apply. Limited Period Offer. Offer valid till stocks last. Exchange offer & bonus available only at store. For further t&c please visit iDestiny.in